সংগীত রসার্ণব।

অর্থাৎ

সদা শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ মননার্থে :
অভিসারাদি রসোদধির
সংক্ষেপ পদ রত্ন।

কীর্ত্তন প্রণালী মতে চলিত ভাষায়
সঙ্কর্ষণ ভোগ অর্থাৎ পুষ্পিকায়
স্বীয় মনঃ সন্তোষার্থে

শ্রীজনমেজয় মিত্র কর্তৃক রচিত
এবং প্রকাশিত হইল।
কালিকাতা ভাঁড়া।

কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে
শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং, দ্বারা বাহির মৃজাপুর,
৩২ সংখ্যাক ভবনে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮২।

প্রকরণ।	পত্র	পঙক্তি

প্রকরণ।

মার্গবাদি রাগ-অপরাহ্ণে প্রদোষে এবং রজনীতে গান করিবে। রাত্রি দশ দণ্ড পরে সকল রাগ গাইতে পারে। মেঘ মল্লার রাগ বর্ষা কালে গান করিবে। শ্রীপঞ্চমী হইতে জন্মাষ্টমী পর্য্যন্ত বসন্ত রাগ গাইবে। শক্রোত্থান, (অর্থাৎ ধ্বজোৎসব ব্রত বিশেষ, যাহা ভাদ্রী শুক্ল দ্বাদশীতে আরম্ভ হয় সেই দিন) হইতে দুর্গা নবমী যাবত মংলগী গাইবে। রাজ আজ্ঞায় অথবা নাট্য স্থানে এই সকল রাগ রাগিণী সর্ব্ব কালে গাইবে, তাহাতে কাল নিয়ম নাই।

গাইবার নিয়ম, রাগ আলাপ করিয়া রাগিণী গাইবে, কিন্তু রাজাজ্ঞায় নিয়মের বিপরীত গাইতে পারে।

ব্রহ্ম হইতে রাগ রাগিণী উদ্ভব হয়, পরে ব্রহ্মা গান করেন।

শুভ কর্ম্মাদি স্থলে যে রূপ গান করিবে তাহার নিয়ম।

মালব শ্রীরাগ হিল্লোল এবং মল্লার, এই চারি রাগ এবং ধানসী মালসী ভৈরবী মাধবী সুভগা পঞ্চমী নাটী বেলোয়ারী গুজ্জরী কামোদ কল্যানী কোড়া কেদারিকা ভূড়ী কৌমারী মায়ুরী দেশকারী সিন্ধুড়া রামকেলী ভূপালী। এই বিংশতি রাগিণী আনন্দোৎসব সময়ে গাইবে।

বসন্ত এবং কর্ণাট রাগ তথা পুরবী কানড়া গৌরী রামকীরী দীপিকা আশাবরী বিভাষ বড়ারী গড়া। এই রাগদ্বয় এবং নয় রাগিণী বীর কার্য্য সময়ে গাইবে।

বেলাবলী গান্ধারী ললিতা পঠ মুঞ্জরী বৈরাগী মোরহাটী পাহিড়া। এই সাত রাগিণী করুণাংশ কালে গাইবে।

ইতি সংগীত দামোদর শিব নারদ সংবাদে ১।৩ অধ্যায়।

আধুনিক পদ দোষ ইথে নাহি ভয় রসাভাব হৈলে তাতে আছয়ে সংশয়॥
শ্রমের সাফল্য হবে করিলে গ্রহণ ॥ রসিক ভক্ত সমীপে এই নিবেদন ॥
ভূধর শ্রীহলধর প্রসাদে বর্ণন। কলিকতা শুঁড়া গ্রামে হৈল সম্পূরণ॥

রাগ রাগিণী উৎপত্তি এবং বিবরণ।

শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষীগণ প্রত্যেকে স্বস্বং জাতীয় ভাবে প্রতি দিন শ্রীকৃষ্ণকে গান শুনাইতেন সেই ষোল সহস্র রাগিণী রূপে পূর্ব্বে প্রসিদ্ধা ছিলেন। কিন্তু কাল ক্রমে সে সকল রাগিণীর হ্রাস হইয়া ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী প্রধান আছেন তাহার এক্ষণে হ্রাসাবস্থা হইয়াছে। ছয় রাগ যথা।

মালব ১ মল্লার ২ শ্রীরাগ ৩ বসন্ত ৪ হিন্দোল ৫ কর্ণাট ৬।

ছত্রিশ রাগিণী এবং যে রাগের যে স্ত্রী তাহা বর্ণন।

মালব রাগের স্ত্রী—ধানসী মালসী রামকীরী সিন্ধুড়া আশাবরী ভৈরবী॥
মল্লার রাগের স্ত্রী—বেলাবলী পুরবী কানড়া মাধবী কোড়া কেদারিকা॥
শ্রীরাগের স্ত্রী—গান্ধারী সুভগা গৌরী কৌমারিকা বেলোয়ারী বৈরাগী॥
বসন্ত রাগের স্ত্রী—তুড়ী পঞ্চমী ললিতা পঠমঞ্জরী গুজ্জরী বিভাষ॥
হিন্দোল রাগেরস্ত্রী—মায়ুরী দীপিকা দেশকারী পাহাড়ী বরাড়ী মোরহাটী
কর্ণাট রাগের স্ত্রী—নাটিকা ভুপালী রামকেলী গড়া কামোদ কল্যানী॥

কোন্ সময়ে কোন্ রাগিণী গাইবার নীতি।

বিভাষ ললিতা কামোদা পঠমঞ্জরী রামকীরী রামকেলী বেলোয়ারী গুজ্জরী দেশকারী শুভগা পঞ্চমী গড়া তুড়ী ভৈরবী কৌমারী। এই পঞ্চ দশ রাগিণী প্রাতে পূর্ব্বাহ্নে গাইবে॥

বরাড়ী মায়ুরী কোড়া বৈরাগী ধানুষী বেলাবলী মোরহাটী। এই সপ্তটী রাগিণী মধ্যাহ্ন সময়ে গাইবে॥

গান্ধারী দীপিকা কল্যাণী পুরবী কেদার পাহিড়া মায়ুরী মালসী নাটী ভূপালী সিন্ধুড়া কানড়া শারবী গৌরী। এই চতুর্দ্দশ রাগিণী সায়াহ্নে গান করিবে॥

জগত সৃজন-কর্ত্তা জগত সৃজন। করিবারে মায়া প্রতি করেন ঈক্ষণ॥
মায়া হৈতে মমতায় হৈয়াছে বিস্তার। মমতা নিন্দার্হ কিন্তু প্রেম সারোদ্ধার॥
সেই প্রেম জীবে হৈলে জানিহ অসার। ভগবানে যদি হয় ভবেত নিস্তার॥
নায়ক নায়িকা হয় ইহার আধার। সে নায়িকা ব্রজ-বধূ নহে কেহ আর॥
নায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-গোপী-ভাব সার। তাঁহারি অনুগা হৈয়া করহ আচার॥
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র আদি শ্রুত্যধ্যায়ে কন। শ্রুতিগণ স্ত্রী-ভাবেয়ে করেন গ্রহণ॥
গোপী ভাব সার বিষ্ণু-ভক্তি সম্প্রদায়। কুমারের-তন্ত্র ভক্তি রসামৃতে আর॥
তত্ত্বসন্দর্ভেতে পাদ্মে রাসপঞ্চাধ্যায়। দিয়াছেন স্ত্রীভাবের বিধি সর্ব্বদায়॥
ঋষিগণ গোকুলেতে স্ত্রীভাব পাইয়া। ভবার্ণবে মুক্ত হন কাম আচরিয়া॥
গোপীর সে কাম নহে প্রেম সভাকার। আপ্তসুখ নাহি বাঞ্ছে শ্যাম সুখসার॥
শাস্ত্রে গানাৎপরো নাহি গানে প্রভু বস। সাম বেদ গান করে সদা প্রভু যশ॥
নিরন্তর সাম গান করে পিতামহ। গান করে সদাশিব পার্ব্বতীর সহ॥
গান প্রিয় কৃষ্ণ করে সদা বংশী গান। সরস্বতী সাম গান বীণাতে বাজান॥
কিন্নর গন্ধর্ব্ব যক্ষ দেবতা দানব। নারদাদি গান করে অপর মানব॥
দুগ্ধপোষ্য শিশু গানে ত্যাজয়ে রোদন। মৃগী উষ্ট্র গানে ছাড়ে তৃণাদি অশন॥
প্রসিদ্ধ মালিনী পাছে প্রভু জগন্নাথ। জয়দেব গান শুনে ফিরি তার সাথ॥
চতুঃষষ্টি গুণ মধ্যে এক বংশী গান। সাধন সকল মধ্যে গান সে প্রধান॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ইহাতে সাধন। অতএব গান কর করিয়া যতন॥
ইহার প্রমাণ রাসে কৃষ্ণ অদর্শনে। কৃষ্ণে অন্বেষিয়া গোপী ফিরয়ে কাননে॥
দর্শন না পাই ভগ্ন উদাম যখণ। গান করি কৃষ্ণ প্রাপ্তি রাসেতে লিখন॥
অপর শুন পুরাণ-সমুচ্চয়ে কয়। নারদেরে কহিলেন কৃষ্ণ দয়াময়॥
বৈকুণ্ঠেতে নাহি থাকি যোগীর হৃদয়ে। গান করে ভক্ত যথা তথা স্থিতি হয়ে॥ তাহে প্রেম কর তাঁর যশ কর গান। ভগবত সেবা এই শাস্ত্রের বিধান॥
যেই চতুঃষষ্টি রস কবিগণে গান। তাহারি উচ্ছিষ্ট কিছু করিব ব্যাখ্যান॥
রসিক ভক্ত সমীপে করি নিবেদন। দোষ ত্যাজি পদ রস কর আস্বাদন॥
ব্রজ-ভাষা সাধু-ভাষা গৌড়ীয়-ভাষায়। রচনা করেছি মন সন্তোষ আশায়॥
প্রাচীন রসিক পদ কর্ত্তার সমাজে। এদীনের পদর্পণ হবে কোন্ কাজে॥
রাধা কৃষ্ণ উদ্দেশেতে পদের বর্ণন। এই গুণে হৈতে পারে সাধুর গ্রহণ॥
সঙ্গিত শাস্ত্রের আর দেখেছি প্রমাণ। আধুনিক ম্লেচ্ছাদির পদের বিধান॥

পদ কর্ত্তাগণ যেই সব রস গান। তরঙ্গ অষ্টেতে করি তাহার বিধান॥
লহরী প্রত্যেকে অষ্ট তরঙ্গ গণন। তরঙ্গ বিস্তার এবে শুন ভক্ত জন॥
ধরয়ে অষ্ট তরঙ্গ এ অভিসারিকা। শুক্লা কৃষ্ণা দিবা বর্ষা আর কুজ্ঝটিকা॥
বসন্ত শরত হিম কহি এই অষ্ট। বাসক সজ্জায় অষ্ট এই রূপে স্পষ্ট॥
প্রথমে উত্তর গোষ্ঠ ভাবোল্লাস কন। রূপোল্লাস আর ইথে কুঞ্জেতে ভ্রমণ॥
গৃহেতে গমন আর তাহাতে মিলন। কিলকিঞ্চিত[১] ইহাতে মিষ্টান্নভোজন॥
উৎকণ্ঠিতা মধ্যে অষ্ট যেরূপে গণন। সখি মুখে দূতী মুখে বংশীর শ্রবণ॥
চিত্রপটে সাক্ষাতে ও স্বপ্নে দরশন। বয়ঃসন্ধি[২] বর্গোদ্ভবা[৩] হয় নিরূপণ॥
বিপ্রলব্ধা মধ্যে গণ্য আপ্ত-দূতী হয়। দূতী-পরিহার দূতী-সম্বাদ কহয়॥
বাচনিক চাক্ষুষিক অঙ্গিকাষ্ট আর। প্রেম-বৈচিত্র ইহাতে কুঞ্জেতে বিহার॥
খণ্ডিতার অষ্টভেদ শুন বিবরণ। দান লীলা নৌকাখণ্ড ইহাতে লিখন॥
জলক্রীড়া লুকালুকি পাশ ক্রীড়া আর। বংশীর হরণ পুষ্প চয়ন বিস্তার॥
নবোঢ়া সম্ভোগ সহ অষ্ট প্রকরণ। খণ্ডিতার অন্তর্গত বুধগণে কন॥
কলহন্তরিতা মধ্যে যে অষ্ট বিভাগ। নিজোক্তি সখ্যুক্তি আর প্রত্যক্ষানুরাগ॥
স্বয়ং দূতী হেতু মান নির্হেতুক মান। পরোক্ষানুরাগ আর মান-ভঞ্জন গান॥
প্রোষিত ভর্তৃকা অষ্ট শুন সাধুগণ। রসগ্রন্থে হইয়াছে যে রূপ বর্ণন॥
পূর্ব্ব গোষ্ঠ বার-মাসা উদ্ধবাগমন। ইহাতে দশম-দশা ভৃঙ্গ-দূত কন॥
ভূত ভবিষ্যত আর বর্ত্তমান মান। প্রোষিত-ভর্তৃকা মধ্যে এই অষ্ট গান॥
স্বাধীন ভর্তৃকা অষ্ট শুন বিবরণ। রস-পুষ্টি রসালস মহারাস কন॥
হিন্দোল ঝুলন রস-ভঞ্জন লিখন। প্রকৃত ও বিপরীত সম্ভোগ কথন॥
এই রূপে রস গ্রন্থে চতুঃষষ্ঠি রস। পদ কর্ত্তা গণে গান অতীব সরস॥

[১] হর্ষ হেতু জন্মে গর্ব্ব অভিলাষ হয়। হাস্য রোদন অসুয়া তাহে ক্রোধ ভয়॥
এই অষ্ট ভাব হৈলে একত্রে উদয়। কিল-কিঞ্চিত তাহারে রস শাস্ত্রে কয়॥

[২] বাল্যান্তে যৌবনারম্ভ হইলে সম্ভয়। বালিকা-স্বভাবে খেলে অঙ্গ না ঢাকয়॥
রস কথা শুনি কান্দে করে কটু ভাষ। বয়ঃ সন্ধি সে নারীরে জানিয় নির্য্যাস॥

[৩] নায়িকা সম্মুখে করে ভাব আচরণ। তাহা হৈতে যার ভাব হয় প্রকটন॥
বর্গোদ্ভবা সেই নারী শুন সাধু জন। বর্গোদ্ভবা শব্দার্থের এই বিবরণ॥

বেশ ভূষা কুঞ্জ সজ্জা করি আয়োজন। রমণার্থ কুঞ্জ দ্বার করে নিরীক্ষণ॥
উৎকণ্ঠিতা ভাবে হয় চিন্তাকুল মন। কেমনা আইল কান্ত নিকুঞ্জ-ভবন॥
বিপ্রলব্ধা রমণীর যেই ভাব হয়। কহি সেই বিবরণ শুন ভক্ত চয়॥
নিয়ম সময়ে নাহি পাইয়া নায়কে। দূতীরে প্রেরণ করি ভাবয়ে প্রিয়কে॥
খণ্ডিতা লক্ষণ শুন যেই মত হয়, সেই ভাবে কহিবারে আছয়ে আশয়॥
অন্যস্ত্রীসম্ভোগচিহ্ন দেখি কান্ত অঙ্গে। কহে দ্বেষহিংসা বাক্য নায়কের সঙ্গে॥
কলহন্তরিতা ভাব শাস্ত্রে যাহা কয়। এবে কহি দয়া করি শুন মহাশয়॥
কান্ত অনাগমে ভগ্ন সঙ্কল্প মানিয়া। নায়কে নিন্দয়ে দুঃখে তাপিত হইয়া॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা ভাব বিচ্ছেদে গণন। সে নারী লক্ষণ সাধু করহ শ্রবণ॥
দূরস্থ নায়কে নাহি পাই দরশন। কান্ত সঙ্গ হেতু হয় সুদুঃখিত মন॥
স্বাধীনভর্ত্তৃকা ভাব মিলনে লিখন। সেই ভাবে কহি এবে শুন সর্ব্ব জন॥
যেই প্রেয়সী প্রেমে কান্ত আবদ্ধ হইয়া। কান্তা সঙ্গ নাহি ছাড়ে সদা মুগ্ধ হৈয়া॥
এই অষ্ট ভাব যবে হয় শ্রীরাধার। এই সখিগণ করে সাহায্য তাঁহার॥
এইত কহিল অষ্ট নায়িকা লক্ষণ। উজ্জ্বলে নায়িকা ভেদ বিস্তার কথন॥
দিগদরশন হেতু সে নাম গ্রহণ। ইহাতে করিল মাত্র শুন সাধুজন॥
প্রথমেতে এক কন্যা করেন বর্ণন। সেই কন্যা স্বীয়া আর পরে তা গণন॥
স্বীয়াতে সপ্তধা মুগ্ধা ও ধীরপ্রগল্‌ভা। তৃতীয়েতে নিরূপণ অধীরপ্রগল্‌ভা॥
ধীরাধীর-প্রগল্‌ভা সে চতুর্থে লিখন। ধীর-মধ্যা পঞ্চমেতে বুধগণে কন॥
অধীর মধ্যা সে ষষ্ঠে হয় নিরূপণ ধীরাধীর-প্রগল্‌ভা সে সপ্তমে বর্ণন॥
এইরূপ স্বীয়া মধ্যে সপ্ত নারী হয়। রসিক জনাতে জানে ইহার বিষয়॥
প্রৌঢ়াতেও এইরূপ আর সপ্ত কন। দুই সপ্ত মিলি অঙ্ক চতুর্দ্দশ হন॥
তাহাতে কন্যার অঙ্ক করিলে মিলন। পঞ্চদশ ভেদ হৈল শুন সর্ব্ব জন॥
এই পঞ্চদশ ভেদ প্রত্যেকে আবার। অভিসার আদি অষ্টে হয় ব্যবহার॥
পঞ্চদশে অষ্টগুণ করিলে পূরণ। বিংশতি অধিক শত হইল গণন॥
সে নায়িকাগণ মধ্যে তিন ভেদ হয়। উত্তম মধ্যম আর কনিষ্ঠ কহয়॥
পূর্ব্ব অঙ্কে তিন গুণ করিলে পূরণ। তিন শত ষষ্ঠি অঙ্ক হইল গণন॥
এই তিন শত ষষ্ঠি উজ্জ্বলে লিখন। গ্রন্থ বৃদ্ধি ভয়ে লিখি দিগদরশন॥
উক্ত গ্রন্থ ভাব লৈয়া চতুঃষষ্ঠি রস। রসিক জনেতে স্থির করেন সরস॥

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ।

সংগীত রসার্ণবঃ ।

নান্দী ।

রসার্ণব রসময় রস-মূর্ত্তিধর্ । যার লাগি বংশী গান করে নিরন্তর্ ॥
স্বত-সিদ্ধ সদানন্দ শ্যাম কলেবর্ । তাঁর যশ গাবে সিদ্ধ সকল চুস্তর্ ॥

প্রস্তাব ।

রসার্ণব রস-রত্ন করেন ধারণ্ । প্রথমে তাহার পঞ্চ স্রোতের গণন্ ॥
সেই পঞ্চ স্রোতে অষ্ট লহরী প্রকাশ। লহরী প্রত্যেকে অষ্ট তরঙ্গ নির্যাস ॥
শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুর। সে মধুর রসে হয় সর্ব রস পুর ॥
শান্ত ভাবে এক নিষ্ঠা ভগবানে হয়। যাঁর তিন রূপে সৃষ্টি নাশাদি করয় ॥
দাস্যে দুই গুণ নিষ্ঠা দাসত্ব প্রচুর। দাসে যথা সেবা করে আপন প্রভুর ॥
সখ্যে তিন নিষ্ঠা দাস সমান আপন। সেবা করে সেবা লয় করয়ে স্তবন ॥
চারিগুণ নিষ্ঠা দাস্য তুল্য ও পালন। পিতা পুত্রে করে যথা বাৎসল্যে লালন্॥
পঞ্চ গুণ বর্ত্তে এক ভাবেতে মধুর। নিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ তুল্য দাস্য স্নেহ সে প্রচুর॥
নায়ক নায়িকা ভাব মধুর লক্ষণ। একারণে শ্রেষ্ঠ তারে বুধগণে কন ॥
যাঁহার নায়িকা অষ্ট আছয়ে নির্দ্ধান। প্রথমে অভিসারিকা গণনা তাহার॥
দ্বিতীয়ে বাসক সজ্জা উৎকণ্ঠিতা আর। বিপ্রলব্ধা চতুর্থেতে সংজ্ঞা হয় যার॥
পঞ্চমে খণ্ডিতা ষষ্ঠে কলহন্তরিতা। প্রোষিতভর্ত্তৃকা নারী সদাই দুঃখিতা॥
স্বাধীন ভর্ত্তৃকা নারী অষ্টমে গণন। প্রত্যেক নারীর অষ্ট সখি নিরূপণ॥
নায়িকা লক্ষণ এবে করিব বর্ণন। ভক্ত জন শুন অভিসারিকা লক্ষণ ॥
মদনে মত্ততা হেতু করিয়া নিশ্চয়। আপনি কুঞ্জে যাইয়া নায়কে মিলয় ॥
বাসক.সজ্জা নারীর শুন প্রকরণ। নিশ্চয় জানি মিলন পরি আভরণ॥

নিবেদন।

মত্ পিতামহ ৺বৃন্দাবন-বাসি তদ্রজোভিলাষি ভক্তি-সিদ্ধান্তাভ্যাসি ৺মহারাজ পীতাম্বর মিত্র বাহাদুর মহাশয় কৃত ব্রজ ভাষায় এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় কবিত এবং পদ সকলের মধ্যে কএকটী এতদ্গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণার্থে এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ব্রজ ভাষায় পীতম এবং ভাষায় পীতাম্বর ভোগ অর্থাৎ পুষ্পিকায় দৃষ্টি করিবেন।

ব্রজ ভাষায় বৃন্দাবন স্মরণ।

বৃন্দাবন পুঞ্জৌ কুঞ্জৌ দিন্ রাত্ বৃন্দাবন তন মন তাপ ত্রিতাপ হরণ বৃন্দাবন হিঁ। তাকো রজ্ নাহেঁ। মেরে ভইয়া মইয়া কাম গইয়া সুবুদ্ধি বৃন্দাবন হিঁ॥ আচারিজ্ বৃন্দাবন মান প্রাণ বৈদ্য বৃন্দাবন ভাগ ভরণ রতন বৃন্দাবন হিঁ। পীতম প্রভু বৃন্দাবন কাজ সাজ লাজ-রাখো বৃন্দাবন অবত্তো বিচার সার এহি বৃন্দাবন হিঁ॥ ১॥

ব্রজ ভাষায় বলদেবজীর রূপ এবং গুণ বর্ণন।

গোয়াল্ বাল্ মিল্ তাল তোরে ধেনুকাসুর গাধ মারে এয়সে রোহিণী কুমার হেঁ। দেঁএত্ বীর প্রলম্ব গারে হস্তিনা ওঠায় ডারে দুর্যোধন কে মান তোডন্ বারে হেঁ॥ মোর পঙ্ক মুকুট বারে নীলপট বনমাল ধারে দুষ্টন্ কে নাশ করণ হারে হেঁ। বারুণী মধ পান বারে শেষ নাগ ছত্র ধরে পীতম সো হমারে রাখবারে হেঁ॥ ১॥

ভাষায় শ্রীরাধিকার দধি বিক্রয়ার্থে মথুরায় গমন।

পরে প্যারী নীলাম্বরঃ প্রকাশিত জলধরঃ অলকা উজ্জ্বল মুখ শশী।
ভ্রুমানি ইন্দ্রের ধনুঃ সিন্দুরে উদয় ভানুঃ সখিগণ নক্ষত্র প্রকাশী॥
নয়ন চকোর সারঃ সৌদামিনী হেম হারঃ শিখে মতি বক পাঁতি যায়।
গজ কুম্ভ পয়োধরঃ বেনী শুণ্ড পীঠ পরঃ বাক্য রূপ সুধা বৃষ্টি তায়॥
কুণ্ডল পরায় কানেঃ দেব দ্বয় এক স্থানেঃ চন্দ্রার্কেতে সাজিল মণ্ডল।
নাসায় নোলক দোলেঃ জেন সুধা বিন্দু দোলেঃ চন্দ্র হৈতে পড়ে অনর্গল॥
সাজাইল নানা মতেঃ কানু মন হরে যাতেঃ দধির পসরা করে মাথে।
পীতাম্বর অল্প মতিঃ গোপীগণ যায় গতিঃ পশ্চাতে ধাইয়া যায় সাথে॥

প্রশ্নোত্তর পদ

ক্ষীর নীর বিভিন্যতা করে কোন জন। পর্ব্বত পৃথিবী পশু কে করে সৃজন॥
কোন বস্তু হয় ভাই স্বর্গ ভোগ কাম। বিষ্ণু মন্ত্রে উপাসক তার কিবা নাম॥
বৃষভানু নন্দ গৃহে কার জন্ম হয়। পঞ্চ প্রশ্নোত্তর কর যদি মনে লয়॥
আদি ক্রমে চারি কহি শুনহ বান্ধব। মরাল বিধাতা আর সুকৃতি বৈষ্ণব॥
পাঁচ প্রশ্নোত্তর হবে চারি মধ্যাক্ষর। ইহ লোকে পর লোকে সবার ঈশ্বর॥
ভনে কবি কৃষ্ণ পরিধান তাখ্য দাস। পঞ্চ প্রশ্ন দয়া করি পূর্ণ কর আশ॥

সংগীত রসার্ণব।

ব্রজ ভাষায় প্রাতঃস্মরণ পদ।

বিভাষ।

রাধাকৃষ্ণ কৃপার্জনরে প্রেমসে নেহারো। তন মন ধন আপনা সব বাহিপ নেছারো॥ আপনা২ কহতে জাকো বাকো দুর ডারো। রাধা২ কৃষ্ণ২ রাত দেন পুকারো॥ মোহনী স্বরূপ অরু কৌন মন বিচারো। সঙ্কর্ষণ রাধা শ্যাম পরতু মন কো বারো॥ ১॥

বিভাষ।

ভোর ভয়ো মনুয়া মেরা জয় গোপাল বোলো। পক্ষিগণ রাম বোলে তুভি মুহকো খোলো॥ কেঁও অচেত্ত সোতে ভাই রাম কহকে ডোলো। ঘটতে জাতে গিন্তিকে দেন কৃষ্ণ বোলে মোলো॥ সৎ অসৎ জ্ঞান বুঝ দ্রব্ধ মোলো তোলো। সঙ্কর্ষণ ব্রজমে যায় খুব রজমে রোলো॥ ২॥

শ্যাম রটো মন শ্যাম ভজো শ্যাম সে প্রিত লগাও জী।
শ্যাম বিনা কো জগমে আপনা ভাই হমরা বতাও জী॥
শ্যাম পিতা ভাই ও মাতা বেটা উসিকো বনাও জী।
সঙ্কর্ষণ সদা চিতকো লগায়ে শ্যাম নাম তুম গাও জী॥ ৩॥

পিতম পিয়া মেরো পিয়ারা প্রাণ নেছারুঁ তায়।
জো পাবক পেখে পতঙ্গ তাকো প্রেম কহায়।
পাপ পুণ্য পরকা প্রসঙ্গ ছোড়ো পিতম পায়।
সঙ্কর্ষণ আশা পুরে পিতম কো জো পায়॥ ৪॥

রাম কেও মেঞ জগমে আয়া মনকা জনম কো অকারত পায়া মায়া মোহমে চিতকো লগয়া বেটা ভাই অরু লোগাই ভায়া॥

২

দেখো ভালা উসে খুব জঁচায়া আপনা কিসিকো নেহি দেখায়া।
সঙ্কর্ষণ কেঙ্ক লোগ হঁসায়া রাম ভজো ভাই ছোড়ে মায়া॥ ৫ ॥

দাউসে মন চিত্ত কো লাগায়ো মিত্র ওহি আপনা দাউ হেয়।
লোভ কৰ্ম কেঙ্ক দৌড়ে হেয় ভাই দাতা ওহি আপনা দাউ হেয়॥
ধন উহ্ ন আপনা বেটা ন আপনা কোই না আপনা দাউ হেয়
সঙ্কর্ষণ ইহ্ ধর্দ্ধি ন আপনি খালি উহ্ আপনা দাউ হেয়॥ ৬॥

দর্শন দাউজী করকে আস মিটে ন ডরকে।
করে উহ্ ডর কিসি নরকে যম ভাগে জিসে ডরকে॥
শরণ উস্কে যো ন মরকে মরে কভু ন উহ্ মরকে।
সঙ্কর্ষণ ছোড় চিন্তা পরকে দাউ রটাকর মুক্ত ভরকে॥ ৭॥

সাধুভাষায় স্তব।

জয় গোপ বালক, বৎস পালক, গোপ নায়ক, পাহি মাং।
জয় বস্ত্র হারক, নৃত্য কারক, বেণু বাদক, রক্ষ মাং॥
জয় পুতনান্তক, কেশী নাশক, কংস মারক, পাহি মাং।
জয় রাস কারক, গীত গায়ক, ভক্তি দায়ক, রক্ষ মাং॥
জয় কুঞ্জ শোভক, লক্ষ মোহক, অগ্নি ভক্ষক, পাহি মাং।
জয় বান নাশক, সর্প ঘাতক, শক্র নন্দক, রক্ষ মাং॥
জয় নন্দনন্দন, নন্দি বর্দ্ধন, দুষ্ট মর্দ্দন, পাহি মাং।
জয় অক্ত মোচন, পদ্ম ভূষণ, সর্ব্ব কারণ, রক্ষ মাং॥
জয় নিত্য চিন্ময়, রূপ অব্যয় সত্য অক্ষয়, পাহি মাং।
জয় সঙ্করাশ্রয়, ভক্তি অর্পয়, মুক্তি নিশ্চয় রক্ষ মাং॥

বঙ্গভাষায় প্রাতস্মরণ। বিভাস।

হরে কৃষ্ণ রটো না মন তেজিয়া কপট রে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রটরে॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন স্মর বংশী বট রে। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড যমুনা তা বট রে॥
রাধাকৃষ্ণলীলা স্থান দেখহ নিকট রে। বিলম্ব করিলে আগে বিকট সংকট রে॥
প্রপঞ্চ ভাবিয়া মন কেন হও নট রে। জনম সফল কর দেখি শ্যাম নট রে॥
ভেবে দেখ কৃষ্ণদাস তুমি জীব বট রে। সেবা ছাড়ি সঙ্কর্ষণ হৈয় না লম্পট রে॥

দেখিব সে শুনিব বিস্তার॥ ব্রজের রজো গ্রহণ করি সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন তথা বাস হবে আপনার। ব্রজবাসী পদধুলি নিজশিরে দিব তুলি নিত্য করি এই ব্যবহার॥ যমুনাতে করি স্নান অঞ্জলি পুরিয়া পান মাধুকরি করিয়া আহার। মুখে রামকৃষ্ণ গান প্রেমে বহিবে নয়ান সঙ্কর্ষণে কবে হবে সার॥

বিভাষ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় পতিত পাবন। প্রকাশিলে ভবে প্রভু নাম সংকীর্ত্তন॥ জয় নিত্যানন্দ জয় অধম তারণ। দয়া বিতরিলে দেখি দীন হীন জন॥ জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ভক্তের জীবন আনিলে হে গৌরচন্দ্র ভক্তির কারণ॥ জয় জয় ভক্তবৃন্দ পারিষদ গণ। অধমে তারিলে এবে তার সঙ্কর্ষণ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের জন্ম যাত্রা। বিভাষ তাল তেওট।

ফাল্গুণ পূর্ণিমা শশী, রাহু চন্দ্রেরে পরশি, দেখি সবে বলে হরিবোল।
বাজায় কেহ মৃদঙ্গ, কেহবা শাখা মোচঙ্গ, শঙ্খ ঘণ্টা শব্দে লাগে গোল॥
দেখি দিন শুভক্ষণে, প্রভু শচীর ভবনে, জনম লইল শুভকাল।
দেবগণ সঙ্গোপনে, আসি করে দরশনে দৃষ্ট নহে শুনি কোলাহল॥
নদীয়ার নর নারী, শুনি সুখ পায় ভারি দেখিবারে যায় ত্বরাকরি।
কিবা বালকের ঠাম, মনলোভা অভিরাম, মনে হয় রাখি আঁখি ভরি॥
দেখিয়া আনন্দ কন্দ, ভক্তগণের আনন্দ, মনে জানি হইবে নিস্তার।
গৌরাঙ্গে না হৈল রতি, সঙ্কর্ষণ মন্দ মতি, দয়া কর শচীর কুমার॥ ১

যথা রাগ তাল লোফা।

গৌরাঙ্গ দয়ার নিধি গুণ অগণন। তুলনা দিবার স্থান নাহি অন্য জন॥
কল্পতরু অভিলাস করয়ে পূরণ। যেজন তাহার স্থানে করয়ে যাচন॥
সিন্ধু নীর দেয় তথা করিলে গমন। ইন্দু করে এক পক্ষ কিরণ বর্ষণ॥
পাত্রাপাত্র নাহি করে গৌরাঙ্গ দর্শনে। সময় বিচার সেবা না চাহে কখন॥
যাচঞা অমূল্য ধন করে বিতরণ। এমন দয়ার প্রভু সেব সঙ্কর্ষণ॥ ২॥

ধানসী তাল সওয়াল।

সোনার গৌরাঙ্গ রূপ, কিবা শোভা গো। সহস্র কামেরে জিনি মনলোভা গো।
মুখ শোভা তুল্য নহে শশীকর গো। কামের কামান ভুরু দৃষ্টি শর গো॥
কমল নয়ন বিম্ব ওষ্ঠাধর গো। গজ স্কন্ধ বাহু কর পদ্ম কর গো॥

পীন উরুঃ ক্ষীণ কটি বায়ে দোলে গো। রাম রম্ভা জিনিউরু মন ভোলে গো॥ কমলি চরণ ভক্ত প্রাণ ধন গো। সে কমল গন্ধ বাঞ্ছে সঙ্কর্ষণ গো॥ ৩॥

শ্রীনিত্যানন্দ। ভুপালী তাল লোফা।

নিত্যানন্দ অবধূত তারিতে সংসারে। প্রেম বিতরয় প্রভু পতিত জনারে॥ অধম পাতকী দেখি দয়া করে তারে। নিতাই শরণ নিলে তারয়ে তাহারে॥ প্রেমে ডগমগ পদ নাচে বারে বারে। জাতি কুল নাহি মানে কৃষ্ণ কহিবারে। আনন্দে বিভোল ফিরে উন্মাদ আকারে। প্রভু দণ্ড ভাঙ্গে কভু অদ্বৈ-ভরে মারে॥ দয়ার নিতাই বলে জগজনে তারে। সঙ্কর্ষণ ভবে বলে নিতাই তারে তারে। ১॥

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র। ভুপালী। তাল ছুটা॥

অদ্বৈত আচার্য্য গুণ কে কহিতে পারে। যে আনিল গৌরচন্দ্র জগত মাঝারে॥ হুঙ্কার করি তুলসী দেয় বারে বারে। নবদ্বীপে গৌর আনি তারিল সংসারে। নিত্যানন্দ আসি নিলে প্রভুর আগারে। তিন জনে এক ভাবে নাচয়ে অপারে॥ হরি বোল হরি বোল ভাবেতে উচ্চারে। আবেশে ভুমে পড়িলে একে ধরে আরে॥ আনন্দ উৎসব করে ভক্ত ঘরে ঘরে। সঙ্কর্ষণ প্রভু পাছে ফিরে দ্বারে দ্বারে॥ ১।

ব্রজভাষায় শ্রী বলদেবজীর জন্ম যাত্রা। বাধাই।

আজু ব্রজ মে ভই হেয় বাধাই। দাউ জনম শুনি গোপী চলি ধাই॥
মাতু রোহিনী গোদ লিয়ে শিশু প্যার করত মুখ চাই॥
আনন্দ উৎসব নন্দ করত হেঁয় অরু যশোমতি মাই॥
বার বার সব নাচত গাওত কুদত মঙ্গল গাই॥
মাখন হর্দ্দি দধি উর ডারত মটকে ভর ভর লাই।
করবে নিছাওর মনধন লেকর সঙ্কর্ষণ ঠাডহি যাই॥

ভাষায়। ললিত। দশকোশী।

কিবা শুভক্ষণ হইল ঘটন লইল জন্ম বলাই। চল দেখি যাই অন্য শঙ্ক নাই গোপ গোপী বলে তাই॥ যত গোপীগণ হর্ষ যুক্ত মন দেখিতে চলিছে ধাই। পরি আভরণ বিচিত্র বসন যাইছে বাধাই গাই॥ মাঙ্গ-লিক যত যথা বিধিমত যশোমতী করে যাই। গোপ ভেট আনি কহে

জয় বানী নাচয়ে গাই বাধাই ॥ নন্দ রাজ ধন দেয় অগণন আনন্দের সীমা নাই। আহ্লাদে মগন কহে সঙ্কর্ষণ বালকে দেখাও মাই ॥ ২।

ব্রজ ভাষায় শ্রীবলদেবজীর রূপ।

শঙ্খতেঁ সোপেদ রূপ, বলদাউকি সরূপ, তাহে নীলপট পহরে হেঁ। মোতেন্ কে পহরে হার, শের মুকুটকে বাহার, হাথ হল মুষল ধরে হেঁ॥ গলে বৈজয়ন্তি মাল, মধ পিয়ে আঁখেঁ লাল, শরপ শেষ নাগকো লিয়ে হেঁ। চলে ধর্ত্তি লগে কাপ, দেখে বীর লগে হাঁপ, কান এক কুণ্ডল দিয়ে হেঁ॥ রৈবত কুমারী সাথ, রেবতী কি প্রাণ নাথ, রূপ অরু ছবিকে নেহাল হেঁ। শোভান কহত জাত্, জেতেহি কহিয়ে বাত, সঙ্কর্ষণ কি আশ্রে দয়াল হেঁ॥

দাউ কি ঝাঁকি বড়িবাঁকি, দেখে কছু নরহে বাকি, মুরত এয়াস মোহনী হেঁ। ঝুকি পাগ শর ধরে, নীলপট কটিপরে, কুন্দসি রূপ শোহাবনি হেঁ॥ হল মুষল শোভে করে, কান এক কুণ্ডল ধরে, বাঁকি ছবি অরু চাহনি হেঁ। বারণীপি আঁখে লাল, অলবেলি লটকেঁ বাল, আধি২ সঙ্কর্ষণ কি বোলনি হেঁ॥

ভাষায় বলদেবজীর রূপ।

সিন্ধু কিম্বা ভৈরবী।

জয় জয় বলদেব রেবতী রমন। হিরক জিনিয়া গণ্ড যুগল শোভন ॥ লাঙ্গল মুষল দুই করেতে ধারণ। কর্ণেতে কুণ্ডল এক নানা আভরণ ॥ কাদম্বরী পানে মত্ত আরক্ত নয়ন। সদা মত্ত পরিধান নীলিম বসন ॥ শিরে শোভে শ্রী অনন্ত সহস্র আনন। ভুজ বলে বীরগণে করেন দমন ॥ শ্রীরেবতী শোভে বামে সহাস্য বদন। সেই রূপ ধ্যান করে সদা সঙ্কর্ষণ ॥

মায়ুর। ছুটা দশকোষী।

কিবা শোভা বলদেব রেবতী রমণ। শঙ্খ কুন্দেন্দুবরণ রজত গিরি শোভন গণ্ডদ্বয় হিরক দর্শন ॥ ধ্রু ॥ এক কর্ণেতে কুণ্ডল মণিময় চরণ প্রদভরে ভূমি থর থর ॥ বাম হস্তেতে লাঙ্গল দক্ষিণ করে মুষল শিরে শোভে শেষ ফণাধর ॥ অঙ্গে নানা আভরণ কদম্ব মালা ধারণ শিরে চূড়া কিবা শোভাকর। কাদম্বরী পানে মত্ত নয়ন যুগলারক্ত ভুজ বলাক্রান্ত বীরবর ॥ শ্রীরেবতী শোভন বামে শোভে যেন রতী কামে উভয়ের

...লেম বদনে। অরুণ পদে নূপুর কিবা বাজিছে মধুর সেই পদ ধ্যায়ে সঙ্কর্ষণ ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম যাত্রা। ভূপালী।

দেবকী দেবীর ভাগ্যে হইল না বর্ণন। গোলোকের পতি হৈল যাহার নন্দন॥ দেবগণ ধ্যান করে যারে অনুক্ষণ। বন্দি ঘরে সেই প্রভু বালক এখন ॥ নবিন নিরদ শ্যাম কমল নয়ন। চতুর্ভুজ পীতবাস কৌস্তুভ ধারণ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তে সুশোভন। রূপেতে উজ্জ্বল হৈল বন্ধন ভবন॥ মাতার হইল ত্রাস করেন চিন্তন। শিশু চতুর্ভুজ হৈল এ আর কেমন॥ নারায়ণ জ্ঞানে স্তব করেন তখন। জনক জননী ত্রাস জানি জনার্দ্দন॥ দ্বিভুজ বালক রূপে দিল দরশন। সে রূপ দেখিতে বাঞ্ছে দীন সঙ্কর্ষণ॥

ব্রজ ভাষায় নন্দোৎসব। বাধাই মল্লার জয় জয়ন্তি।

ব্রজমে বাজে বাধাই। নন্দজী ঘরভয়ে কুবর কানাই॥ ধ্রু॥ গোপী অভূষণ পহনি চলতি হেঁ ঘুন ঘুনঘুঙ্গরু বজাই॥ গোপী যশোমতী গোদ বালক দেখ লেত বলাই। গোয়াল মটকে দহি মক্ষণ লেকর নন্দজী ভেটন যাই॥ নাচত গাওত কোই দহি ডারত আনদ ধুন মচাই। সঙ্কর্ষণ ঠাড়হি সবতেঁ মাঙ্গত লাল দেখা মুঝে মাই॥ ১॥

ভাষায় নন্দোৎসব। যথা রাগ।

কি আনন্দ ব্রজে আজি দিন শুভক্ষণ। লইল কানাই জন্ম শ্রীনন্দনন্দন॥ ব্রজের রমণী যত বাল বৃদ্ধ যুবা কত সবে চলে আহ্লাদে মগন॥ নাচিয়া গাইয়া চলে কানায়ের জয় বলে বালকেরে করে দরশন। নন্দ ঘেরী গোপ সব করিছে নানা উৎসব দধী দুগ্ধ নবনী ক্ষেপণ॥ বাজাইছে যন্ত্র কত যার যেই মন মত ব্রজ রাজ দেয় সবে ধন। কিবা বালকের রূপ প্রেম ময় অপরূপ এক দৃষ্টে দেখে সঙ্কর্ষণ॥ ২॥

বিভাষ তথা। যথা রাগ।

ব্রজপুর মাঝে কিবা আনন্দ অপার। জনম লইল আজি ব্রজেন্দ্র কুমার॥ যোগেন্দ্র মুনেন্দ্র ধ্যান করে সদা যার। নন্দে কৃপা করি হৈল কুমার তাহার॥ পুত্রকে দেখি আনন্দ নন্দ যশোদার। গোপগণ শুনি নাচে স্কন্ধে দহি ভার॥ বাধাই গাইছে গোপী কতই প্রকার। সঙ্কর্ষণ দেখে লাল কোলেতে মাতার॥ ৩॥

ব্রজ ভাষায় শ্রীগোপালজীর বাল্যলীলা।

খেলেঁ গোপাল লাল; আনন্দ সরূপ বাল, বাল ভাব নন্দকে অঙ্গন মেঁ। ঘোটনোকে বলচলেঁ, আধি আধি বোলি বোলেঁ, ভাগে কভিগেরে দেখি-য়ে ছলমেঁ॥ দেখে জোসোলেহি ভাগে, চন্দ্র কোঁহিলেনৈমাগেঁ, ভোড়ে জোড়ে উসে যোপায়ে খেলন মেঁ। মাখন অরু দহি মাই, দেতিহেঁয় সুখপাই, খায়ে কছু ফেঁক দে ভবন মেঁ। গোপীযোঁ কহে বজাই, নাচো কুবর কানাই, থাই থাই নাচেঁ তলন মেঁ। সঙ্কর্ষণ অরু কানাই, খেলত্তে হেঁ দোনোভাই, ছাইরূপ সঙ্কর্ষণ দৃগণ মেঁ॥

ভাষায় শ্রীগোপালজীর বাল্য লীলা। কেদার।

জয় জয় শ্রীগোপাল শ্রীনন্দনন্দন। তরুণ তমাল রূপ কমল নয়ন॥
চরণে নুপুর মাতা দিয়াছে শোভন। কটিতে কিঙ্কিনী বাজে করিলে গমন॥
রুরুনখ কণ্ঠে শোভে কত আভরণ। তিলকের কিবা শোভা অলকা সাজন॥
যশোমতী কোলে করি করেন লালন। স্তন দুগ্ধ দেন কভু করেন চুম্বন॥
উলঙ্গ অঙ্গনে কভু করেন রিঙ্গন। জানু দ্বয় হস্ত দ্বয় করিয়া চালন॥
ক্ষীর নবনীত মাতা করাণ ভোজন। কভু খায় কভু করে ভূমেতে ক্ষেপণ॥
মাতার যতনে হস্ত করিয়া ধারণ। নৃত্য করে ত্রিলোকেশ হইয়া নন্দন॥
কোথায় বাৎসল্য সখ্য করেছ পালন। সঙ্কর্ষণ দাস্য করে করহ গ্রহণ॥

ললিত।

জয় জয় বাল গোপাল। নব জলধর বরণ সুন্দর জিনি তরুণ তমাল॥ ধ্রু॥ মুখ শশধর হাস্য মনোহর গলে রুরুনখ মাল। নেত্র ইন্দিবর বিম্বওষ্ঠা-ধর কণ্ঠেতে শোভে প্রবাল॥ চরণে নুপুর বাজয়ে মধুর কটিতে কিঙ্কিনী জাল। উঠিয়া প্রভাতে মাতা দেয় হাতে নবনী ক্ষীর রসাল॥ হাস্য করি খায় কখন ফেলায় স্বভাব চঞ্চল বাল। সে শোভা হেরিতে সঙ্কর্ষণ চিত্তে পূর্ণ কর হে দয়াল॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণন। সুহই। তাল ধরা॥

শ্যামল সুন্দর ঢল ঢল জলধর কিবা রূপ তরুণ তমাল। কটি পীতাম্বর মুরলি অধরে ধর কিবা দোলে গলে বনমাল॥ সজনী হেরিনু মোহন কানু। মন্মথ মন্মথে নিরখই ঐ পথে নয়ন না হেরত আন॥ ধ্রু॥

নয়ন ইন্দিবর অলকা মধুকর মুখশশী বিজরী সুহাস। অবলা ধৈরজ-
সিন্ধু লুটিযা সকল নিল জগ ভরী করে উপহাস॥ দেখি সে মোহন সাজ
কি অবলা লাজ ধরম হইল জল রেখা। সঙ্কর্ষণ মিছে আশা
সেবা হবে ভরসা ভক্তি হীন কিসে পাবে দেখা॥ ১॥

শ্রীরাগ একাবলি তাল।

এমন মধুর মুরতি কান দেখিলে হৃদয়ে লাগয়ে বান্ কামিনীর তাতে কি চে
রূপে ত্রিভুবন মোহনী। মধুর মধুর মধুর হাস অমিয়া জিনিয়া
ভাষ শুনি নারী মন হয় উদাস কিবা সে মোহন চাহনী॥ নীপতরু
মূলে হৈয়া ত্রিভঙ্গ দাঁড়াগ করিয়া কত রঙ্গ বাজায় মুরলী সুস্বর সঙ্গ
চিতে ব্রজের রমণী। হাব ভাব আর কটাক্ষ ভাব হেরি পশু পক্ষি
ছাড়ে আহার অবলা গোপীনী ভাবে অপার সঙ্কর্ষণ মন হরণী॥ ২॥

সুহিনী।

ঘন গঞ্জন কিবা দলিতাঞ্জন কুবলয় কানড় নীলিম বরণ। খঞ্জন
ইন্দিবর কঞ্জ কর্ণ শর অলি সফরী জিনি যুগল নয়ন॥ অপরূপ
পর রূপ গুণ সাগর মদন জিনিয়া রূপ সাজে। অম্বুজ সুধাকরে জিন-
মুখবরে বান্ধুলি বিম্বাধরে সদা পায় লাজে॥ ধ্রু॥
অলকা মধুকরে চামরী চাচরে খগপতি তিলফুলে জিনয়ে নাশায়ে।
চপলা তড়িত বসনেতে মোহিত বন ফুল মালা শোভা শ্রীঅঙ্গ পায়ে॥
মৃনাল করে কদলি উরু বরে শশধর পদ নখে লাজে পড়য়ে।
অম্বুজ পদ করে পিক অমৃত স্বরে সিংহে ডমরু কটি শোভাতে জিনয়ে॥
অরবিন্দ অরুনে পদাম্বুজ তরুনে সঙ্কর্ষণ অলি সুধা লোভে ফিরয়ে॥ ৩॥

শ্রীরাগ।

বিনোদ চূড়ায় বিনোদ মালায় বিনোদে বিনোদ সাজে।
বিনোদ নাগর রাজে॥ ধ্রু॥
বিনোদিনীগণে বিনোদ দর্শনে বিনোদে সঁপিল লাজে॥
বিনোদ গঠন বিনোদ ভূষণ বিনোদ গলেতে হার।
বিনোদ বরণ বিনোদ চরণ বিনোদ নয়ন তার॥

বিনোদ অধরে মুরলী সে ধরে বিনোদ যে স্বর তায়।
বিনোদ করিয়া বন ফুল দিয়া বিনোদী মালা পরায়॥
বিনোদ হেরিয়া রূপ মধু খাঁয়া বিনোদ রূপে ভাসায়।
বিনোদে ভাবিয়া সঙ্কর্ষণ হিয়া বিনোদ বিনোদে গায়॥ ৪॥

শ্রীরাগ।

বঁধুর সকলি বাঁকা। বাঁকা সে গঠন বাঁকা সে চলন দাঁড়ান হইয়া বাঁকা॥ ধ্রু
বাঁকা তার বেশ বাঁকা শিরে কেশ বাজায় মুরলী বাঁকা।
বাঁকা সে বচন বাঁকা সে ঈক্ষণ মাথায় চূড়াটি বাঁকা॥
বাঁকা সে নূপুর বাঁকা সে ঘুঙ্গুর গলে বনমালা বাঁকা।
বাঁকা তার মন কহে সঙ্কর্ষণ চরণ যুগল বাঁকা॥ ৫॥

ভূপালী। তাল তেওট॥

বাজো কালা কাঁদ কালা
কালারে হেরিয়া কালার হইয়া ভাবি সদা মনে কালা॥ ধ্রু॥
কালা মনে জাগে কালা চক্ষে জাগে যা দেখি সকলি কালা।
কালা করি ধ্যান কালা হয় জ্ঞান জপমালা হলো কালা॥
কালা কুল মান নাশিলা সে পরাণ মদন হারা সে কালা।
কালা না ছাড়িব কালার হইব না দেখিলে মরি কালা॥
কালা আভরণ কালা যে বসন মাথার মণি সে কালা।
কালার লাগিয়া সরম তেজিয়া হৈয়াছি কলঙ্কি কালা॥
কালারে যে জন ধেয়ায় অনুক্ষণ কাল তার নাশে কালা।
কালার চরণ জানিয়া শরণ সঙ্কর্ষণ জানে কালা॥ ৬॥

শ্রীরাগ। তাল ধুমাল।

মোহন বরণ মোহন ভূষণ দাঁড়ান হৈয়া মোহন। মোহন সাজে মোহন॥ ধ্রু
মোহন গঠন মোহন বসন বাজায় বংশী মোহন।
মোহন বদন মোহন নয়ন ভ্রূযুগ তার মোহন॥
মোহন কুন্তল মোহন কুন্ডল মাথায় চূড়া মোহন।
মোহন বচন মোহন দর্শন চাহনি তার মোহন॥
মোহন নূপুর মোহন ঘুঙ্গুর গলায় মালা মোহন।
মোহন চরণ কহে সঙ্কর্ষণ শ্যাম তাহার মোহন॥ ৭॥

ভুপালী। তাল লোফা।

কালা রূপ জলে কিবা ফুটেছে কমল। চরণ কমল দ্বয় আসন কমল॥ শ্রীঅঙ্গ কমল নাভি গভীর কমল। নয়ন কমল শোভা বদন কমল॥ কর দ্বয় শোভে জিনি স্থলজ কমল। গলায় কমল মালা শিরেতে কমল॥ কমল মধুর ভাষ ঈক্ষণ কমল। কমল কিঞ্জল্ক বাস কর্ণেতে কমল॥ অঙ্গ পরিমল বহে জিনিয়া কমল। সঙ্কর্ষণ ভৃঙ্গ বাঞ্ছে চরণ কমল॥ ১২॥

নিরুপম শোভন বরণা। জলদ তিমিরে কোন গণনা॥
জিনিয়া কমল শশী বদনা। তড়িৎ কাঞ্চন বর্ণ বসনা॥
অধরে মধুর হাঁসি সঘনা। দেখি যাহা মুগ্ধ ব্রজ ললনা॥
কমলা যে পদ করে ভজনা। সঙ্কর্ষণ লইয়াছে শরণা॥

শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের যুগল রূপ। ধানশী।

যুগল কিশোর রূপ কিবা সুদর্শন। রজত গিরি সমীপে জলদ শোভন॥ নীলাম্বর পীতাম্বর দোহার বসন। শিরে পিচ্ছ চূড়া শোভে চন্দ্রিকা বেষ্ঠন॥ কর্ণেতে এক কুণ্ডল ধরে সঙ্কর্ষণ। শ্যামের মকরাকৃতি কর্ণ আভরণ॥ বৈজয়ন্তি বন মালা দোহার ধারণ। গলে মুক্তা মণি মাঝে গুঞ্জার ভূষণ॥ শৃঙ্গ বেত্র ধরে রাম বংশী শ্রীমোহন। ঈষৎ হাস্য দোহার প্রসন্ন বদন॥ চরণে নূপুর বাজে করিলে গমন। সে দোহাঁর শ্রীচরণ ধ্যায়ে সঙ্কর্ষণ॥

শ্রীরাধিকার জন্ম। বড়ারী রাগিণী। লোফাতাল।

জয় জয় বৃষভানু রাজকুমারী। সরদ চন্দ্রেরে জিনি বদন তোমারী॥ধ্রু॥ ভাদ্র শুক্লাষ্টমি তিথি কৃর্ত্তিকা বিচারি। জনম লইল ব্রজে শ্রীশ্যাম দুলারী॥ শুনিয়া আহ্লাদে গোপী চলে সারি সারি। দেখয়ে কুমারী কোলে কীর্ত্তিকা মাতারী॥ গায়ক নাচক নাচে কতবা ভিখারি। গাভী ধন দেয় রাজা দেখি অধিকারী॥ যশোদা দেখিতে যায় সঙ্গে গোপনারী। ভেটি লৈয়া সঙ্কর্ষণ দেখিছে কুমারী॥

শ্রীরাধিকার রূপ। বিহাগ। দশকোশী॥

অতসী শিরিস সম কাঞ্চন কুসুমোপম তড়িৎ চম্পক বর্ণ তার। মরাল কুঞ্জর গতি জিনি গতি কুলবতী সঙ্কেত স্থানেতে যাইবার॥ খঞ্জন চকোর শর কমলিনী মধুকর হরিণী সফরী নেত্র যার। খগপতি চঞ্চু নাসা তিল ফুল করে আশা পাইবারে সে শোভা নাসার॥ বান্ধুলী বিম্ব প্রবাল

পাটলা অধর লাল মুখ শশী কমল আকার। জিনি চামরি কাজর তি-মির ও জলধর কুন্তলের শোভা শ্রীরাধার॥ ভ্রূযুগ কামের ধনু অলি ভুজঙ্গিনী তনু নব শশী আকার যাহার। সে বাহু মৃণাল কর অরবিন্দ পদ কর গিধিনীর কর্ণ কোন ছার॥ দাড়িম তাল শ্রীফল কলস কলি কমল গিরি শম্ভু স্তনে তুলনার। সিংহ ও ডমরু-মাজে দন্ত কুন্দ মুক্তা সাজে কণ্ঠ কম্বু কণ্ঠের আকার॥ ত্রিবলী বেনী সাপিনী রোমাবলি ভুজঙ্গিনী নাভি সরোবর যে তাহার। উরু রাম রম্ভা গণী নীলাম্বর পরে ধনী স্বরে জিনে সুধা কোকিলার॥ নখ অরুণ শোভন দাড়িম বিজ গঞ্জন শশী যোগ্য নহে উপমার। কহিবারে সে শোভায় শ্যাম ভুলিয়াছে যায় সঙ্কর্ষণ সাধ্যের অপার॥ ১॥

বাহার তাল দশকোশী।

চম্পক বরণী পঙ্কজ নয়নী পক্ক বিম্বাধর সাজে। সখি রাধিকা রূপ বিরাজে॥ ধ্রু॥ গজেন্দ্র গামিনী স্থূল নিতম্বিনী কটি ক্ষিণে কাঞ্চি শোভে। মধুর ভাবিনী মালতি মালিনী অঙ্গ গন্ধে অলি লোভে॥ পীন স্তুঙ্গ স্তনা গোপী শিরোমণি মোহনে মোহয়ে সাজে। রাস বিলাসিনী কৃষ্ণ প্রমোদিনী চরণে মঞ্জীর বাজে॥ কুঞ্জ বিহারিণী কানু সোহাগিনী পূর্ণ শ্যাম অনুরাগে। অভিষ্ট দায়িনী প্রেম প্রদায়িনী প্রেম সঙ্কর্ষণ মাগে॥ ২॥

মালসী। তাল ডাঁস পেড়ে।

শ্রীরাধার মুখ আভা শশী ধরে গো। সুবর্ণ চম্পক বর্ণ তার হরে গো॥ হরিণী নয়ন শোভা তার সয়ে গো। মলয় পবনে গন্ধ তার হয়ে গো॥ পদ শোভাতে কমলে সে জিনয়ে গো। স্বর শুনি দ্রব হয় সুধাকর গো॥ পদ নখে যার চন্দ্র পড়ে রহে গো। কেমনে সে রূপ সঙ্কর্ষণ কহে গো॥৩॥

ধানসী। তাল ডাঁস পেড়ে।

জগ জন গর্ব্ব রাই হরিয়া বিরাজে। উপমা সে শোভা হেরি পলাইল লাজে॥ মুখ দেখি শশী মেঘে লুকায় আকাশে। হরিণী নয়ন দেখি বনেতে নিবাসে॥ গমন দেখিয়া হংস বিধি পাশে ত্রাসে। কমলিনী কোমলতা দেখি জলে ভাসে॥ গিরি শৃঙ্গ শম্ভু কুচ দেখিয়া পাষাণ। দাড়িম বিদরে ঘট পাবকে লুকান॥ কণ্টক শ্রীফল বৃক্ষে হেরিয়া সে স্তন। লোমাঞ্চ শরীরে হয় কণ্টক সে নন॥ কটি শোভা দেখি সিংহ বনেতে পলান। মৃণাল সে ভুজ দেখি পঙ্কে লয়ে স্থান॥

স্বর শুনি পিক ত্যাগ করে লোকালয়। কবরি দেখিয়া শিখি শিখরেতে রয়॥
কার শক্তি সে মাধুরি বর্ণন করয়। যে রূপেতে শ্যাম মুগ্ধ সঙ্কর্ষণ কয়॥

রূপোল্লাষ। ললিত।

কালীয়া মোহিনী ধনী হৈয়াছে ভুজঙ্গ। দেখ২ সখি গোরী অঙ্গেতে ভুজঙ্গ॥
সাপিনী কবরি বন্দ ত্রিবেনী ভুজঙ্গ। নয়নে কজ্জল রেখা ভ্রূযুগ ভুজঙ্গ॥
বঙ্কিম দ্বয় ভুজঙ্গিনী ত্রিবলী ভুজঙ্গ। মৃগ মদে কুচে চিত্র করেছে ভুজঙ্গ॥
নাভি হ্রদে রোমাবলি আকৃতি ভুজঙ্গ। কটি সূত্র নিবিবন্ধ দোহেঁই ভুজঙ্গ॥
উরুর বলনি কিবা জিনিয়া ভুজঙ্গ। নিতম্ব সুমেরু শিরে ধরেছে ভুজঙ্গ॥
কুবলয় মাজা গলে শোভিছে ভুজঙ্গ। সঙ্কর্ষণ কহে রাই সেজেছে ভুজঙ্গ॥

পটমঞ্জরী। রূপোল্লাষ।

মুকুরে বদন ধনী করো না দর্শন। জগতে সাদৃশ্য তব নাহি দরশন॥
কলঙ্কী চন্দ্র পঙ্কজ পঙ্কেতে জনন। তুলনার তুল্য নহে শুনহ বচন॥
কেমনে দেখিব তব সম অন্য জন। অথবা তোমারে অন্যে করে নিরীক্ষণ॥
কিম্বা নিজ রূপ দেখি হইবে মোহন। ভাবের অভাব হবে কহে সঙ্কর্ষণ॥

রূপোল্লাষ। বিহাগড়া।

ঘরের বাহিরে রাই করোনা গমন। নিষেধ করি তোমাকে শুনগো বারণ॥
তব মুখচন্দ্র বাঞ্ছা করি দরশন। শশীরে তেজিয়া আসি করিবে স্পর্শন॥
অলি কমলিনী জ্ঞানে ধাইবে এখন। পিকবিম্ব জানি ওষ্ঠে করিবে দংশন॥
সুভোজ্য জানিয়া শুক দাড়িম শোভন। তবযুগস্তন পরে করিবে ধাবন॥
বিধি কিবা রূপ তব করিল সৃজন। আপন নৈপুন্য গুণে করিল গঠন॥
তুমি কমলিনী রাই অতুল্য যৌবন। তব প্রেমডোরে বদ্ধ নব সঙ্কর্ষণ॥

সুহই।

পরধন কেন রাই করেছ হরণ। বৃন্দাস্থানে তারা সবে করে আবেদন॥
ভ্রমরের প্রাণ ধন কমলিনী গণ। সে শোভা হরেছে তব কমল বদন॥
খঞ্জন হরিনী গর্ব্ব হরিয়া নয়ন। শিখি শোভারে হরিয়া কবরি ধারণ॥
পিক ভোজ্য পক্কবিম্ব করিয়া গ্রহণ। ওষ্ঠাধরে রাখিয়াছ করিয়া যতন॥
খগপতি নাসা লৈয়া নাসার গঠন। গিধিনির কর্ণ লৈয়া ধরেছ শ্রবণ॥
সাপিনী ত্রিবেনী কণ্ঠ কম্বুকের ধন। কণ্ঠেতে ধরেছ পরধন কি কারণ॥
শারী শুক ভোজ্যফল দাড়িম শোভন। তাহারে হরিয়া উরে করহ বহন॥

সিংহের গরব তুমি করিয়া বঞ্চন। কটিমাঝে রাখিয়াছ কাঞ্চিতে বেষ্টণ॥ বিপরিত কহ রাই অঙ্গের কারণ। জগতে লইয়া গর্ব্ব কহে সঙ্কর্ষণ॥

শ্রীরাধা কৃষ্ণের যুগল রূপ। মায়ুর তাল তেয়ট।

কিবা শোভা কিশোরী কিশোর। কস্তুরি তিলক লাল লাডলি সিন্দুর ভাল নাসা মোতি শোভিতেছে জোর॥ ধ্রু॥ নিবিড় জলদ জাল স্থির সৌদামিনীমাল বরণ শোভয়ে দোহাঁকার। নয়ন জিনি চকোর খঞ্জন নাচয়ে জোর মুখ শশী কমল আকার॥ গলে দোলে বনমাল কাঁচলী মুক্তিম জাল গুঞ্জাহার একাবলি তায়। পীত নীলিম বসন নীল স্বর্ণে সুশোভন মেঘেতে বিজুরি শোভাপায়॥ অধরে মধুর বাঁশী চন্দ্রাননে সুধা হাঁসি তুলনা কি হয় সে শোভার। অতিক্ষীণ কটিপরে স্বর্ণকাঞ্চি দোহেঁ ধরে কটিস্থির নহে ভরে যার॥ কমল চরণ রাজে নুপুর মঞ্জীর বাজে অলি যেন গুণ গুণ গায়। সঙ্কর্ষণ অভিলাস সে চরণাম্বুজ বাস মন অলি পায় শ্যামরায়॥ ১॥

বিপ্রলম্ভ। বিভাষ।

শুন আর্য্যাতব শিশুকরেগো উৎপাত। যমুনা যাইতে পথে ধরেগোপীহাত॥ জলের কলসী কভু করে জলসাত। নিষেধিলে করে গোপীগণের কুখ্যাত॥ যমুনার পথে করে কণ্টক নিপাত। কক্ষের কলসী ভাঙ্গে করি শিলাপাত॥ তুমি গোপীআর্য্যা সবে করিপ্রণিপাত। সঙ্কর্ষণ মানে কালা করেবোব্যাঘাত॥

শ্রীকৃষ্ণের বৎস চারণ। ধানশী।

নন্দরাজ একদিন করিয়া চিন্তন। যশোমতি ডাকি কহে অদ্য সুভক্ষণ॥ রামকৃষ্ণ গোচারণে করিবে গমন। মাঙ্গলিক দ্রব্য সব কর আযোজন॥ আনন্দে দোহার মাতাকরান মার্জন। নব ধড়া চূড়া আনি করয়ে সাজন॥ ক্ষীর নবনীত দধী করায় ভোজন। দীপ শিখা স্পর্শি রক্ষা করেন বন্ধন॥ নন্দরাজ দ্বিজগণে দেয় বহু ধন। সুভ শব্দ করি ঘট করয়ে স্থাপন॥ গো বৎস আনিয়া অগ্রে রাখে গোপগন। পাঁচনি দোহারে রাজা করেন অর্পণ॥ সজল নয়নে রাণী কহেন বচন। শ্রীদাম সুবল শ্যামে করিহ যতন॥ গোপ শিশু সঙ্গে বৎস লৈয়া দুইজন। আনন্দে নাচিয়া চলে কহে সঙ্কর্ষণ॥

যথা রাগ।

বেশ করি দেহ মাতা আমারে এক্ষণ। গোচারণ করিবারে জাইব কানন॥

গোপ শিশুগণ যায় লইয়া গোধন। আমরা গোবৎস লৈয়া করিব গমন॥ রাণী কহে কিবা কহ কঠোর বচন। দুগ্ধপোষ্য শিশু তব কমল চরণ॥ বনেতে কণ্টক দুখ নাজায় বর্ণন। শিল কনা তৃণাঙ্কুর কণ্টকে পূরণ॥ কৃষ্ণ কহে বনে যায় এত শিশুগণ। দাদা সঙ্গে আমি যাব নিকটে যে বন॥ পুত্রের যতনে রাণী করান সাজন। কানাই চলিছে বনে সঙ্গে সঙ্কর্ষণ॥

জয়জয়ন্তি।

চলে শ্রীরাম শ্রীদাম স্থদাম কানাই সঙ্গে রঙ্গে রে। শ্যামলী ধবলী নানা বর্ণাবলী গোধন লইয়া সঙ্গে রে॥ গোপ শিশুগণ চলে অগণন বেশ ভুষা কত অঙ্গে রে। হই হই করে সিঙ্গা বাজে স্বরে কানাই চলে ত্রি-ভঙ্গে রে॥ ধড়া নীল পীত চূড়া মনোনীত শিরসি পাগ সুরঙ্গে রে। গুঞ্জা ও প্রবাল বন ফুল মাল দোহাঁর শোভে শ্রীঅঙ্গে রে॥ চরণে নূপুর বাজিছে মধুর নাচই কতই ভঙ্গে রে। সে লীলা শোভন ধ্যায়ে সঙ্কর্ষণ সে আশা না হয়ে ভঙ্গে রে॥

আনন্দে মগণ রামকৃষ্ণ মন চলিছে লৈয়া গোধন। পীতবাস শ্যাম নীল পরে রাম শিরেতে চূড়ামোহন॥ গলে গুঞ্জাহার স্বর্ণ মণি আর বৈজয়ন্তি স্থশোভন। চরণে নূপুর বাজিছে মধুর নটবর দরশন॥ গোপ শিশুগণ চৌদিগে বেষ্টন অগ্রে চলে বৎসগণ। কতই বরণ বসন ভূষণ পরে শিশু আভরণ॥ কেহ হাঁসে গায় কেহবা খেলায় নৃত্য করে অন্য জন। সে শোভা চিন্তন করে সঙ্কর্ষণ শ্যাম পদে সঁপি মন।

শ্রীরাধিকার পূর্ব্ব রাগ শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ।

তদুচিত গৌরচন্দ্র। ধানসী।

পূর্ব্ব ভাব গৌরাঙ্গের হইল স্মরণ। পৌর্ণমাসী সনে রাই একদা গমন॥ ব্রজে যাই পৌর্ণমাসী কহিছে তখন। দেখ রাই কৃষ্ণ প্রিয় এই বৃন্দাবন॥ রাই কহে দেবী কিবা কর উচ্চারণ। কখন এমন নাম করি না শ্রবণ॥ মধুতে মিশ্রিত কিবা অমৃতে গঠন। যে নাম শ্রবণে মত্ত হৈল মম মন॥ সেভাব স্মরিয়া গোরা করেন নৃত্তন। পুছে কে কহিল নাম কহ সঙ্কর্ষণ॥

পূর্ব্ব রাগ শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ। ভুপালী।

কি মধুর নাম সখি শুনাইল কানে। অমৃত গঠিত শব্দ বুঝি অনুমানে॥ কৃষ্ণ নামে মন কর্ণ জুড়াইল প্রাণী। উন্মত্ত হইল মন শুনি মধুর বাণী।

পৌর্ণমাসী শুনাইল কিবা নাম খানি।কেমনে শোধিব ধার তাহার না জানি॥
যে নাম শুনিয়া মন হৈল উচাটন। কেমনে দেখিব সখি নয়নে সে জন॥
যার নামে এত গুণ সে জন কেমন। কহ সঙ্কর্ষণ শুনি তার বিবরণ॥ ১॥

শ্রীরাধিকার প্রথমে বংশী শ্রবণ। তিরোথা ধানসী। দশকোশী।

সখি কি শুনিলাম শ্রবণে। প্রবেশি শ্রবণে পসিলো গো মনে প্রাণ করে উচাটনে॥ ধ্রু॥ যমুনোপবন কদম্ব কানন হৈতে করে আগমনে। মধুতে নির্ম্মিত অমৃতে গঠিত না বুঝি কোন কারণে॥ কভু হয় মনে বিষের গঠনে বধিতে প্রাণ সন্ধানে। সুখ দেয় চিতে কভু বিপরিতে দুখ সুখ এক স্থানে। একি হয় স্বর কিম্বা হয় শর বল গো তোরা সন্ধানে॥ এই নহে শর শ্যাম বংশী স্বর সঙ্কর্ষণ করে গানে॥ ১॥

শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট দর্শন। মায়ুর। দশকোশী।

কি দেখিলাম নয়নে। বিসাখা সুন্দরী হৈয়া সহচরী দেখায়ে বধিল প্রাণে॥ ধ্রু॥ ইহা কি জীবিত অথবা চিত্রিত নাহি হয় গো সন্ধানে। কহে না বচন আকর্ষয়ে মন হৃদে করে অবস্থানে॥ কিবা সে গঠন কিবা সে নয়ন মদনে মোহে দর্শনে। করিল কি বিধি এই গুণ নিধি বসিয়া একা নির্জ্জনে॥ সখি গো এখন প্রাণ উচাটন দেখিতে এ হেন জনে। সঙ্কর্ষণ ভনে কেন ভাব মনে শ্যাম মিলিবে সঘনে॥ ১॥

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ।

তদুচিত গৌরচন্দ্র। ধানশী।

পূর্ব্ব ভাব গৌরাঙ্গের হইল স্মরণ। গোপী সনে রাই করে যমুনা গমন॥
নীপমুলে দেখে রূপ জলদ বরন। পরম মধুর রূপ মুরলী বদন॥
রূপ হেরি মুগ্ধ রাই করয়ে চিন্তন। কি হেরিল হেন রূপ না দেখি কখন॥
সেই ভাব গোরা ভাবি করয়ে ক্রন্দন। ভক্তগণে পুছে কারে করিল দর্শন॥
কেবা সেই কোথারে বা করিল গমন। যারে ভাব সেই তুমি কহে সঙ্কর্ষণ॥

শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন। কামোদ দশকোশী।

সখিরে কদম তলাতে দেখ কি। দাড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে হেলিয়া পড়িছে বামে নব ঘন ভূমে এগো কি॥ ধ্রু॥
কৈমনে কহি অম্বর অম্বরে সে নিরন্তর ভীষণ অম্বরে করে স্বর।
ইহার হাস্য বদন অধরে বংশী শোভন সুমধুর স্বরে হানে শর॥

হরি[illegible] নীলমণি কিবা কুবলয় গণি ভাবিয়া না হয় কিছু স্থির।
কিম্বা [illegible] বান্ধব মনে হয় বা আসব দেখিয়া নয়ন হয় স্থির॥
পীতাম্বর পরিধানে মকর কুণ্ডল কানে শিরে চূড়া চন্দ্রিকা রচিত।
[illegible]লে বন ফুল হার ভ্রমরকরে ঝঙ্কার রমণীর কেড়ে লয় চিত॥
অধর বিম্ব শোভন কমল জিনি আনন অনঙ্গের অঙ্গ যেন দেখি।
দেখিও সরদ শশী মন্মথ হৃদয়ে পশি প্রাণ আর রাখে না গো দেখি॥
গৃহেতে না চলে মন সদা হয় উচাটন কি হলো গো কিবা এই রীতি।
সঙ্কর্ষণ কহে রাই সেবিলে অবশ্য পাই শ্যাম সনে কর গো পিরিতি॥

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ। মায়ুর।

সখি অপরূপ দেখিনু গঠন। কিবা নব জলধর কিবা নীলমণি বর কিবা নব তমাল বরণ॥ ধ্রু॥
না জায় তরু কথন শোভিছে পীত বসন শিখি পিচ্ছ শিরে সুশোভন।
যদি বা কহি অম্বর তাহার ভীষণ স্বর এজে করে মধুর বাদন॥
নীলমণি অচেতন এজে দেখি সচেতন দেখি মন হয় অচেতন।
কেমনে বা যাই ঘরে তেজিতে না মন সরে প্রাণ যায় কি করি এখন॥
গুরু জনের গঞ্জন কুল ধর্ম্ম আচরণ করিলাম সব বিসর্জ্জন।
[illegible] প্রাণ ও যৌবন তারে করি সমর্পণ সঙ্কর্ষণ লইল শরণ॥ ২॥

ঐ ললীত।

সখি কি দেখিলাম পুরুষ রতন। ঘরেতে রহিতে নারি সদা ভাবি রূপ তারি দেখা পাব কোথা সেই জন॥ ধ্রু॥
কুলের মাথায় বাজ লাজ ধর্ম্মে কিবা কাজ গুরু জনে কেবা করে ভয়।
যদি সে নাগর পাই এখুনি তথায় যাই সেবি তারে মনে এই হয়॥
মুখেতে মধুর হাঁসি বাজায়ে মোহন বাঁশী মন মোর নিল হৃদে পশি।
দীন সঙ্কর্ষণে ভনে কেন গো ভাবিছ মনে শ্যাম প্রেমে মজগো রূপসী॥

নবোড়া পূর্ব্বরাগ। সখির জিজ্ঞাসা। ললীত। দশকোশী।

সখি কেন গো এরূপ দেখি। থাকিয়া থাকিয়া উঠসি হরিয়া চমক [illegible]দ দেখি॥ ধ্রু॥ বসন ভূষণে কর না যতনে মৌন ভাবে থাক বসি।
যমুনা[illegible] গিয়া পথ নিরখিয়া থাক কেন গো রূপসী॥ সদা উচাটন কর [illegible]। না বুঝি [illegible]রণ কেন বা এমন হৈলে

কিবা ভাবি মনে ॥ কি বুঝিয়া মনে ভয় গুরু জনে করেছ ত্যাগ
সঙ্কর্ষণ কয় কোথাকার ভয় শ্যামে কর রতি, মতি ॥ ১ ॥

রূপানুরাগ শ্রীরাধিকার উক্তি। ভূপালী।

সখি কব কিবা বিবরণ। নবিন নাগর রূপের সাগর নিবিড় ঘন বরণ ॥ ধ্রু ॥
ঈষৎ হাসিয়া ইঙ্গিতে চাহিয়া নারীর ভুলায় মন। মধুর মুরতি কিবা
অঙ্গ জ্যোতি হাঁসিয়া কহে বচন ॥ গলে বন মাল, কিবা সে উজ্জ্বলা
পরিয়া পীত বসন। কত আভরণ মণির ভূষণ কিঙ্কিনী কটি শোভন ॥
শিরে শোভে চূড়া শিখি পিচ্ছ বেড়া নটবর দরশন। নীপতরু মূলে
যমুনার কূলে দাড়ায়ে থাকে যখন ॥ আমারে দেখিয়া বংশী বাজাইয়া
আকর্ষণ করে মন। বুঝি জাতি কুল সকলি মজিল প্রাণ হয় উচাটন ॥
কেমনে বাঁচিব তাহারে হেরিব বল গো তোরা বচন। রহিতে না পারি
মনে সদা করি কেমনে হবে মিলন ॥ ওগো সখিগণ তোরা নিজ জন
বাঁচা গো আমায় এক্ষণ। সঙ্কর্ষণ ভনে শ্যামের চরণে মন করি সমর্পন ॥ ১ ॥

রূপানুরাগ। ধানশী ॥

কুলবতী নারী হৈয়ে প্রেম করা নয়। পরাধিনা নারী সদা স্বাধীনা না হয় ॥
দেখিবারে তারে মন সদাই বাঞ্ছয়। কুলবতী কুলধর্ম্ম কেমনে লঙ্ঘয় ॥
প্রেম তরু বাঁচিবার হতেছে সংশয়। কটুবাক্য বারি বিষে যাহারে সিঞ্চয় ॥
সঙ্কর্ষণ তব প্রেম ফলোদয় নয়। এদুখে নিধন ভাল মরণ না হয় ॥ ২ ॥

রায়ের আপ্তদূতী শ্রীকৃষ্ণ নিকটে দূতীর গমন। ধানশী লোফা।

রাইর অবস্থা দেখি প্রিয় সহচরী। ত্বরিতে গমন করে যথায় শ্রীহরি ॥
শ্যামেরে একা পাইয়া কহিছে সুন্দরী। শুনহে নাগর এক নিবেদন করি ॥
তব চিত্রপট যবে বিশাখা দেখায়। তদবধি মুগ্ধ রাই চেতনা হারায় ॥
তব বর্ণ স্মরি ধনী নিরখে অম্বর। বেষ ভুষা তেজি রাই কান্দে নিরন্তর ॥
নারী বধ হয় শ্যাম তোমার লাগিয়া। সঙ্কর্ষণ কহে চল অলশ তেজিয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণের দূতী প্রতি উক্তি। মায়ুর দশকোশী ॥

শুনিয়া দূতীর বাণী, গোপীর মরম জানি, শ্যাম কহে নাগরালী করি।
সখী তুমি কি কহিলে, মদমত না ভাবিলে, হেন কর্ম্ম আমি না আচরি ॥

নারীর সহ সম্ভাষ, আমার না হয় আশ, নয়নে না হেরি কভু নারী।
যাও তুমি দ্রুত হৈয়া, কহ রায়ে বুঝাইয়া, সঙ্কর্ষণ ভাবে দায় ভারী॥ ৪॥

ললীত। দশকোশী॥

শ্যামের শুনিয়া বাণী, দূতী মনে দুখ মানি, ধিরে ধিরে করিছে গমন।
রাই হেরি দূতী মুখ, জানিয়া আপন দুখ, দুঃখার্ণবে হইল মগন॥
কহ শ্যাম কি কহিল, বুঝি আমারে বঞ্চিল, প্রকাশিছে তোমার বদন॥
সখি কয় ধৈর্য্য কর, মিলাইব সে নাগর, সঙ্কর্ষণ করিছে যতন॥ ৫॥

শ্যামের চিন্তা। বেহাগ॥

দূতীরে নিরাশ করি, সুবলের করধরি, নাগর কহিছে দুখকরি।
না বুঝি করিল কাজ, এখন না সহে ব্যাজ, বল সখা কিসে প্রাণ ধরি॥
ধনী সুকুমারী অতি, জানিয়া মম আরতি, কত দুখ পায় আমা স্মরি।
চল দেখি তথা যাই, দেখি কি করিছে রাই, সঙ্কর্ষণ কহে চল হরি॥ ৬॥

শঙ্করাভরণ।

শুনি দূতীর বচন, দুঃখেতে কাতর মন, ভাবে রাই কি করি এখন।
শ্যাম যদি না মিলিল, বিধি আমারে বঞ্চিল, কি ফল এ রাখিয়া জীবন॥
মুদ্রিত করি নয়ন, বসি করে যোগাসন, ধ্যান ধরে নন্দের নন্দন।
রাইর মরম জানি, ললিতা কহিছে বাণী, স্থির হও করি নিবেদন॥
আমি যাইয়া এখন, আনিব সে প্রাণধন, উতলা না হও কদাচন।
এত কহি প্রবোধিয়া, ললিতা চলে ধাইয়া, তার সঙ্গে চলে সঙ্কর্ষণ। ৭॥

যথা রাগ।

ললিতা করি গমন, পথে করে নিরীক্ষণ, সুবলের সনেতে নাগর
সুবলের করে ধরি, মৃদু ভাবে চলে হরি, দেখি দোঁহে হইল সত্বর॥
নাগর কহে তখন, কোথায় কর গমন, কহ সখি রাই বিবরণ।
সেই ধনী কমলিনী কি করে কহ কাহিনি, শুনিতে সে কথা হয় মন।
ললিতা জানিয়া মন, কহে তব প্রয়োজন, শুনিবারে নারীর কথন।
সখা গণ ও গোধন, লইয়া কর গমন, কিবা কাজ এসব বচন॥
মাধবে দেখি লজ্জিত, ললিতা কহিছে হিত, তব লাগি রাই অচেতন।
তাহারে দিয়া দর্শন, রাখ তাহার জীবন, চল চল কহে সঙ্কর্ষণ॥ ৮॥

আসাবরী।

ললিতা বচন, শুনিয়া তখন, আনন্দ সাগরে ভাসি।
কহে চল যাই, দেখি আসি রাই, বলি চলে হাঁসি হাঁসি॥
দেখয়ে সে ধনী, মনে দুখ গনি, যোগাসন করি রয়।
দেখি বিপরীত, মাধব দুঃখিত, আস্তে ব্যস্তে সম্ভাষয়॥
অনেক যতনে, নাগর স্পর্শনে, রাইর চেতনা হয়।
চমকি নাগরী, দেখে প্রাণ হরি, আনন্দ মনে উদয়॥
চাতক তৃষিত, পাইয়া বাঞ্ছিত, বৈসে দোহেঁ একাসনে।
দেখি সখি গণ, হর্ষ যুক্ত মন, সঙ্কর্ষণ সুখে ভনে॥ . ॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব রাগ প্রথমে শ্রীরাধার নাম শ্রবণ।
তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র॥ গান্ধার। সমতাল॥

কিবা রূপ গৌরকীশোর। দেখিলে সে রূপ নারী হয় প্রেমে ভোর॥ ধ্রু॥
শশী নিশী শোভা করে, সূর্য্য দিবা প্রভা ধরে গোরা রূপে উভয়ে উজোর।
চন্দ্র হ্রাস বৃদ্ধি ধরে, গোরা দয়া ভক্ত পরে, উত্তম অধমে দেয় কোর॥
কত সতী যতি মত, কুল ব্রত হৈল হত, দেখিয়া জগত চিত চোর।
অনুরাগে হরি বলে তার এক কনা হলে সঙ্কর্ষণ সুখে নাহি ওর॥ ১॥

ভাটিয়ারী। তাল লোফা।

কিবা শোভা করে বৃন্দাবন। রামকৃষ্ণ সখা লৈয়া করে গোচারণ। ধ্রু॥
সুবলেরে কৃষ্ণ কহে কর দরশন। এস্থান ইন্দ্রিয়গণে করয়ে মোহন॥
ভ্রমরের গানে কর্ণ ত্বচেরে পবন। ঘ্রাণেন্দ্রিয় সৌগন্ধেতে বল্লিতে নয়ন॥
দাড়িম্ব্যাদি ফলে হয় রসের গ্রহণ। বটু এই কথা শুনি কহয়ে তখন॥
মাতার রন্ধন সালা সর্ব্বার্থে পুরণ। চর্ব্য চস্য লেহ্য পেয় যথা আস্বাদন॥
রাম কহে শুন মধু মঙ্গল বচন। বৃন্দাবন বল্লি করে অভিষ্ট অর্পন॥
তবে মধু বল্লি স্থানে করয়ে যাচন। রাম কৃষ্ণ লাগি দেহ মিষ্টান্ন এখন॥
হেন কালে পৌর্ণমাশী কৈল আগমন। মোদকের থালি অগ্রে করিল অর্পন॥
হাঁসি কৃষ্ণ মধু প্রতি করেন ভাষণ। বৃন্দাবন বল্লিগুণ কর নিরীক্ষণ॥
পৌর্ণমাশী কহে তবে সহাস্য বদন। বল্লি নহে বল্লবীর গুণ অগণন॥
মোদক না জানো ইহা মোদক যে হন। কৃষ্ণ কহে কেবা দিল কহ বিবরণ॥

মুখরা দিয়েছে ভেট করিয়া যতন। তাহার দৌহিত্রী রাই বিবাহ কারণ॥ রাই নাম শুনি কৃষ্ণ মন উচাটন। কহে কেমনে দেখিব তারে সঙ্কর্ষণ॥ ১॥

শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রথম দর্শন। বড়ারী।

চলিছে ঠমকে নব যৌবনী। ব্রজনারী গণ মকুট মণি॥
হাস্য পরিহাস সখি সভায়। উডুগণ মাঝে শশী দেখায়॥
সুধারে জিনিয়া মধুর ভায। চপলা জিনিয়া সুন্দর হাস॥
সুবর্ণ কাঞ্চন বরণ তার। হংসীকে জিনিয়া গতি তাহার॥
যমুনাতে যাই করয়ে স্নান। হেরিয়া কালার উড়িল প্রাণ॥
কদম্ব তলাতে নাগর রায়। দেখিয়া ধনীরে মোহিত প্রায়॥
রাই মুগ্ধ হই করে গমন। এক শরে বদ্ধ মৃগী খঞ্জন॥
কহে ইকি দেখি কেবা এ জন। যারে ভাবো সেই এ সঙ্কর্ষণ॥ ২॥

সখির নিকট শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বড়ারী।

সখি পুন কি হেরিব সে রমনী। যার লাগি আঁখি ঝুরে দিবশ রজনী॥ বরণ তড়িত জিনি কুরঙ্গ নয়নী। ভ্রু কামের ধনু জিনি কমল বদনী॥ চামরী জিনিয়া কেশ গজেন্দ্র গামিনী। কোকিলের স্বর জিনি মধুব ভাষিনী॥ ঈষৎ হাস্য তাহার চপলাগঞ্জিনী। নয়ন বিক্ষেপে সেজে ত্রিলোক মোহিনী॥ যার লাগি প্রাণ যায় কে বটে সে ধনী। সঙ্কর্ষণ কহে সেযে তোমার রজনী॥

সখির শ্রীরাধিকার নিকটে উক্তি। শ্রীকৃষ্ণে আপ্ত দূতী। মায়ুর।

জীবনে জৌবন ধন, মিলয়ে যদি সজ্জন, তবে জানি সফল জীবন। যদি তাহা না মিলয়ে, যৌবনে কান্দিতে হয়ে, বিফল সে জীবন ধারণ॥ শুন বিনোদিনী নিবেদন। তুমি রূপে গুণে ধন্যা, রসিকা রাজার কন্যা কর রাই রসিক মিলন॥ ধ্রু॥ গোপনে প্রেম করহ, মম বচন শুনহ, কত শুখ জানিবে তখন। নায়ক যোগ্য তোমার, সেই ব্রজেন্দ্র কুমার কহ আনি দেয় সঙ্কর্ষণ॥

শ্রীরাধিকার দূতীর প্রতি উক্তি। যথা রাগ ঝাপতাল॥

শুনিয়া দূতী বচন, রাগ প্রকাশিয়া কন, ছিছি দূতী কি কর কথন। পর পুরুষ সম্ভাষ, যেবা নারী করে আশ, ধিক তার বিফল জীবন॥

শাস্ত্রে যারে নিবারয়ে, জনেতে নিন্দা করয়ে, সে কর্ম্ম কি করিব সাধন।
আমি তাহাতে নবিনা, গৃহ কর্ম্মে অপ্রবিনা, মজাইবে বুঝি সঙ্কর্ষণ। ৫॥

সখির উক্তি।

শঙ্করাভরণ। তাল তেয়ট।

পুন তার পাবকি দর্শন। হরিনী জিনি নয়ন কমল জিনি বদন স্থির সৌদামিনী সে বরণ॥ ধ্রু॥ কনক কলস স্তন হংসীব জিনি গমন সিংহ জিনি কটি সুশোভন। ঈষৎ কটাক্ষ বান হানিয়া বধিল প্রাণ ওষ্ঠা-গত হইল জীবন॥ শ্যাম করি বিলাপন ভূমে পড়ে অচেতন বহু-মন্ত্রে পাইল চেতন। দেখি নাগরে এমতি আইলাম শীঘ্রগতি কহি শুন রাই নিবেদন॥ শ্যাম সে নাগর রাজ যদি কর তার কাজ তবে তুমি চল কুঞ্জবন। শ্যামেরে দিয়ে দর্শন কর তার প্রাণার্পণ সুখি হবে কহে সঙ্কর্ষণ॥ ৬॥

শ্রীরাধিকার উক্তি॥ কামোদ একতালা।

শুনিরাই চমকয়ে মৌনভাবেতে রহয়ে কহে সখি কি কহ বচন।
আমি কুলীনা অবলা নাহি জানি কোন ছলা নাহিজানি নাহ সম্ভাষণ॥
আমি নাহি যাব তথা নিশ্চয় কহিল কথা আমায় না কর আকিঞ্চন।
এত বলি মৌন হয়ে সঙ্কর্ষণ দেখি কহে মৌন নহে সম্মতি লক্ষণ॥ ৭॥

সখির রাই প্রতি উক্তি। ধানশী তাল লোফা॥

সখিভাব কেন আমি লৈয়া করিব গমন। তোমারে শিক্ষাব যত নারী আচরণ॥ গমন করিয়ে ধিরে বসিবে যখন। মৌনভাব হৈয়া নিম্নে করো নিরীক্ষণ॥ নায়ক যতনে যত্নে করে সম্ভাষণ। নাহি নাহি কহি বস্ত্রে ঢাকিবে বদন॥ নিষেধিবে করিবারে তবাঙ্গ স্পর্শন। ইহাতে হইবে রস কহে সঙ্কর্ষণ॥ ৮॥

ভূপালী। লোফা তাল॥

রাই মৌন হইভাবে কি করি এখন। কারেক যাইতে মন বারে নিবারণ॥
বেশকরি বারে সখি করয়ে যতন। কুঙ্কুম লেপয়ে অঙ্গে কেহবা চন্দন॥
কেহ বেনী গাঁথি দেয় নয়নে অঞ্জন। কেহ বা কাঁচলি বাঁধে [illegible] বসন॥

কেহ মুক্তামালা দেয় মণি আভরণ। কটি ক্ষিণে কেহ দেয় কাঞ্চিসুশোভন ॥
চরণে জাবক দেয় মঞ্জির রতন। সুগন্ধি তাম্বুল লৈয়া দেয় সঙ্কর্ষণ ॥ ৯ ॥

যথা রাগ দশকোশী ।

রাই হস্তধরি কহে নতি করি চল রাই কুঞ্জবন।
রাই সখি সঙ্গে ধিরে ধিরে রঙ্গে পদকরে বিক্ষেপন ॥
একপদ চারে দ্বিতীয়ে বিচারে চমকি রহে কখন।
সঙ্কর্ষণ কহে বিলম্ব না সহে চল শ্যাম অচেতন ॥ ১০ ॥

ধানশী। ধরা তাল ॥

কুঞ্জেতে নাগর ভাবে একেশ্বর এখন আইল নাই।
কেমনে বাঁচিব দুঃখ নিবারিব জুড়াব কোথারে যাই ॥
পবন গমনে পত্রের পতনে নিরীক্ষে পথ সদাই।
হেনই সময়ে দূরেতে দেখয়ে মুঞ্জীর শবদ পাই ॥
আসিতেছে ধনা গোপী শিরমণি মিলিতে চলিল ধাই।
অগ্রে যাই ধরে দুই হস্তে করে এসো প্রাণেশ্বরী রাই ॥
আনিয়া যতনে বসায় আসনে বদনেতে থাকে চাই।
কভু হাতে ধরে কভু কোলে করে সঙ্কর্ষণ হাঁসে তাই ॥ ১১ ॥

ধানশী।

প্রথম মিলনে ধনী সলজ্জিত মন। বদন না তোলে করে ক্ষিতি নিরীক্ষণ॥
নায়ক সম্ভাষে নাহি কহয়ে বচন। নাহি নাহি বাক্যমাত্র করে উচ্চারণ ॥
সখি বস্ত্রাঞ্চল ধরি কহয়ে কখন। আমারে আনিলি হেথা কিসের কারণ॥
নায়ক যতনে নাহি ফিরায় বদন। কত বল ছল নাহ করয়ে রচন ॥
কমল কলিকা ছলে করয়ে গ্রহন। চন্দ্র সুধা কোরেতে পিয়ে অনুক্ষণ ॥
মাতঙ্গ বলে প্রবেশে কমল কানন। সখিসহ প্রেমানন্দে দেখে সঙ্কর্ষণ ॥১২॥

প্রকারান্তর শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ। ধানশী ধরা একতালা ॥

গৌরচন্দ্র ॥

কতভাব ভাবে গোরা করয়ে ক্রন্দন। যমুনার তটে দেখে কদম কানন ॥
শ্যামল সুন্দর রূপ মুরলী বদন। গোপী মধ্যে দেখে রাই করে আগমন ॥
সেইরূপ দেখি শ্যাম হয় অচেতন। রাই তাহা দেখি গৃহে করিল গমন ॥
ধনীকে না দেখি শ্যাম করয়ে চিন্তন। কি রূপ দেখিল কভু না দেখি এমন ॥

কোথায় বসতি কেবা হয় এই জন। গৌরাঙ্গের সেই ভাব হৈল উদ্দিপন॥
কাহারে দেখিল বলি করয়ে রোদন। যার ভাব ধর সেই কহে সঙ্কর্ষণ॥

শ্রীরাধিকার যমুনায় স্নানার্থে গমন। ললিত।

সখিগণ সঙ্গে করি কত রঙ্গে রাই যমুনাতে যায়॥
হাস্য কুতুহলে ঠমকেতে চলে গুরুয়া নিতম্ব তায়॥
কটি অতিক্ষীণ উরঃ অতি পীন গমন হংসির প্রায়।
দেখিয়া নাগর মোহিত অন্তর তার পাছে পাছে ধায়॥
রাই গৃহে যায় দেখিতে না পায় নাগর ভাবে উপায়।
শ্যাম ভাব যারে মিলাব তাহারে সঙ্কর্ষণ সুখে গায়॥১॥

শ্রীকৃষ্ণের সখার প্রতি উক্তি। ধানশী॥

অপরূপ দেখিমন হয় উচাটন। সদাভাবে মন কিসে হইবে মিলন॥
গোপী সঙ্গে যমুনাতে করে আগমন। কিবা রূপ দেখিলাম হয় না বর্ণন॥
কিবা মুখ কিবা রূপ কমল নয়ন। ভূমেতে চপলা কিবা চন্দ্রের ভ্রমণ॥
পীনস্তনী কটীক্ষীণ নিতম্ব শোভন। কোকনদ পদে কিবা মঞ্জীর ভূষণ॥
প্রাণসখা যদি জান কেবা সেই জন। কিবা নাম কোথা বাস কহ বিবরণ॥
তার লাগি মন সদা হয় উচাটন। সঙ্কর্ষণ কহে পর নহে সে আপন॥২॥

পটমঞ্জরী॥

হেনই সময়ে দেখে বিসাখা সুন্দরী। রাজপথে চলি যায় কত ভাব ধরি॥
মাধব পুছিল কহ কার তুমি নারী। কোথা যাও কি কারণে বলহ বিস্তারি॥
কহে বিসাখিকা আমি রাই সহচরী। পুষ্প আনিবারে যাই বনে ত্বরা করি॥
শ্যামকহে হাতে ধরি সপথ আমারি। রাইরে মিলাও সখি কৃপারে বিস্তারি॥
বিশাখা কহিল ভাল কহিব বিচারি। সঙ্কর্ষণে কহ সেই আনিবেক প্যারি॥৩

বেলয়ার। তাল লোফা।

বিশাখা রাই নিকটে করিয়া গমন। কহে সখি অভিসার করহ এখন॥
নাগরে এনেছি কুঞ্জে করিয়া সাধন। শীঘ্র চল বঁধু সনে কর সম্ভাষণ॥
রাই তবে হৃষ্ট মনে পরি আভরণ। দুই জনে কুঞ্জে যাই দিল দরশন॥
শ্যাম অগ্রে আসি হস্ত করিয়া ধারণ। বসাইল নিজ পার্শ্বে করিয়া যতন॥
বহু আয়াসেতে দোঁহে পাই দুই জন। ডুবিল আনন্দার্ণবে কহে সঙ্কর্ষণ॥

রূপাম্বুরাগ। তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র॥ মাযুর। দশকোশী॥

গৌরাঙ্গের কি ভাব উঠিল॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে কহে দেখিয়াছু তাকে কালা রূপে মন সে মজিল॥ ধ্রু॥ প্রেমে করিয়া স্মরণ প্রেমের বপুধারণ ভক্তগণে প্রেম বিতরিল। দেখিবারে তারে মন কহে দিন সঙ্কর্ষণ আপনারে আপনি ভুলিল॥ ১॥

অনুরাগ। ললিত। কিম্বা যথা রাগ॥

নিবিড় সে জলধরে তরুণ তমাল বরে দুনয়নে কেমনে হেরিব। দারুণ বিধির মন নিরমিল দুনয়ন শ্যাম রূপে কি রূপে দেখিব॥ সজনি কুলনারী বড়ই অভাগী। গুরুজনার গৌরবে কুলভয় করে সবে জলি মরে হৃদে লাগি আগি॥ ধ্রু॥ জ্বালিয়া সে কুলমান দেখিব শ্যাম বয়ান জনম সফল তবে হবে। শ্যামের হইয়া দাসী সেবিবো সে রূপ রাশি সঙ্কর্ষণ আশা পুর্ণ তবে॥ ২॥

ধানশী।

মম ক্ষেত্রে শ্যাম প্রেম করিয়া রোপন। অবধি না হয় প্রেম বাড়ে অনুক্ষণ॥ সেরূপ লাবন্য ভঙ্গী সহাস্য বদন। নিরবধি স্পৃহা করে দেখিতে নয়ন॥ তাহার মধুব বাক্য করিয়া শ্রবণ। শুনিবারে সাধ সদা করয়ে শ্রবণ॥ মনো মাঝে তার ধ্যান করেছি ধারণ। তথাপি মনের আশা হয় না পুরণ॥ ত্বচ স্পর্শ করিবারে করয়ে যতন। সদাবাঞ্ছে কবে শ্যাম করিবে স্পর্শন॥ ঘ্রাণেন্দ্রিয় সে চরণ ঘ্রাণের কারণ। সদা ব্যগ্র কবে হবে সে আশা পুরণ॥ মুখ তার গুণ গাণ করে সর্ব্বক্ষণ। যতো করে ততো আশা নহে নিবারণ॥ শ্যামের প্রেয়শী রাধা প্রেমসিমা হন। প্রেম দেখি শিখ মন কহে সঙ্কর্ষণ॥

ললিত।

যদি মনে করি হেরিব নাহরি মন না শুনে বারণ। সদা সর্ব্বক্ষণ তারে ভাবে মন কবে হবে দরশন॥ সখি কি কব কহিতে বাজে। তনু প্রাণ মন পরাধিন হন তবু নাহি হয় লাজে॥ ধ্রু॥ গৃহে গুরুজন কহে কুবচন কুলবতি গণ হাঁসে। হইয়া লাঞ্ছিত মনো নহে ভিত নাহি করে ধর্ম্মত্রাশে॥ বন্ধুর পিরিতে হৈল বিপরীতে কলঙ্কে জগতে ভাষে। সঙ্কর্ষণ কয় কোথাকার ভয় সকলি বন্ধুর আশে॥৩॥

ধানশী।

পিরিতের রীতি সুখের আকৃতি বিষয় ভাব-সাধন। করি অকারণ মন সমর্পণ শেষে পরাধীন জন॥ সখি কি কর প্রেম গঠন। হৈয়া ভিন্ন জন হয় সে আপন আপন নহে আপন॥ ধ্রু॥ সদা সর্ব্বক্ষণ বাঞ্ছে দরশন পলকে নিন্দে নয়ন। শয়ন ভোজন সব বিসর্জ্জন সেই চিন্তা অনুক্ষণ॥ চিন্তা করে মন দর্শন স্পর্শন হবে কি আশা পুরণ॥ কহে সঙ্কর্ষণ চিন্তায়ে সাধন হয় সে নন্দ নন্দন॥ ৪॥

ধানশী দশকোশী।

সখি কিক্ষণে দেখিনু সে বদন। তদবধি দহে মন নির্দ্দয় মদন।
ঈষত কটাক্ষে কিবা কহিল তখন। মরম না বুঝি মনো হয় উচাটন॥
দহে দেহ হিমকরে মলয় পবন। চন্দন অনল সম ভবন কানন।
কোকিলের স্বরে শেল করে বরিষণ। সঙ্কর্ষণ কহে কালা প্রেমের লক্ষণ॥

কামোদ কিম্বা গান্ধার।

সখি কিবা শ্যাম প্রেমের গঠন। চির দিন হৈয়া তবু নব প্রতিক্ষণ।
দিবা নিশী সেই রূপ হেরিয়া নয়ন। দেখিতে লালশা তার হয়না পুরণ॥
শুনিতে বাঞ্ছে শ্রবণ তাহার ভাষণ। বদন কহিতে গুণ নহে নিবারণ॥
যুগভরি যদি তারে করি আলিঙ্গন। তবু আশা পুর্ণা নহে কহে সঙ্কর্ষণ॥

সখি প্রতি আক্ষেপ অনুরাগ। তিরোথ ধানশী দশকোশী।

সখি কহ দেখি কি করি এখন। কুলবতী পরাধীনা কভু নহে স্বাধীনা সে ধর্ম্ম লজ্জয়ে মম মন॥ ধ্রু॥
নারীর পরম ধন বসিভুত থাকে মন লজ্জা ধর্ম্ম তাহাতে স্থাপন।
কুলবতী নারী হৈয়া পর প্রেমে ফিরে ধ্যায়া ধিক তার বিফল জীবন॥
মনেরে বুঝাব কত হলো না মনের মত সদা ধায়ে দেখিতে সে জন।
সঙ্কর্ষণ সার কয় মন কর কার ভয় শ্যাম পদে লহরে শরণ॥ ১॥

মালশী। ডাঁসপেড়ে।

গোকুলের লোকতোলে পরিবাদ কত। আমারে কহয়ে কালা অনুরাগে রত॥
কালা ভাবি কোথাও না দেখি কালা মত। জলদ তিমির অলি কিম্বা মরকত॥
কদম্ব তলাতে কালা ভাবি অবিরত। যমুনা নাহাই আমি অন্য গোপী মত॥
অঞ্জনে জানিয়া কালা হৈয়াছি বিরত। তবু কহে সঙ্কর্ষণ কালা অনুগত॥

কন্দর্প প্রতি আক্ষেপ। তিরোথা।

আমি হর নহি শর ক্ষেপণ না কর। হে মন্মথ নারী আমি বিরহে কাতর॥
অঙ্গে মম ভষ্ম নহে মলয়জ সার। শিরে মম শোভে বেনী নহে জটাভার॥
মালতীর মালা শিরে নহে গঙ্গাধার। গরল কণ্ঠেতে নহে নীলমণি হার॥
দীপ চর্ম্ম নহে নীল বসন আমার। সিন্দূরের বিন্দু এই ত্রি নেত্র আকার॥
চন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র নহে সুধাকর। কুবলয় মালা গলে নহে বিষধর॥
নৃ কপাল নহে করে পদ্ম ক্রীড়াকর। সঙ্কর্ষণ মনো ভবে ভষ্ম করো হর॥৩

বংশীর প্রতি আক্ষেপ। ললিত দশকোশী।

বংশী স্বরেতে তোমার। কুলবতী কুল মান রহিল না আর॥ ধ্রু॥
মম মনো হরি নিল সুস্বরে তাহার। উজান বহিছে দেখ যমুনার ধার॥
শুষ্ক বৃক্ষ ধরিয়াছে পত্র পুষ্পভার। ক্ষেচর রয়েছে পক্ষ করিয়া বিস্তার॥
চঞ্চলতা ছাড়ি স্তব্ধ বন কৃষ্ণ সার। দ্রবিল পাষাণ রহে সঙ্কর্ষণাসার॥ ১॥

তিরোথা ধানশী।

সখি বংশীর পূণ্য সঞ্চিত। আমায় তাহায় একই আশায় ভুঞ্জে সে আমি বঞ্চিত॥ ধ্রু॥

শুষ্ক তৃণ হয় গ্রন্থি তাতে রয় হৈয়াছে ছিদ্রে আবৃত।
অধম হইয়া শ্যাম করে রৈয়া পান করে মুখামৃত॥
ধন্য বংশী তব ভাগ্য কর্ম্ম সব পেয়েছ মনের মত।
সঙ্কর্ষণ কয় অধম সে নয় শ্যাম যারে হয় রত॥ ২॥

ভূপালী।

বংশী বাজ কেন পুনঃ পুনঃ। অবলাগণেতে মিনতি করিছে বারেক বংশি হে শুন॥ ধ্রু॥

সরল হইয়া সুবংশে জন্মিয়া শ্যাম করে বাস কর।
গুণেতে পূর্ণিতা সুস্বরে পুরিতা মধু তাতে কত ধর॥
সৎগুণ পাইয়া সৎসঙ্গে রহিয়া নারী বধ কেন কর।
আমরা কুলীনা তাহাতে নবীনা দুখ দেয় তব স্বর॥
শুনি তব ধ্বনি অবলা রমণী ত্যাগয়ে ধরম ভয়।
সঙ্কর্ষণ কয় বংশী দোষ নয় শ্যাম তারে নিয়োজয়॥ ৩॥

অভিসার। যথারাগ।

প্রিয় দূতী সনে, অভিষ্ট কথনে, রাই ছিল নিকেতনে।
সেই সময়ে, সঙ্কেত করিয়ে, বংশী বাজি নিধুবনে॥
শুনি প্রাণ মন, হয় উচাটন, যাইতে করে যতনে।
ভয় গুরু জনে, গৃহ পতিগণে, কিছু নাহি করে মনে॥
পরি আভরণ, মুঞ্জিরে বর্জ্জন, আহ্লাদে চলিছে বনে।
শ্যাম অগ্রসরে, রাই হস্ত ধরে, বসায় আনি আসনে॥
হাস্য পরিহাস, করয়ে সম্ভাষ, তাম্বূল দেয় বদনে।
সুমাল্য চন্দন, দেয় গোপীগণ, সঙ্কর্ষণ সুখে ভণে॥

বংশী শিক্ষা। যথা রাগ তাল লোফা॥

বন্ধু কি মোহিনী জান। বংশীরব করি নারী হৃদি ধরি টান॥ ধ্রু॥
বংশীরে বাজাও তুমি প্রবেশি কানন। শুনি গৃহ পতি ছাড়ি সতী যায় বন॥
আমারে শিক্ষাও বঁধু করিহে যতন। বাঁশিস্বরে কেন হয় মন উচাটন॥
সঙ্কর্ষণ কহে রাই শুন নিবেদন। মোহনের মন্ত্র তুমি তুমি সে কারণ॥

সুই সিন্ধুড়া। লোফা॥

শিক্ষাও আমারে বঁধু বাঁশী বাজাইতে। যে বংশীর স্বরে কুলবতীগণে মোহিতে॥ ধ্রু॥ কেমনে বা বংশীধর কিরূপে বা স্বর কর যে স্বর শরের ন্যায় বিন্ধে গিয়া হৃদিতে। বংশী শুষ্ক বংশ হয় গুণহীন ছিদ্রময় গুণমধ্যে ধরে কিবল অবলারে বধিতে॥ বাজাব বংশীরে তব শ্যাম-নাম উচ্চারিব দেখিব কেমনে রহ গোচারণ করিতে। সঙ্কর্ষণেতে কহয় বংশীর কি শক্তি হয় শ্যামের অধর স্পর্শে শক্তি ধরে বাজিতে॥ ২॥

ভূপালী যুগল তাল॥

বাঁশী বাজাইতে যদি শিখিবে দুল্যারি। নিজবেশ ছাড়ি পর বসন আমারি॥
তবেত বাজিবে বাঁশী দেখহ বিচারী। রাই কহে করে দেও যেইচ্ছা তোমারি॥
রাই পরে শ্যাম বেশ শ্যাম পরে প্যারি। মোহিনী মোহনরূপ হইল দোহারি॥
যার রূপ বেশে মুগ্ধ পশুপক্ষ নারী। সঙ্কর্ষণ হৃদে শোভে মুরতি তাহারি॥

যথা রাগ। তাল যুগল॥

এসো রাই বেশ করি নাগর কহিল। নিজ বেশ তারে দিয়া তার বেশ নিল॥
কস্তূরী মলিয়া গোরির শ্যামাঙ্গ করিল। রাধাকান্তি তার লৈয়া গৌরাঙ্গ

হইল ॥ রাইশিরে চূড়া বামে হেলাইয়া দিল। শোভন ত্রিবেণী নিজ শিরেতে বান্ধিল॥ কাঁচলি খুলিয়া বনমালাতে ঢাকিল। কটোরি বান্ধিয়া নিজ স্তনেরে রচিল ॥ ধড়া পরাইয়া বংশী হাতে তুলি দিল। রাই বামে দাঁড়াইয়া ঘোমটা টানিল ॥ যুগল মোহন রূপে জগৎ মোহিল। সঙ্কর্ষণ রাধা শ্যাম একাঙ্গে দেখিল ॥

যথা রাগ ॥

এসো বিনোদিনী বাঁশী বাজাতে শিকাই। দুই হস্তে বংশীধর অধরে লাগাই॥
অঙ্গুল্যগ্রে রন্ধ্র সব কর আবরণ। একে একে বলি রাইশুন বিবরণ॥
প্রথমেতে স্বরকর রাধা নাম হবে। দ্বিতীয়েতে গোপী গাভী তৃতীয়েতে কবে॥
চতুর্থেতে পশুপক্ষ যমুনা পঞ্চমে। ষষ্ঠে গুল্মলতা ব্রহ্মে মোহিবে সপ্তমে॥
অষ্টমে মোহিবে এই সমস্ত জগতে। বাঁশীধ্বনি বিনোবিনী হয় এই মতে॥
রাইত কহিল বংশী বাজন প্রকার। বাজাইয়া দেখ ধনি যে ইচ্ছা তোমার॥
রাই স্বরে শ্যামনাম রাধা নাহি সরে। রাই কহে এসো বঁধু বাজাই এক স্বরে॥
এক রন্ধ্রে দুই মুখে রাধাকৃষ্ণ বলে। সঙ্কর্ষণ সেই নাম রাখে হৃদিস্থলে॥৫॥

সম্ভোগ ॥ বিহাগ ॥

গোপীর মণ্ডলে কিবা শোভে নটরাজ। নবঘন কিবা শোভে তড়িত সমাজ॥
কিবা হেমমণিমাঝে মরকত সাজ। তমাল তরুতে হেম-লতার বিরাজ॥
কুহূযামিনী কি সাজে উড়ুগণ মাঝ। কমল কিঞ্জল্কে অলি দেখি পায় লাজ॥
অলসে শয্যায়ে দোঁহে করিল বিরাজ। নিদ্রা যায় সঙ্কর্ষণ করে সেবাকাজ॥৬

প্রেম বৈচিত্র। বিভাষ।

প্রেমের বিকার হইল। শ্যাম কোলে শুয়ে রাই ভাবে বন্ধু কবে পাই তুমি আমি এ ভাব ঘুচিল ॥ ধ্রু ॥
এমন কি দিন হবে শ্যাম কোলেতে লইবে তবে আশা জানিব পুরিল।
গদগদ ভাব মনে সঙ্কর্ষণ দীনে ভনে বাহ্য জ্ঞান সকল ভূলিল ॥ ১০ ॥

রসালস। কেদার।

রসালসে নিদ্রা যায় রাই শ্যাম সনে। ভানুর উদয় কাল হইল গগণে॥
শারী কহে শুক দেখ কি প্রমাদ হৈল। রাই নাহি জানে এবে দিবস আইল॥
কেমনে যাইবে গৃহে কুটিল ভিতরে। তুমি মধু-স্বর কর কুঞ্জের উপরে॥
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল গৃহে যাইতে মনন। সঙ্কর্ষণ কহে রাই করহ গমন ॥১১॥

শয্যোত্থান। বিভাষ।

উঠ উঠ প্রাণ বঁধু নিশী পোহাইল। অলস ত্যজিয়া দেখ প্রভাত হইল॥
শশী অস্ত গেল দিন-মণি প্রকাশিল। কমলিনী প্রস্ফুটিতা কুমুদ মুদিল॥
চক্রবাক চক্রবাকী একত্র মিলিল। মধুস্বরে শারী শুক ডাকিছে কোকিল॥
গাভীগণ বৎস লাগি শব্দ আরম্ভিল। দধি মথনের শব্দ গোষ্ঠেতে উঠিল॥
সাধুগণ হরি-ধ্বনি আরম্ভ করিল। স্নান লাগি ব্রজ বাসী যমুনা চলিল॥
সখাগণ আসি দেখ একত্র হইল। ঐ শুন সঙ্কর্ষণের সিঙ্গা যে বাজিল॥

স্বাধিন ভর্ত্তিকা। শ্রীরাগ তথা যথা রাগ তাল লোফা।

সে জানে প্রেমের রীতি প্রেম আছে যার। মুঢ় জনে কিবা জানে প্রেম ব্যবহার॥ নায়ক স্বহস্তে বেশ করয়ে প্রিয়ার। কেশর মলয় অঙ্গে মলয়জ সার॥ বকুলের মালা দিয়া বাঁন্ধে কেশ ভার। ভালেতে সিন্দূর দেয় অরুণ আকার॥ কজ্জল নয়নে দিয়া শরে দেয় ধার। সুগন্ধি তাম্বুল দেয় বদনে প্রিয়ার॥ স্বহস্তে বদন ধরি দেখে বার বার। নিরখি আহ্লাদে ভাষে নাহি যায় পার॥ জাবক চরণে দিয়া দেখে শোভা তার। প্রেমাহ্লাদে পদ ধরে হৃদে আপনার॥ সঙ্কর্ষণ বাঞ্ছে সদা চরণ দোহাঁর। দয়া করি যদি দেয় নন্দের কুমার॥ ১॥

গৃহে গমন। বিভাষ।

প্রভাতের আগমন যাইতে হবে ভবন শ্যামে ত্যজি বিষম হইল।
ভাবিয়া রাই আকুল প্রেম রাখিব কি কুল প্রাণ ত্যজি মনে বিচারিল॥
সখি কেন বিধি নারীরে সৃজিল। গৃহপতি কুল ভয় যার সঙ্গে সদা রয় সে বা কেন জীবন ধরিল॥ ধ্রু॥
ত্যজি সব অভিমান সেবি তারে দিয়া প্রাণ মনে এই নিশ্চয় করিল।
লইয়া ধনী বিদায় ধিরে ধিরে গৃহে যায় সঙ্কর্ষণ সঙ্গেতে চলিল॥ ১॥

রসোদ্গার সখি উক্তি। বিভাষ তথা পঠমঞ্জরী।

সখি আজু ভাব আন কি কারণ। নয়ন চঞ্চল তব প্রফুল্লিত মন॥
অলস শরীরে তব হতেছে দর্শন। জৃম্ভন করিছ ম্লান কমল বদন॥
ভাবে বুঝি করিয়াছ নিশী জাগরণ। বন্ধুর মিলন সুখ হৈয়াছে ঘটন॥
মরমী জনেরে কেন করহ গোপন। সুখে সুখি সঙ্কর্ষণে কহ বিবরণ॥১॥

শ্রীরাধিকার উক্তি। বড়ারী।

সখি কি কহিব নিশী বিবরণ। রসিক নাগর সনে যে রূপে মিলন॥
লোভে ভুয়ে কুঞ্জ গৃহে করিলে গমন। নাগর ধরিয়া কর করে সম্ভাষণ॥
উরু পরে বসাইল করিয়া যতন। পীতাম্বরে মোছাইল সঘর্ম্ম বদন॥
কমল কলিকা দ্বয় করিল গ্রহণ। মুখামৃত পান করি হরিল চেতন॥
কমলে পসিয়া করি করিল দলন। নাহি জানি কি করিল নব সঙ্কর্ষণ॥২॥

রসোদ্গার। মায়ুর।

সখি কালা রূপ আশ্চর্য্য ভুজঙ্গ। নয়ন বিবরে পশি দংশয়ে হৃদয়ে বসি নারীব্রতে দংশি করে ভঙ্গ॥ ধ্রু॥

ভুজঙ্গ বিষ উগারে কালিয়া বংশীর স্বরে জ্বর জ্বর করে মন অঙ্গ।
সে থাকে নিবীড় বনে এ থাকে কুঞ্জ কাননে ক্রীড়া করে হইয়া ত্রিভঙ্গ॥
অহি দংশে বধে প্রাণ কালা দংশে প্রাণ দান কি অদ্ভুত কালা অহিরঙ্গ।
অদর্শনে বিষে জারে দর্শনে সুধা উগারে সঙ্কর্ষণ তেঁই মাঙ্গে সঙ্গ॥৩॥

সিন্ধুড়া।

সজনী কালারূপ বড়ই দুর্জ্জন। সদা ফিরি বৃন্দাবনে নাহেরী এমন জনে অরাজক এ আর কেমন॥ ধ্রু॥

দিবানিশী নাহি মানে পরের গৃহ সন্ধানে হৃদি গৃহে করয়ে গমন।
প্রেম দীপ জ্বালাইয়া মনো গৃহীকে বধিয়া কুল-ধর্ম্মে করে বিনাশন॥
প্রহরিয়া গুরুপতি করে সভায় দুর্গতি সুখে ভুঞ্জে রমণী যৌবন।
গৃহে কুলে দিয়া আগি করয়ে দুখের ভাগি হেন চোরে ধ্যায়ে সঙ্কর্ষণ॥৪॥

মালশী॥

হৃদি পালঙ্কে আমার বঁধু ঘুমাইল। প্রেম প্রহরী তাহার চরণ সেবিল॥
এতদিনে মন প্রাণে বিবাদ ঘুচিল। অনুরাগ সর্পেকুল ভেকে বিনাশিল॥
কুটুম্ব গৌরব প্রেমানন্দে পাসরিল। গুরুভয় চোর এবে দূরেতে ভাগিল॥
ভাবাবেশে পরিজন সকল বঞ্চিল। সেই স্রোতে গৃহপতি স্বপতি ভাবিল॥
নয়নে না আইসে নিন্দ কি ভাব হইল। সঙ্কর্ষণ কহে প্রেমানন্দ প্রকাশিল॥৫॥

চন্দ্রেরহার কানু-নন্দন চকোরারে। কর্পূর তাম্বুল মুখে সুবাস হৃদি গরগর মুখে সুহাস চলিছে সুন্দরী তেজিয়া ত্রাশ মোহিতে মদন চোরারে॥ শ্বেত মলয়জ পরয়ে অঙ্গে হিমকর করে মিলয়ে রঙ্গে সখি-গণ সব চলিছে সঙ্গে কবরিতে নিজে মোরা রে। মনেতে লালসা ক-রিছে রাই কতক্ষণে দেখা শ্যামের পাই সঙ্কর্ষণ কহে চলগো যাই কুঞ্জেতে মোহন চোরা রে॥ ৩॥

অভিসার॥ যথা রাগ দশকোশী॥

শুনি বংশীধ্বনি রাই সুবদনী সাজে হৈয়ে হৃষ্টমন।
বেশভূষা করে অভিসার তরে যাবক পদে রচন॥
নয়নে অঞ্জন শ্রীঅঙ্গমার্জ্জন তাম্বুল মুখে শোভন।
নিতায়ে সিন্দুর উদয় ভানুর দেখিয়া পদ্ম আনন॥
কস্তুরীতে করি স্তনযুগো পরি চিত্র করে বিরচণ।
মঞ্জীরে বন্ধ শব্দের কারণ করে না পরে ভূষণ॥
চিকুর মাজিয়া বেণী বিনাইয়া মালতি মালা ধারণ।
নীলসাড়ি [illegible] বিড় দেখে দর্পণ॥
অভিসার তরে চলিছে সত্বরে গুরুভয়ে বিসর্জ্জন।
সঙ্কর্ষণ ভনে এরূপ যৌবনে শ্যাম ভুলিবে এক্ষণ॥ ৪॥

কৃষ্ণাভিসার॥ বেহাগ॥

চলিছে চমকে নবযৌবনী। ব্রজনারীগণ মুকুট মণি॥
রূপগুণে পূর্ণ কি [illegible] শোভা। উপমা না হয় মদন লোভা॥
কটিমাঝে কাঞ্চি নীলিম সাজে। বসন ভূষণ নীল বিরাজে॥
গলোপরে নীলমণির হার। নয়নে অঞ্জন শোভিছে তার॥
কুবলয়গলে হাতে শোভিছে। চন্দ্রা মাঝেতে [illegible] চলিছে॥
নিবীড় রজনী ঢাকিয়া বেশে। কুঞ্জেতে চলিছে মন আবেশে॥
নাগর আসিয়া ধরিয়া হাত। বসায় ধনীরে আপন সাত॥
সখিগণ দেখে দোঁহার নাট। সঙ্কর্ষণ কুঞ্জে দেয় কবাট॥ ৫॥

খাম্বাজ।

ওগো বিনোদিনী আজি কিবা সুভক্ষণ। বড় ভাগ্যে পাইলাম তব দরশন তব অনুরাগ ওষ্ঠে মম [illegible] জীবন। তব [illegible] হৈল [illegible] অর্পণ

হৃদি মাঝে তব লাগি রেখেছি আসন। কৃপা করি বিনোদিনী রাখ ও চরণ॥
আহা মরি কিবা পদ কমল গঞ্জন। কত দুখ হইয়াছে করিতে গমন॥
রসাইল পার্শ্বে হস্ত করিয়া গ্রহণ। নিজ বস্ত্রাঞ্চলে ঘর্ম্ম করয়ে মার্জ্জন॥
বদন [illegible]য়া কভু করে নিরীক্ষণ। কভু পদ ধরি হৃদে করয়ে ধারণ॥
সখিগণ যোগাইছে তাম্বুল চন্দন। দূরে থেকে সঙ্কর্ষণ করিছে ব্যজন॥৬॥

সম্ভোগ। বিহাগড়া।

সখি দেখ শোভা রাই শ্যাম কোরে। ঘেরিয়াছে জলধর স্থির সৌদামিনী
বর জগমন বান্ধে রূপ ডোরে॥ ধ্রু॥
কিবা সে তরু তমালে বেড়ে স্বর্ণ লতা জালে মরকত সুবর্ণ মাঝারে॥
কিবা চন্দ্রিমা অম্বরে স্বর্ণে কষ্টি রেখা করে ঘোর তম দীপকে উজারে॥
কান্তি শ্যামে পীতাম্বর স্বর্ণে নীল শোভাকর অলি পদ্ম কিঞ্জল্কে বিহরে॥
রসিকা গোপী বেষ্টন যেন চন্দ্রে উড়ুগণ দোঁহা রূপ সঙ্কর্ষণ স্মরে॥ ৭॥

অথ বাসক সজ্জা। তদযথা।

ভবেদ্বাসকসজ্জাসৌ সজ্জিতা[illegible] [illegible]।
[illegible]আগমনং ভর্ত্তুর্দ্বারেক্ষণ[illegible]॥ ২॥

অস্যার্থ। নায়কের [illegible] বেশ ভূষা এবং বিহার গৃহে শয্যাদির সজ্জা করিয়া কেবল দ্বার নিরীক্ষণ করে সে স্ত্রী তাহাকে বাসক সজ্জা কহে।

বাসক সজ্জা। কেদার।

আভরণ বসন পরে রাই পুনঃ পুনঃ পুন ত্যজে শোভা-হীন মানি।
কুসুম শয়ন করে কভু রচন কভু মাল্য গাঁথে ফুল আনি॥ শ্যাম মিলিবে
[illegible]ন। সচকিত চাহি দ্বারে নিরখিয়া না দেখিয়া হয় অভিমানি॥ধ্রু॥
[illegible] পাতে পত্র পতনে দাঁড়ায়ে চাহে কান্ত অনুমানি।
দেখিয়া কহে ধনী আইল না গুণ মণি সঙ্কর্ষণের আকুল পরাণি॥

অথোৎকণ্ঠা। তদযথা॥

সাস্যাদুৎকণ্ঠিতা রম্যা বাসং নৈতিক্রন্তং প্রিয়ঃ।
তস্যানাগমনে হেতুং চিন্তয়ন্ত্যাঃ শুচাভৃশং॥ ৩॥

অস্যার্থঃ॥ [illegible] স্ত্রী [illegible] সঙ্কেতস্থানে শীঘ্র কান্তের অনাগমন প্রযুক্ত

তদ্বিষয়ে অত্যন্ত শোকযুক্তা হইয়া কারণ চিন্তা করে। তাহাকে উৎকণ্ঠিতা কহে।

উৎকণ্ঠিতা। বেহাগ।

কেন বেশ রচিলাম কাহার কারণ। শ্যাম যদি না আইল বৃথা এ ধারণ॥ সখি কি কঠিন পুরুষের মন। কপট কহি বচন ভুলায় নারীর মন অবলারে করয়ে বঞ্চন॥ ধ্রু॥ এ নবযৌবন ধন বেশ আর আভরণ সপত্নী বংসে বিনা এখন। কি করি সখি এখন শ্যাম না হলো আপন ধৈর্য্যকর কহে সঙ্কর্ষণ॥ ১॥

শ্রীরাগ।

কুঞ্জে আইলাম বন্ধু সঙ্কেত পাইয়া। গুরুজন নয়ন প্রহরি প্রবঞ্চিয়া॥ বন্ধুরে না দেখিদহে হিয়া। মনমথে মনমথ ..কুল ভাবিয়া॥ ধ্রু॥ নিশীঅবশেষ হৈল পথ নিরখিয়া। বুঝিল শ্যাম আমারে রহিল ভুলিয়া॥ সঙ্কর্ষণ বলে রাই কি ফল কান্দিয়া। নাগরে রেখেছে কোন রূপসী ধরিয়া॥২॥

অথ বিপ্রলব্ধা। তদ্যথা।

বক্তদূতীং ... প্রেষ্য সময়ে না গতঃ ...

... ॥ ৪॥

অস্যার্থঃ॥ দূতীরে প্রেরণ করিয়া যথা সময়ে কান্ত আগমন না করিলে কান্ত বিহীনে যে স্ত্রী দুঃস্থা হইয়া শোক করেন তাহাকে বিপ্রলব্ধা কহে॥

বিপ্রলব্ধা। ভৈরবী।

পিরিতি পরম সুখ জগজনে বলে। যে করেছে প্রেম সেই জানিয়াছে ফলে॥ কুলটা কহয়ে তারে কুলিনা সকলে। পতি ছাড়াইয়া সতী আনে প্রেমবলে॥ আগেতে জানিলে কেবা মনদিতো খলে। দুখের সাগরে ভারে প্রেম ... ধ্রু॥ সঙ্কর্ষণ দেখো ভয়ে মন নাহি ... দুখ ভোগি ম..রাখ শ্যামপদ ...॥

অথ খণ্ডিতা। তদ্যথা॥

অন্যযা সহ কান্তস্য দৃষ্টে সম্ভোগ লক্ষণে।

ঈর্ষা কষায়িতা ত্বাসৌ খণ্ডিতা খলু কথ্যতে॥ ৫॥

অস্যার্থঃ॥ অন্য স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ চিহ্ন কান্তের অঙ্গে দর্শনে অসহ্য জ্ঞানে কিঞ্চিৎ ভাবান্তর যে স্ত্রীর হয়, তাহাকে খণ্ডিতা কহে॥৫॥

খণ্ডিতা। সুহই কিম্বা পটমঞ্জরী॥

ভাল সাজ সাজিয়াছ লম্পট রতন। যে খানেতে ছিলে তথা করহে গমন॥ মলিনবদন তব আরক্ত নয়ন। প্রিয়া সঙ্গ চিহ্ন হৃদে কস্তূরী ধারণ॥ তাম্বুলের রাগ ওষ্ঠে নখাঙ্ক বদন। নীলাম্বর পরিয়াছ প্রেয়সী বসন॥ নিশী অবসানে হেতা কেন আগমন।যথা তব প্রিয়া যাও কহে সঙ্কর্ষণ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর। বিভাষ॥

অনুচিত অভিমান কর কিকারণ। এচিহ্ন কারণ তুমি নহে অন্যজন॥ তবলাগি একাবনে করি জাগরণ। নয়ন আরক্ত তাহে মলিন বদন॥ তব বেশলাগি পুষ্প করি আহরণ। তাহাতে কণ্টকে হৃদি করে বিদারণ॥ কস্তুরীর চিহ্ন বক্ষে নহে কদাচন। তব বিরহে ভূমেতে করিনু লুণ্ঠন॥ বনকুঞ্জে রাত্রি করিয়া ভ্রমণ। তববস্ত্র চিহ্ন লাগি করেছি ধারণ॥ তব তাম্বুলের রাগ ওষ্ঠেতে শোভন। ধুইলে না ধোয়া যায় কহে সঙ্কর্ষণ॥২॥

শ্রীরাধিকার উক্তি॥ গুঞ্জরী অথবা সুহই॥

দূর কর প্রেমের একপট কথায়। দুষ্ট বস্তু কেবা যে থা চাহে উপায়॥ আলসেতে ঢুলু ঢুলু নয়ন সদায়। কজ্জল ওষ্ঠেতে শোভে অলক্ত মথায়॥ কি কাজ আছে যে তব প্রভাতে হেথায়। নিশী পোহাইলে যথা যাওহে তথায়॥ সুখে ভ্রমণহেতু ছিলাহে যথায়। সঙ্কর্ষণে কেন মিছে কর ছলনায়॥ ৩॥

অথ কলহান্তরিতা। তল্লক্ষণং॥

নিরস্তো মন্যুনা কান্তো নমন্নপি যয়া পুরঃ।
সানুতাপ যথা দীনা কলহান্তরিতা ভবেৎ॥১॥ অর্থ।

অস্যার্থঃ॥ সম্মুখে কান্ত আগমন করিয়া প্রণাম করিলেও যে নায়িকা ক্রোধে কান্তকে নিরাস করিয়া, পশ্চাৎ তাহার নিমিত্ত অনুতাপ করে এবং দুঃখিনী যে স্ত্রী হয়। তাহাকে কলহান্তরিতা কহে॥৬॥

কলহান্তরিতা॥ মায়ুর॥

একা জাগি বনে নিশীর গমনে মানেতে মগন রাই।
তেজি আভরণ বসন ভূষণ ভূমে পড়ে দুখ পাই॥
চিন্তা কুঞ্জে বসে থাকিত্তে জীবনে হেরিবনা সে মাধাই।
লম্পট নাগরে জানিয়া অন্তর বাই কহে ভূমে চাই॥

কহে বিনোদিনী কিলাগি মানিনী আমি কি কোথায় যাই।
বিলম্ব কারণ বংশীর পতন খুঁজিয়া তাহে বেড়াই॥
চন্দ্রাবলী নহে চন্দ্রভাগো রহে তাই অন্বেষিয়া পাই।
কাঁপে হৃদিভ্রমে দেখি ভাগো ভ্রমে সঙ্কর্ষণ হাসে [illegible]ই॥১॥

ললিত॥

মানিনী মানেতে ধরি মৌন ব্রতে নয়ন মুদিয়া রয়।
নাগর বচনে কোপবাড়ে মনে বসনে মুখ ঢাকয়॥
জানিয়া অকাজ লম্পটের রাজ উপায় মনে চিন্তয়।
হাত জোড় করি গলে বাসধরি ক্ষেম অপরাধ হয়॥
কতই বিনয় নাগর করয় নয়নে বারি বহয়।
ধনী না হেরিল প্রমাদ গণিল চরণে [illegible]॥
কহে আমি দাস পূর্ণকর আশ তবেসে জীবন রয়।
রাই অভিমানী চরণ দুখানি ঢাকে সঙ্কর্ষণ বয়॥২॥

মায়ুর।

শ্যাম নাগর হৈয়া উদা[illegible]। কত ভাবি মনে কি করি এখনে পূরিল না মন আশ॥ ধ্রু॥ না[illegible] [illegible] হেরিল বাঞ্ছা না পুরিল ছাড়য়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস আঁখি ছল ছল হৃদয় বিকল উঠে চলে পীতবাস॥ হেট [illegible]রি শির মুখে ঢাকে চির নাহি চাহে আশ পাস। মাধবে বিমন দেখি স[illegible]র্ষণ সা[illegible] সহ করে ত্রাস॥ ৩॥

সুহই।

তবে সখি রাই পার্শ্বে যাইয়া কহয়। জীবগণ নিজ দুঃখ আপনি সৃজ[illegible]। কমলিনী শোভা অলি যদ্যপি বৈঠয়। অলি লাগি কমলিনী [illegible] আ[illegible] রাগেরে চণ্ডাল করি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। তুমি সেই রাগে ভজি কর নিজ [illegible] শ্যাম সে রসিক রাজে কেবা না বাঞ্ছয়। গোপী যার লাগি কাত্যায়ণী[illegible] পুজয়॥ হেন জনে ত্যাগ কর কি আছে আসয়া সঙ্কর্ষণে কহে যা[illegible] শ্যামেরে আনয়॥ ৪॥

শ্রীরাধিকার উক্তি। যথা রাগ।

কওনা কওনা সখি ওকথা কহিওনা শঠের প্রেমেতে কার পুরিয়াছে বাসনা॥ অবলা অখলা জনে আনিল ঘোর কাননে আঁধিয়ে বলি[illegible]।

পুন সে আইল না। যার লাগি মান মন করিলাম বিসর্জ্জন কপট সে জন তার নাম সোনাইও না॥ দুঃখে যদি যায় প্রাণ না হেরিব সে বয়ান আমার মনের দুখ সে কিছু ভাবিল না। গৃহ তেজি যার আশে সে যে দো.. ভিন্ন বাসে বিহরে সে অন্য বাসে আমা করি বঞ্চনা। সঙ্কর্ষণ কহে সার সে যে বন্ধু সভাকার মান তেজি বিনোদিনী পূর্ণ কর কামনা॥

সখির উক্তি। মালশী।

শুন ওগো সখি কি তব রীতি। মানেতে মজিয়া না কর ভীতি॥
বন্ধু আসি সাধে চরণে ধরি। ফিরে নাহি চাহ গরব করি॥
মনে ভেবে দেখ নাগর রায়। দুখ ভাবি অন্য স্থানেতে যায়॥
মানে মজে সখি মান হারাবে। এখন শুনহ দুঃখ না পাবে॥
উঠ উঠ ধনী করি মিনতি। বন্ধু গেলে সখি হবে দুর্গতি॥
সঙ্কর্ষণ কহে বলগো রাই। শ্যামেরে আনিব আমি ফিরাই॥ ৬॥

ভূপালী।

রাইরে সান্ত্বনা করি ললিতা তখন। ফিরে বনে শ্যাম চাঁদে করি অন্বেষণ॥ যমুনা তটেতে দেখে বিষণ্ণ বদন। নীপ মূলে বসি শ্যাম করিছে রোদন॥ ললিতা দেখিয়া ব্যস্ত করে সম্ভাষণ। কহ কহ প্রাণ সখি রাই বিবরণ॥ ললিতা কহিছে রাই মানের কারণ। নিশ্চয় তেজিবে প্রাণ করিয়াছে পণ॥ ইচ্ছা যদি রাইকে আসি কর দরশন। নতুবা হইবে প্রেম কার্য্য সমাপন॥ শুনি নাগর তবে করে আগমন। রাই পার্শ্বে ম্লান ভাবে করয়ে রোদন॥ রাই সখি সম্বোধিয়া কহয়ে তখন। কহ সখি তথা যায় যথা জাগরণ॥ শ্যাম কহে আমি দেহ তুমি সে জীবন। জীবন বিহীন দেহ কোন প্রয়োজন॥ এত বলি রাই পদ করিল স্পর্শন। হাসি রাই বসাইল কহে সঙ্কর্ষণ॥৭॥

কলহন্তরিতা প্রকারান্তর। সুহই। লোফা।

সখি এবে কেন ভাব আর। জাতি কুলমান তেজি দিয়াছ কান্দিছ কেন আবার॥ সরল জানিয়া পিরিতি করিয়া ভাবিলে না এক বার। লম্পটে মজিয়া দুঃখেতে পড়িয়া এখন কর বিচার॥ কপটে সরলে পিরিতি হইলে এই তার হয় ফল। তুমি সে সরলা তাহে কুলবালা সে শ্যাম অতি চপল॥ করম ঘটনে হৈয়াছে মিলনে দোষ দিবে

কার বল। মধু পানি ভ্রমে আস্বাদিলে প্রেমে ভবে সে হৈল গরল॥ হবার হৈয়াছে সময় গিয়াছে হৈয়াছ এখন তার। কহে সঙ্কর্ষণ রাইরে তখন প্রাণ নহে আর কার॥ ১॥

যথা রাগ।

সখি কি কব দুঃখ আমার। নাগর পাইয়া সুজন জানিয়া পিরিতে মজিনু তার॥ ধ্রু॥ সুধা করি জ্ঞান বিষ করি পান বিচার না করি আগে। সুখের আশয়ে সকলে ভ্রময়ে দুখ কেবা কোথা মাগে॥ বয়সে কৈশোর রূপের সাগর জিনিয়া শরদ শশী। ত্রিভঙ্গ ঠামেতে যমুনাতে যেতে বাজায় মোহন বাঁশী॥ দেখিয়া সে ঠাম মোহ পায় কাম নারীগণ কোথা আছে। তাহারে দেখিয়া মরেছি ভুলিয়া মনে সাদ হইয়াছে॥ তাহারে সেবিব তাহার হইব না দেখিব আর কাকে সঙ্কর্ষণ কয় ইহাই নিশ্চয় ধন্য হে সখি তোমাকে॥ ২॥

সুহই।

কার দোষ দিব বিধি হইয়াছে বাম। মানেতে মজিয়া নিজ মান হারালাম॥ মান লাগি বিচার না করি পরিণাম। যার লাগি প্রাণ ঝুরে তারে তেজিলাম॥ যার পদ নিরক্ষয়ে কত শত কাম। সে চরণে ধরি সাধে নাহি হেরিলাম। আদর বাড়াতে মনে হৈয়াছিল কাম। সঙ্কর্ষণ অনাদরে ফিরে গেল শ্যাম॥

শ্রীরাধিকার উক্তি। ওডি।

ব্রজের রমণীগণ যার করে যতন হেন জনে তেজি করি মান। যে রূপেরে দরশন সদাই বাঞ্ছে মদন তার দিগে না ফিরি বয়ান॥ সদনী মান লাগি উপেখিনু কান। বিধির বিড়ম্বনে উপজিল মম মনে কেন করিলাম অভিমান॥ ধ্রু॥ এখন তাহার লাগি হৃদে লাগিয়াছে আগি তারে না দেখিলে যায় প্রাণ। ওগো প্রিয় সখিগণ কিবা করিব এ কহ সঙ্কর্ষণ কি বিধান॥ ৪॥

সখীর উক্তি। সুহই।

তখনি বলেছি ধনী মান রবে না। মানেতে মজিলে পরে মান পাবে না॥ বন্ধু হৈল পদানত সাধিল সে কত শত গৌরবে তখন মনে হইল না। চেতনা। করিলে তুমি যে মান ফলতার কোথা জান ভাবিব বিরহে এবে সহিতেছ যাতনা॥

শ্যাম ভ্রমর স্বভাব মধুর নাহি অভাব কোন নারী নাহি করে সে নাগরে কামনা। সঙ্কর্ষণের বচন ঘটিল সখি এখন নিজদোষে পুরাইলে পক্ষের বাসনা ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধিকার উক্ত। ভুপালী।

শুন শুন সখি কি কব আর। মান তার মন আছে যাহার ॥
না দেখিলে ঝুরে নয়ন যার। কেমনে না হেরে বদন তার ॥
যদি যাবে সখি করো বিচার। লাঘব না হয় মান আমার ॥
সঙ্কর্ষণ কহে আমার ভার। ছলেতে আনিব বন্ধু তোমার ॥ ৬ ॥

দূতীর শ্রীকৃষ্ণ আনয়নার্থে গমন। গান্ধার। যুগল তাল।

রাই বাণী শুনি দূতী তখন। যে বনে নাগর করে গমন ॥
ধিরে ধিরে তথা ললিতা যায়। পুষ্প আহরণ করি বেড়ায় ॥
নাগর দেখিয়া ধাইয়া লই। কহে কহ সখি কি করে রাই ॥
কভু ধনী করে আমা স্মরণ। তার দুখ ভাবি কাতর মন ॥
সঙ্কর্ষণ কহে এসো কানাই। এখুনি মিলাব তোমারে তাই ॥ ৭ ॥

মিলন। সুহই।

নাগর আহ্লাদে চলে তখন। রায়ের সম্মুখে করে গমন ॥
ধনী হেরি ফিরি রহে বদন। দুখ সুখ স্মরি করে রোদন ॥
আস্তে ব্যাস্তে শ্যাম ধরে চরণ। ক্ষম অপরাধ লই শরণ ॥
হাঁসি ধনী করে কর গ্রহণ। বৈসে দোহেঁ মেলি এক আসন ॥
হাস্য পরিহাসে কহে বচন। দেখি সঙ্কর্ষণ সুখে মগণ ॥ ৮ ॥

নিবেদন। ধানশী।

বন্ধু তোমারে কি ভুলিবারে পারি। তোমার মধুর হাঁসি বিষম গঞ্জার কাস্থী তারে হেরে না ভুলে কে নারী ॥ ধ্রু ॥ তোমার বংশী বদন তব প্রেম সম্ভাষণ সদা ভাবি নিকুঞ্জ বিহারী। গোষ্ঠেতে গমনে বনে তিলেকের অদর্শনে জ্ঞান হয় যুগ সম তারি ॥ দাসী বলি অধিনারে গণনা করিহ বারে সঙ্কর্ষণে ওহে বংশীধারী ॥ ৯ ॥

নিবেদন। সিন্ধুড়া।

ধ্রু। বন্ধু শুন নিবেদন। এ দেহ আপন মন ও চরণে সমর্পণ করিলাম করহ গ্রহণ ॥ ধ্রু ॥ তুমিতো রসিক রাজ নানা স্থানে বিরাজ

এ দাসীরে করোহে স্মরণ। তোমার আছে অনেক আমার তুমি সে এক। তোমাতেই থাকে যেন মন॥ গৃহ কুটম্ব স্বজন কেহই নহে আপন তুমি ধন তুমিহে জীবন। সঙ্কর্ষণ মন্দমতি নিবার তার দুর্গতি তব পদে লৈয়াছে শরণ॥ ১০॥

অথ প্রোষিত ভর্ত্তৃকা তদ্যথা।

কুতশ্চিৎ কারণাদ্যস্যা বিদূরস্থো ভবেৎপতিঃ।
তদনাগম দুঃখার্ত্তা সাস্যাৎ প্রোষিত ভর্ত্তৃকা॥১॥৭॥

অস্যার্থঃ॥ নায়ক কোন কারণ বসত বহু দূরস্থ প্রযুক্ত আগমন না করিলে তদর্শে যে স্ত্রী দুঃখে পীড়িতা হয়েন, তাহাকে প্রোষিত ভর্ত্তৃকা কহে॥ ৭॥

প্রোষিত ভর্ত্তৃকা রস দ্বিবিধ গণন। নিকট বিরহ আর মাথুর বর্ণন॥
মাথুর বিরহ পুনঃ ত্রিবিধ প্রকার। ভাবি ভবন মাথুর গণনা যাহার॥
বিস্তার মাথুর রসে করিবে দর্শন। এস্থলে সে নাম মাত্র করিল গ্রহণ॥

প্রোষিত ভর্ত্তৃকা। ভূপালী।

কেবলে চন্দন শশী সিতল শোভন। শ্যাম বিনা উভয়েতে করয়ে দাহন
পবন শীতল গুণ করেছে বর্জ্জন। কোকিলের স্বর শেল করিছে হনন॥
কণ্টক হৈয়াছে এবে শোভন কানন। সপত্নীর গুণ মাল্য করেছে ধারণ॥
শ্যামের বিচ্ছেদে বৈরী সবে সঙ্কর্ষণ। বঁধুপার্শে এরা সবে করে না গমন॥

মায়ুর।

কি আর কহিব শ্যাম রাই বিবরণ। জীবন রয়েছে মাত্র হৈয়া অচেতন॥ কোকিলের রব ধনী জ্ঞান করি বজ্রধ্বনি জৈমিনিরে করয়ে স্মরণ, মলয় পবন সঙ্গ জানি বিষধর অঙ্গ গরুড়ে করয়ে চিন্তন॥ দেখি ধনি হিম করে ঢাকয়ে নয়ন করে দাবানল করয়ে গণন। সলিলের শীতলগুণ অনল হৈতে দ্বিগুণ দহে রাধে কহে সঙ্কর্ষণ॥২॥

অথ স্বাধীন ভর্ত্তৃকা। তদ্যথা।

যস্যাঃ প্রেমগুণাকৃষ্টঃ প্রিয়ঃপার্শ্বং নমুঞ্চতি।
বিচিত্র বিভ্রমা [illegible]স্যাৎ স্বাধীন ভর্ত্তৃকা॥১॥৮॥

অস্যার্থঃ। যে স্ত্রীর [illegible]গুণাকৃষ্ট হইয়া নিরন্তর নায়ক নায়িকা [illegible] ভাবে থাকেন। সেই স্ত্রীকে স্বাধীন ভর্ত্তৃকা কহে॥ ৮॥

স্বাধীন ভর্ত্তৃকা। বিভাস।

প্রেমের আশ্চর্য্য গুণ সেই জেনেছে। যে আপন মন দিয়া প্রেমে ডুবেছে॥
দিবানিশী সেই প্রেম মনে ভাবিছে। প্রেমে মুগ্ধ নায়িকার সঙ্গ করিছে॥
আপনার হস্তে সদা বেশ রচিছে; মালতির মালা দিয়া বেণী গাঁথিছে॥
যে নারীর অধিন নায়ক হইছে। স্বাধীনা সে নারী সঙ্কর্ষণ কহিছে॥ ৮॥

গোষ্ঠ যাত্রা। শ্রীগৌরচন্দ্র। ধানশী।

গৌরাঙ্গের হৈল মনে শ্যাম গোচারণ। সখা খেলে গাবীকরে তৃণয়ে ভক্ষণ॥
আনন্দে কহেন গোষ্ঠে করিব গমন। শ্যামলী ধবলী বলি করয়ে স্মরণ॥
চূড়া ধড়া কোথা মম বিষাণ ভূষণ। শৃঙ্গ বেত্র পাচনীরে দেয় সঙ্কর্ষণ॥ ১॥

মায়ুর রাগ ছুটা দশকোশী।

আজি শ্যাম যাবে গোচারণ। গোপের বালক সঙ্গে বলরাম লই রঙ্গে উপনিত যশোদা ভবন॥ ধ্রু॥ সুবল কহে কানাই বেলা হৈল শুনো ভাই গোষ্ঠে কবে করিবে গমন। ত্বরা করি উঠে হরি বলে দেমা বেশ করি রাণী কহে খাওরে মাখন॥ ধড়া চূড়া পরাইল কর্ণেতে কুণ্ডল দিল স্বর্ণ মুক্তা মণি আভরণ। ধড়ার অঞ্চলে রাণী বান্ধিদেয় ক্ষীর আনি ক্ষুধাকালে করিতে ভোজন॥ দীপ শিখা করি করে রক্ষা মন্ত্র পড়ি করে ভাল মাঝে তিলক রচন। বদন করি গ্রহণ নিরীক্ষয়ে ঘন ঘন হর্ষে মাতা করয়ে চুম্বন॥ কহে ওরে বাছা বল শুনহ ওরে সুবল শ্যামে সঙ্গে রাখিহ আপন। লৈয়া সখা বৎস গণ কানাই করে গমন পাছে পাছে যায় সঙ্কর্ষণ॥ ১॥

প্রকারান্তর। আসয়ারী।

গোষ্ঠের সময় জানি কহিছে কানাই বাণী বেলা হৈল দেমা সাজাইয়া।
দাদা রাম সখা সঙ্গে গোধেনু লইয়া রঙ্গে আঙ্গিনায় আছে দাড়াইয়া॥
ধড়া চূড়া দিল মায় নানা অলঙ্কার গায় শৃঙ্গ বেত্র করেতে লইয়া।
আসিয়া সভারে কন চল সবে যাই বন তবে চলে শৃঙ্গ বাজাইয়া॥
রাম অগ্রে গাবী নিয়া চৌদিগে সখা বেড়িয়া পাছে শ্যাম চলিছে নাচিয়া।
শুনিয়া শৃঙ্গের রব এক দৃষ্টে গোপী সব নিরীক্ষয়ে প্রাসাদে উঠিয়া॥
দেখ সখি কি নয়ন কিবা সুন্দর বদন চূড়া মাথে বামেতে হেলিয়া।

ওমুখ চন্দ্রিমা হাঁসি অবলা গলার ফাঁসী হরি নিল সঙ্কর্ষণ হিয়া ॥ ২॥

গোপী গোষ্ঠ। ললিত।

সখি দেখ শ্যাম রূপেরে আসিয়া। নয়ন সফল কর হের নব নটবর বৃথা যায় জনম বহিয়া ॥ ধ্রু ॥ ত্রিভঙ্গ ঠামেতে যায় হাঁসিয়া হাঁসিয়া চায় নারী গণে মোহিছে হেরিয়া। কিবা সে বরণ শ্যাম লাজ পায় দেখি কাম চূড়া বামে পড়িছে হেলিয়া॥ পীতাম্বরে শোভা করে গুঞ্জাহার গলে ধরে চলিযায় বংশী বাজাইয়া। সঙ্কর্ষণ করে পন সেবিবে তার চরণ গৃহধন স্বজন তেজিয়া ॥ ৩ ॥

মায়ুর।

বলাই কানাই শোভা কর নিরীক্ষণ। দক্ষিণে শ্রীসঙ্কর্ষণ বামে মদন মোহন কিবা রূপ কিবা দরশন ॥ ধ্রু ॥ রজত নীলিম গিরি দেখ সখি আঁখি ফিরি নীল পীত দোঁহার বসন ॥ ধড়া পরা উভয়ের কটিতে ঝুলিছে ফের কোঁচা তাহে দুলিছে সঘন। গলেতে মোহন মালা বন ফুলেতে উজালা হিরা মতি কে করে গণন ॥ করেতে মুষল হল শৃঙ্গ কক্ষে ধরে বল শ্যাম হস্তে বংশী সুশোভন। রামের এক কুণ্ডল শ্রু মকর যুগল তাহে করে ফুলের রচন ॥ শিরেতে চাঁচর চুল চূড়াতে শোভিছে ফুল মদনেরে করয়ে মোহন। দোঁহার চরণমাজে মধুর নূপুর বাজে সঙ্কর্ষণ ধ্যায়ে সে চরণ ॥ ৪ ॥

ভূপালী তাল লোফা।

কৃষ্ণ বল দেব রূপ কিবা দরশন। রজত গিরি সমীপে জলদ শোভন। দক্ষিণ বামেতে হেলা স্কন্ধেতে মিলন। বন মালা চূড়া ধড়া দোঁহার বসন॥ শৃঙ্গ বংশী বেত্র দোঁহে করেন ধারণ। শিখি পিচ্ছ চূড়া মাঝে দুলিছে সঘন। মুকুতা মণির মাঝে গুঞ্জার ভূষণ। চলিতে নূপুর পদে বাজে অনুক্ষণ॥ এক কর্ণেতে কুণ্ডল ধরে সঙ্কর্ষণ। মকরাকৃতি যুগল শ্যাম আভরণ॥ হেলিতে দুলিতে দোঁহে করিছে গমন। রূপ হেরি পশু পক্ষী গোপী অচেতন। গোবৎস বালক চারিদিগেতে বেষ্টন। নানা ভঙ্গিমায় খেলে লৈয়া সখাগণ॥ মধুর মুরতি ছবি ভুবন মোহন। সেই রূপ সঙ্কর্ষণ ধ্যায়ে অনুক্ষণ ॥ ৫ ॥

বন বিহার। জয়জয়ন্তী।

গোধন লইয়া কুতুহলী হৈয়া নাগর চলে ত্রিভঙ্গে।

হাস্য পরিহাস   নানা ভঙ্গে ভাষ   করিছে কত প্রসঙ্গে ॥
আগে বল রাম   শ্রীদাম সুদাম   ক[illegible] চলে সঙ্গে।
যমুনার কূলে   বসি নীপ মূলে   খেলে সখা সনে রঙ্গে ॥
কভু নাচে গায়   কখন খেলায়   সে আনন্দে নাহি ভঙ্গে।
সে লীলা স্মরণ   করে সঙ্কর্ষণ   ভাসিয়া প্রেম তরঙ্গে ॥ ৬।

সূর্য্য পূজা ছলে মিলন। গৌরচন্দ্র। বেলয়ার। তাল [illegible]

সুরধনী তীরে গোরা দেখিয়া কানন। শ্রীরাধার সূর্য্য পূজা হইল স্মরণ ॥
[illegible] দুগ্ধ দধি আন তাম্বূল চন্দন। কভু বনে যাই পুষ্প করয়ে চয়ন ॥
[illegible] কহে আজ হবে বধূর দর্শন। সূর্য্য পূজা আয়োজন কর সঙ্কর্ষণ ॥১॥

বন বেহার। বড়ারী তাল লোফা।

শ্যাম চাঁদ সখা সনে করে গোচারণ। হেন কালে শ্রীরাধিকা হইল স্মরণ॥
সুবলের করে ধরি কহয়ে তখন। প্রাণ সখা রাই সনে করাহ মিলন ॥
[illegible] ভূবিতে রায়ে করে নিবেদন। শুনিয়া আহ্লাদে ধনী করে চিন্তন।
দিবা অভিসার হবে কি রূপে ঘটন। হেন কালে জটিলার হইল মনন ॥
কহে সূর্য্য পূজা দ্রব্য কর আয়োজন। কুন্দলতারে ডাকিয়া কহয়ে বচন॥
বধূ লই যাই কর পূজা সমাপন। দেখ যেন পথে নাহি মিলে কোন জন॥
গোপী সনে রাই চলে হৈয়া হৃষ্ট মন। নাগর যে বনে করে তথায় গমন॥
পূজা দ্রব্য দধি দুগ্ধ তাম্বূল চন্দন। শিরে লৈয়া পাছে২ চলে সঙ্কর্ষণ ॥১॥

বড়ারী তাল লোফা।

শ্রীরাধিকা বনে পুষ্প করয়ে চয়ন। আনন্দে পূজিব বঁধু করিয়া মনন ॥
এক সখি বলে ধনি শুন নিবেদন। পুষ্প আহরণ শ্রম কর কি কারণ ॥
সুবর্ণ চম্পক জিনি তোমার বরণ। কাঞ্চন কমল নিন্দি তোমার আনন ॥
নীলোৎপল জিনি শোভে যুগল নয়ন। তব ওষ্ঠাধর করে বান্ধুলি গঞ্জন ॥
তিল ফুল জিনি নাসা তব সুগঠন। কমল কলিকা দ্বয় তব যুগ স্তন ॥
[illegible] সৌগন্ধে পারিজাত বিমোহন। স্থলজ কমল হস্ত তোমার চরণ ॥
[illegible] জিনিয়া অঙ্গ তোমার শোভন। অতএব কর কেন পুষ্প আহরণ ॥
[illegible]তি পুজিবারে করিছ মনন। নিজ অঙ্গ দিয়া পুজ কহে সঙ্কর্ষণ ॥২॥

যথা রাগ। তাল ছুটা।

নাগরে যাইয়া দুতী ক[illegible] তখন। সূর্য্য পূজা লাগি রাই করে আগমন॥ এই বনে রাই পুষ্প করয়ে চয়ন। ত্বরা করি তুমি তথা করহে গমন॥ আস্তে ব্যস্তে ফিরেন নাগর রতন। পশ্চাতে যাইয়া ধরে শ্রীরাধা নয়ন॥ ধনী চমকিয়া উঠে হাঁসে গোপীগণ। কর স্পর্শে জানি বঁধু করে সম্ভাষণ॥ হাঁসি প্রবেশিলা দোহে নিকুঞ্জ ভবন। বসিলেন একাসনে যাই দুই জন॥ পূজা দ্রব্য দধি ক্ষীর বিবিধ বরণ। গোপী তুলি দেয় দোঁহে করয়ে ভোজন॥ দুই জনে বসি করে তাম্বূল চর্ব্বণ। দূরে হৈতে গোপী সনে দেখে সঙ্কর্ষণ॥

পাশা ক্রীড়া। তুড়ি।

ক্রীড়া অবসানে দোহে বসি এক ঠাই। রাই কহে এসো বঁধু পাশারে খেলাই॥ শ্যাম কহে ভাল খেল বাজিরে লাগাই। যদি কারো হবে দিবে আমি যাহা চাই॥ তাহাতে সম্মতি হৈল বিনোদিনী রাই। খেলিতে বসিলা রাই নাগর কানাই॥ প্রথমে জিতিল রাই সখি উঠে ধাই। বটুয়ে বান্ধহ কহে তালিরে বাজাই॥ দ্বিতীয়ে জিতিল শ্যাম গোপী আজ পাই। কেহ অধ মুখ কেহ লুকাইল যাই॥ কানু কহে পন দেহ মুখ তুলি চাই। নিজ গণ্ড দেহ মম গণ্ডেতে লাগাই॥ রাই কহে হেন পণ আমি করি নাই। পুন জিত পণ করি তবে দিব তাই॥ বটু কহে পণে আগি শুনিয়াছি ভাই। সঙ্কর্ষণ জানে তারে দেখহ সুধাই॥ ১॥

পঠমুঞ্জরী। তাল ছুটা।

জটিলা বিলম্ব দেখি শসঙ্কিত মন। আস্তে ব্যস্তে বনে গিয়া দিল দরশন॥ গোপী দেখি ভয়ে করে পূজা আয়োজন। কুঞ্জ মাঝে শ্যাম চাঁদে করিল গোপন॥ জটি কহে গোপী তব চরিত্র কেমন। কুল ভয় কিছু মনে করনা গনন॥ গোপীগণ কহে শুন বিলম্ব কারণ। দ্বিজ নাহি মিলে বনে করি অন্বেষণ॥ শুনিয়াছি বড সাধু একটি ব্রাহ্মণ। এই গ্রামে বাস করে নাম নারায়ণ॥ যদি কহ তারে আনি করিয়া যতন। জটিলা কহিল ভাল কর আনয়ন॥ ললিতা যাইয়ে কৃষ্ণে কহি বিবরণ। দ্বিজবেশ ধরি শ্যামে আনিল তখন॥ বিধিমতে পূজা কার্য্য করে সমাপন। নাগরের বেশ দেখি হাঁসে গোপীগণ॥ পূজা সমাপিয়া দ্বিজ কহয়ে বচন। শুনগো

এ। চীনা এই মধুর লক্ষণ॥ বড় সাধ্বী সদা করে পতির সেবন। সেই জ্ঞান সেই ধ্যান তাহারি চিন্তন॥ এ নারী বাহার নারী সেনর রতন। ব্রজে যত দেখ সব তাহারি গোধন॥ বৃন্দাবনে যত ধন স...তার ধন। চিরজীবী হয়ে পতি ইনি সত্য হন॥ শুনিয়া জটিলা করে প্রণাম সুবদন। দ্বিজ কহে বধূ আশা হউক পূরণ॥ বস্ত্রাঞ্চলে বান্ধি দ্বিজ পূজোপকরণ। অগ্রে চলে পাছে করে ঈষত ঈক্ষণ॥ গোপী সঙ্গে রাই রাখি আনন্দিত মন। জটিলা চলিল গৃহে কহে সঙ্কর্ষণ॥ ৪॥

উত্তর গোষ্ঠে জাবটে মিলন। গৌরী। তাল ঠেকা।

দিবা অবসান করি অনুমান গৃহে যেতে করে মন শিঙ্গারে বাজায় ...বৎস ফিরায় আসি মিলে সখা গণ॥ আগে চলে রাম পাছু চলে শ্যাম ত্রিভঙ্গ ঠামে গমন। শ্বেত শ্যাম অঙ্গে গিরি ধাতু রঙ্গে গোরজ তাহে পতন॥ নীল পীত বাস হাস্য পরিহাস গলেতে মালা মোহন। বন শোভে অঙ্গে অলি ধায় সঙ্গে বাজায় শিঙ্গা সঘন॥ শুনি শিঙ্গারব ধায় গোপী সব প্রাসাদোপরে আপন। জাবটে যাইয়া নিজ...দিয়া পালক যায় ভবন॥ রাম সেই সনে চলিল ভবনে একা শ্যাম পাছে রণ। পাই সুভক্ষণ কহে সঙ্কর্ষণ এ স্থান রাই নির্জন॥ ১॥

সায়ংকালে গোষ্ঠ হইতে গৃহাগমনে গোপীগণের উক্তি।

যথা রাগ ছুটা একতালা।

...নয়ন শোভা সখি হয় না বর্ণন। সে জানে যে দেখিয়াছে তাহার বদন॥ চাচর চিকুরে কিবা গোরজ পতন। কমল পরাগশোভে অলিতে যেমন॥ শ্যাম অঙ্গে গিরিধাতু করেছে লেপন। প্রভাতে অরুণ যেন অম্বরে শোভন॥ নিবীড় জলদে জিনি শোভন বরণ। বনমালা তাহে দোলে ভ্রমিত গুঞ্জন॥ শিরে তার শিখিপিচ্ছ চন্দ্রিকা বেষ্টন। শশী বেড়ি শোভাকরে যেন উড়ুগণ॥ বদনে মধুর বংশী বাজিছে সঘন। যাহার শ্রবণে মুগ্ধ গোপী সঙ্কর্ষণ॥২॥

ব্রজভাষায় উত্তর গোষ্ঠ। গৌরী।

গোধনু চরায়ে আয়ে...র কানাই। সখাঘেরি চৌদিগে আগে চলে ভাই॥ গোরজ শোভে অ... বালোপ ছাই। মাথে পগড়ি বিচ ফুলেঁ লগাই॥ কানো কুণ্ডল কদম ঝুলাই। হাত লকড়ি বন্সী ফুকত যাই॥

বঙ্গী শুনত গোপী দেখন আই। মোহন দেখ সুখ ধ খোয়াই॥ যশোমতী আগেবঢ়ি লেত বলাই। দীপঁকি থালি লিয়ে আমতী গাই। ঘর ঘর আরতী গোপী বজাই। ভায়েকি জোড়ি সঙ্কর্ষণ মন ভাই॥ ১॥

সুবল সম্বাদ। ভক্তচিত শ্রীগৌরচন্দ্র। যথা রাগাদি।

দেখে গো বংস বনে চরয়। কেহবা শ্যামলী কেহবা ধবলী ন নাবণ গাবীময়॥ ধ্রু॥ কেহ তৃণ খায় [illegible] যায় গোপ শিশু নিবারয়। সে ভাব ভাবিয়া গৌরাঙ্গ উঠল শ্যামলী বলী ডাকয়। নিতাই সে ভাস করি অনুভাব শৃঙ্গার রব করয় দৌড়ে [illegible] ভাই গোধনেরে চাই সঙ্গে সঙ্কর্ষণ রয়॥ ১॥ ধানশী॥

শুনি শৃঙ্গার ঘোর নিসান। যত শিশুগণ একত্রিত হন [illegible] উঠিল কানু॥ ধ্রু॥ কানাই উঠিয়া বলে সাজাইয়া দেমা করিব পয়ান। [illegible] তরাকরি বেশকরে হরি নব নাটুয়া সমান॥ পীত ধড়া পরে লালগোপ ধরে মোহন ছান্দে বিধান। বামে চূড়া টানি বান্ধিলেক রাণী পিচ্ছ ভাহে শোভা পান॥ হাতে স্বর্ণ বালা গলে বনমালা তাহাতে গুঞ্জা সাজান। কটীতে ঘুঙ্গুর চরণে নূপুর বাজয়ে মধুর তান॥ বংশী দেয় করে বেত্র হস্তে ধরে কটীতে বান্ধে বিষাণ। কাচ কাচে মায রক্ষা লাগি তায় যে করে জীবের ত্রাণ॥ কহে কিছু খাও দূরে নাহি যাও কি দেখে রাখিব প্রাণ। রামে কয় রাণী ধরি তার পাণি কানায়ে ভেল না আন॥ নিকটে রাখিও সদা খাওয়াইও হেরিয়া তার বয়ান॥ মায়েরে সম্ভাষি অঙ্গনেতে আসি সবে মিলে এক স্থান। চলে সবে বন আনন্দিত মন সঙ্কর্ষণ তাহা গান॥ ২॥ নগীত॥

জননী হৈতে বিদায় হৈয়ে দুই ভাই যায় অগ্রেধায় যত গাবীগণ দুই পার্শে শিশুগণ নাচে গায় অনুক্ষণ রাম শ্যাম মাঝে দুই জন রাম বলে চলো ভাই গোবর্দ্ধন পথে যাই সেই স্থান অতি সুশোভন এত বলি শৃঙ্গ রবে ফিরাইল গাবী সবে হাম্বা রবে চড়ে গোবর্দ্ধন। ফল পাড়ে শিশু যাই কেহ ফুল আনে ধাই [illegible] বৃক্ষ করয়ে ভক্ষণ সুবল দেখি অকাজ শ্যামে কহে নটরাজ [illegible] কুণ্ড নিকটেতে বন যদি শিশু তথাযায় কিম্বা [illegible] দেখে তায় নাশিবেক প্রেয়সীর বন।

কথা শুনি কহয়ে চল এখুনি যমুনার তটে যেই বন ॥
বলি বলি ফিরায় গাবী সকলি সেই বনে করিল গমন।
রাম শিশুগণ সনে খেলে যাই সেই বনে কৃষ্ণ যান করিতে ভ্রমণ ॥
ধরি সুবলের কর হরি যাই বনান্তর কহে ভাই কি করি এখন।
রায়ের লাগি অন্তর দুখ পায় নিরন্তর কেমনে পাইব দরশন ॥
যদি তুমি দয়া করি আন সেই প্রাণেশ্বরী তবে রাখ আমার জীবন।
সুবল কহেন ভাই দেখি কি করিতে পাই যাত্রা করে সঙ্গে সঙ্কর্ষণ ॥৩॥

আশাবরী।

সুবল হৈয়া বিদায় করিল গমন। উপনীত হৈল যথা জটিলা ভবন ॥
দেখ বসিয়া জটিলা অঙ্গনে আপন। সুবলে দেখিয়া কয় যাদু কি কারণ॥
শুন [illegible] আছহ কেমন। এত রৌদ্রে কেন বাছা কর আগমন ॥
সুবল কহেন মাতা লৈয়া গাবীগণ। জল অন্বেষিয়া ফিরি যতেক কানন॥
রৌদ্রে সময় জল অগ্নি তুল্য হন। স্নিগ্ধ বারি পান লাগি করিগো মনন॥
জটিলা কাহন যাও বধুর সদন। জলপান কর আর মিষ্টান্ন ভোজন ॥
শ্রীসুবল অন্তঃপুরে যাইয়া তখন। কহিল শ্রীমতী স্থানে সব বিবরণ ॥
শুনি রাই আনন্দিত করেণ চিন্তন। কেমনে যাইব বনে দিবস এখন ॥
এক যুক্তি করি ভাই শুনহ বচন। তব বেশ ছাড়ি পর আমার বসন ॥
তুমি মম বেশ ধরি করহ রন্ধন। আমি কুঞ্জে যাই [illegible] নব সঙ্কর্ষণ ॥৪॥

বেহাগড়া।

হৃষ্টমনে নিল রাই সুবল বসন। নিজ বস্ত্র তারে দিল করিতে ধারণ ॥
শাড়ী ফেলি ধড়া রাই করিল পিন্ধন। বেণী খুলি উভভাবে করেন বন্ধন॥
চূড়া করি তাহে দিল পিচ্ছ সুশোভন। বলয় পরিল হস্তে খুলিয়া কঙ্কন॥
নূপুরে পরিল ফেলি মঞ্জীর রতন। কাচলী খুলিয়া ভাবে কি করি এখন॥
কেমনে ঢাকিব স্তন করেন চিন্তন। বনমালা গলে দিল গুঞ্জা আভরণ ॥
সদ্যজাত এক বৎস করি আহরণ। দুই বাহু পরি নিল করিয়া যতন ॥
যাহাতে ঢাকিল ধনী নিজ যুগ্মস্তন। জটিলা সমীপে যাই করে নিবেদন ॥
মাতঃ বৎস দুগ্ধ লাগি করে [illegible] দন। ভগ্নী দিল গোষ্ঠে দিতে করিয়া বহন॥
জটিলা কহিছে [illegible] যাদু প্রাণধন। একরূপে চলিল ধনী কহে সঙ্কর্ষণ ॥৫॥
কুঞ্জে নাগর বসি করেন চিন্তন [illegible] নে হইবে রাই সহিত দর্শন ॥

দিবসে আসিবে ধনী কেমনে এখন। তারে না দেখিলে প্রাণ
দূরেতে দেখে সুবল করে আগমন। একা আসিতেছে সঙ্গে না।
জানিল আইসে নাই প্রেয়সী রতন। মন দুখে ভূমে পড়ি করেন ক্রন্দন॥
রাই আসি দেখে শ্যাম ভূমে অচেতন। কহে উঠ উঠ সখে কিলাগি এমন॥
শ্যাম কহে কিবা কাজ রাখিয়া জীবন। সে ধনী বিহীনে প্রাণ বৃথায়ে ধারণ॥
রাই যাই বন্ধু হস্ত করেন গ্রহণ। করস্পর্শে শ্যাম দেখে প্রকাশি ম ॥
ইকি ইকি প্রাণেশ্বরি ইকি শুভক্ষণ। ইকি বেশ কিরূপেবা হৈলে কি শরণ॥
এত কহি হস্তে ধরি করি আলিঙ্গন। দুজনে বাসল যাই একই আসন।
হাসি কহে কহো ধনী বেশ বিবরণ। কহে বন্ধু তোমারি কারণ॥ ১॥

দান। ভক্তচিত শ্রীগৌরচন্দ্র। তুড়ি।

গৌরাঙ্গের কিবাভাব না জায় বর্ণন। কভু হাস্য কভু নৃত্য করয়ে ক্রন্দন॥
রোস করি কহে দান চাহ কি কারণ। রাজপথে দান চাহ এ আর কেমন॥
এত কহি চলে গোরা না শুনে বারণ। নাচিয়া নাচিয়া যায় সেপথে কাল।
নিবারিতে চারিদিগে চলে ভক্তগণ। পাছে সবাকার যায় দীন সঙ্কর্ষণ॥ ১॥

সুহই॥

জটিলা আদেশে রাই করি আয়োজন। ঘৃত দধি পসরাতে করিয়া সাজন॥
চারিদিগে বেড়ি চলে যতো গোপীগণ। হাস্য পরিহাস রঙ্গ করিছে সঘন॥
গোবর্দ্ধন পথে শ্যাম নাগর তখন। অগ্রে যাই কহে কেবা করয়ে গমন॥
দান দিয়া যাও নহে করি নিবারণ। গোপী কহে কেবা তুমি কিসের কারণ॥
দান চাহ কিকারণে এ আর কেমন। এই পথে নিতি যাই না শুনি এমন॥
শ্যাম কহে রাজ আজ্ঞা করিতে পালন। রাজদূত আমি দান করিছে গ্রহণ॥
তোমা সবা মধ্যে এই নারী সুগঠন। বহু মূল্য আভরণ করেছে ধারণ॥
প্রতি অঙ্গে আভরণে প্রত্যেকে গণন। করিয়া লইব দান শুনহ বচন॥
যতন করিয়া কিবা অমূল্য রতন। কাঁচলি মধ্যেতে উরে করিছ বহন॥
দেখিয়া তাহার দান লইব এখন। তবেত যাইতে দিব কহে সঙ্কর্ষণ॥ ২॥

সুহিণী॥ শ্যামের বচন করিয়া শ্রবণ রাই চিন্তন। মনেতে
আনন্দ মুখে নিরানন্দ কহে সজল নয়ন॥ এ আর
কেমন শুনহ এ কোন জন। কহে রুষ্ট হৈয়া না

॥ এ পথে সদা ... বেড়াই কেহ না করে বারণ।
...তে যাইয়া রাজারে কহিয়া শিক্ষাব তোমায় এখন ॥ এত বলি যায়
ফিরে নাহি চায় শুনে না শ্যাম বচন। নাগর ... রাইর বসন ধরি
করে নিবারণ ॥ কহে সুবদনি দেখায় আপনি কি ধন বুকে গোপন।
দুই লক্ষ দান ওদুই সমান কদাচিত নাহি হন ॥ লক্ষ কোন ছার নয়নে
...র দান নহে নিরুপণ। এ চন্দ্র বদন অমূল্য রতন দান তুল্য
নাহি ধন ॥ যদি ... দান ... ...
...টপনা নহে ... জনা হাঁসি ক... ॥ ৩ ॥

পঠমুঞ্জরী।

...তা নন্দের ...এ কানাই গোপী ঘরে ননী খাও চোরাই।
... তোমা বাঞ্ছিত. ...ই। গোপীরা তোমারে জানে সবাই ॥
...রাত্রি দেখা হয় সদাই। তুমি দান চাহ গোপীর ঠাঁই ॥
... তোমার কিছুই নাই। আমরা তাহাতে শবন পাই ॥
...প্রেম বিবাদ শুনগো রাই। কহে সঙ্কর্ষণ হাঁসিয়া তাই ॥ ৪ ॥

মল্লার।

শ্যাম কহে ওকথাতে আমি ভুলি নাই।দান দিয়া ঘরে যায় বিনোদিনিরাই॥
...নলব প্রতি অঙ্গে আমি তব ঠাঁই। নাহি দিলে বলে লব দেখিবে সবাই॥
...যৌবন লৈয়া তুমি নিতি হাটে যাই। আমারে বঞ্চিয়া দধি বেচহে সদাই॥
...রে ভয় দেখাইছ ভয় নাহি পাই। ভাঙ্গিব তোমার ভয় তবেসে কানাই॥
...রঙ্গে দোহেঁ বিবাদ কলহ বাড়াই। সঙ্কর্ষণ দোহারূপ দেখিতেছে চাই॥৫॥

পঠমুঞ্জরী।

ম্লান মুখে রাই কহে তখন। মুখরা করিল এই ঘটন ॥ এপথে আনিল
করি যতন। দান চাহে যথা নন্দ নন্দন ॥ বলে বলে লব নারী যৌবন।
কেমনে পরাণে সহে বচন ॥ নিষেধিলে নাহি শুনে বারণ। হস্ত পসারিয়া
...রে বসন ॥ কি করি কোথারে করি গমন। পলাইতে স্থান নিকুঞ্জ বন ॥
...কুঞ্জ মাঝে ধনী হয় গোপন। ...ন পলাইল গোপীরগণ ॥ নাগর জানিয়া
...সে শুভক্ষণ। ... ... কুঞ্জে সত্বর মন ॥ দোহেঁ দোহা পাই সুখে মগন।
...র্ষণ কহে আশা পূরণ ॥ ...॥

পার্শ্বে ... কিবা শোভা কর ॥ ধ্রু ॥ কা... ...র জল কালীয়া নীল কমল রাই মুখ জিনি শশধর। শিরে চূড়া মনোহর হৃদে বনমালাধর পীত নীল দোহার অম্বর ॥ যেন শোভে রতি ... কামনার সে বি-শ্রাম রূপ গুণ দোহার আকর। ভবে ক... যেই পার সে যমুনা করে ... সঙ্কর্ষণে আর কার ডর ॥ ৪ ॥

... নৌকা ...

...কিবা গোপী শিরোমণি বালা ... গোপী সঙ্গে করি কত রঙ্গে ... শোভে ম তি মালা ॥ ধ্রু ॥ ভব... যাইতে দেখে আচম্বিতে ... ...লা। কহে গোপীগণ কেমনে ভবনে যাব কি হইল জ্বালা ॥ দেখে ঘাটে তরী লইয়া শ্রীহরি রূপেতে দিগ উজালা। এসো করি ... ... কি আর কহে সঙ্কর্ষণে কালা ॥ ১ ॥

ধানশী।

তবে গোপী হৃষ্ট মনে নৌকায় উঠে তখনে শ্যাম হাত ধরি তুলি লয়। শ্রীরাধা বসিলা যথা শ্যাম যাই বৈসে তথা হাত ধরি বার বার কয় ॥ তুমি মম প্রাণেশ্বরী তব লাগি বেশ ধরি কর্ণধার আদি যত হয়। এত কহি স্পর্শে অঙ্গ বার বার চাহে সঙ্গ গোপীগণ মুখ ফিরি রয় ॥ রাই কহে কিবা দায় ফেলিল বিধি আমায় নাবিকেতে অঙ্গ স্পরশয়। ... কার কয় নাগর তাহে হাসয় মুখরা কহয়ে নাহি ভয় ॥ এই রূপে নিরন্তর বিহরে নাগর বর গোপী সব তাহাতে সদয়। দিন অবসান হয় নৌকা নাহিক চলয় সঙ্কর্ষণ শ্যামে নিবেদয় ॥ ২ ॥

জয়জয়ন্তী।

হে নাবিক এবে কর পার। সাধিলে আপন আশা বিলম্ব কি আর ॥ ধ্রু ॥ অকলঙ্ক ছিল কুল করিলে তারে নির্মূল বিচার কি আর বল পার করি হার। কহ বিলম্ব কারণ বাকি আছে কি এখন যাহা ছিল তব মে সাধ পুরিবার ॥ ...হল অবসান করিব দুরে পয়ান দুরন্ত ননন্দী গৃহে আছয়ে ...। নাবিক কর শ্রবণ সঙ্কর্ষণ নিবেদন পার কর ভবে এই দাসীরে এবার ॥ ৩ ॥

মায়ুর।

গোপীর শুনিয়া সে বিনয়। নাগর হাসিয়া কয় কেন সখি কর ভয় আমি ভয়ে করি পরাজয়॥ ধ্রু॥ এত বলি কর্ণ ধরি খরতর চালে তরি ক্ষণমাঝে ঘাটেতে লাগয়। সূর্য্যে করি নিরীক্ষণ জানিল দিবা এখন গোপী তবে আনন্দে চল॥ রাই তবে গৃহে যায় সখিগণ সঙ্গে ধায় শ্যাম গুণ জলদ উদয়। এরূপে নাগর বর বিহরে সে নিরন্তর, ...ক্ষণ সে লীলা।৮

— —

বস্ত্র হরণ। খাম্বাজী।

নন্দ ব্রজ কুমারিকা হেমন্ত সময়ে। কাত্যায়নী ব্রত করে ...
কৃষ্ণ গুণ গান করি সকলে চলয়ে। প্রভাতে যমুনা যাই স্নান আচরয়ে॥
তীরেতে আপন বস্ত্র সকলে রাখয়ে। বিবস্ত্রা হইয়া স্নান সরিতে ...
নর্ম্ম সখা সঙ্গে শ্যাম তথায় মিলয়ে। ধীরে ... বস্ত্র ... লয়ে
নীপতরু পরে বস্ত্রগণেরে বাঁধয়ে। পরিহাস করি গোপী গণের হাসয়ে॥
লজ্জায় আকণ্ঠ জলে গোপী মগ্না হয়ে। শীতে দুখী সর্ব্বে শ্যামে নিবেদয়ে॥

রাগ ললিত।

শ্যাম অনুচিত কেন কর। নন্দের নন্দন গোপী প্রাণ ধন হৈয়া কেন হও পর॥ ধ্রু॥ নিজ দাসীগণে আজ্ঞাবহ জনে করিছ কেন অন্তর। হিমে স্নিগ্ধ জল তাহাতে বিকল সকলে হই কাতর॥ শ্যাম অতি ... হাসি হাসি কন আসিয়া বসন লয়। গোপীগণ তবে তারে উঠে সবে না পাই উপায়ান্তর॥ নিজ হস্ত দ্বয়ে অঙ্গ আচ্ছাদয়ে লাজে মুখে নাহি স্বর। কহে গোপীগণে সরিত পাবনে বস্ত্র তেজি স্নান কর॥ ব্রত পর হৈয়া বস্ত্রেরে তেজিয়া ব্রতের ভগ্ন আচর। দোষ পরিহার তোমা সবাকার কর সবে তৎপর॥ হস্ত শিরে ধরি নত শির করি প্রণাম কর সত্বর। শ্যামের বচন শুনি গোপীগণ প্রণমে হৈয়া তৎপর॥ শ্রী কৃষ্ণ তখন করি নিরীক্ষণ গোপীর জানি ... যে অঙ্গ অক্ষত ... হয় ক্ষত জানিল তবে নাগর॥ কহে সাধ্বীগণ স্থির কর মন এ কথা হৃদয়ে ধর। নিশি আগমনে পাইবে দর্শনে সর্ব্বদে দিল বর॥ ২॥

শ্রীকৃষ্ণের রাস। তদুচিত [illegible] । বেহাগ ড়া। তাল লোফা।

সরত চন্দ্রের শোভা করি নিরীক্ষণ। গোরা[illegible]র হৈল মনে যমুনোপবন॥ শ্যাম বংশী ধ্বনি গোপী করিয়া শ্রবণ। বাড়িল উৎকণ্ঠা মনে করিতে গমন॥ সে ভাব ভাবি আনন্দে হইল মগন। নৃত্য ক'র কহে বন্ধু হইবে দর্শন॥ দিখিদিগ নাহি মানে চলিছে কানন। [illegible]ছে তাঁর চলে দীন সঙ্কর্ষণ॥১॥

রাগ। বেহাগ তাল একতালা।

[illegible]খিয়া অখণ্ড চন্দ্রের কর [illegible] মুদ [illegible] [illegible] কুসুম ফুটে নিক[illegible] রমণীর মন হরে রে। [illegible] [illegible]কা জাতী সৌগন্ধ পবন চলিছে জাতী [illegible] কোকিল ময়ূর জাতি রতি পতি মোহ [illegible] রে॥ দেখিয়া রজনী নাগ[illegible] হইল স্মরণ গোপীর বর কাম [illegible] কারে মুরলীতে স্বর পুরে রে। গোপী শুনি মুক্ষাবাড়ে উল্লাস তেজি বন্ধু জন কুলের ত্রাস সাজিছে যাইতে নাগর পাস বিপরীত [illegible] করে রে॥ কটীর ভূষণ শিরেতে পরে পদের মঞ্জীর গলেতে [illegible] মধ্যে [illegible]হি জ্ঞান স্ফুরে রে। ঊর্দ্ধশ্বাসে চলে পাছে না চায় যে দিকে বংশীর ধ্বনিরে পায় স[illegible]র্ষণ পাছে ধাইয়া যায় ভেটিতে পিতম নাগরে রে॥ ১॥

মাহুর।

কিবা বাজে বংশী নিধুবনে। পূর্ণ শশধর দেখিয়া নাগর গোপীর বাঞ্ছা [illegible]॥ ধ্রু॥ শুনি গোপীগণ হয় উচাটন গৃহ তেজি যায় বনে। [illegible]রে আভরণ কেহ বা তখন বেণীর করে রচনে॥ অর্দ্ধ বেশ করে বস্ত্র না সম্বরে কেবা মানে গুরু জনে। দুগ্ধ আবর্ত্তন তেজয়ে রন্ধন কুটম্ব পরিবেষণে॥ অন্যে না সম্ভাষে চলে ঊর্দ্ধশ্বাসে বংশী রব [illegible]নে। দেখিয়া মাধবে উল্লাসিত সবে দীন সঙ্কর্ষণে ভনে॥ ২॥

কানড়া।

গোপীরে দেখিয়া কৃষ্ণ জানিবারে মন। কপট করিয়া কহে মধুর বচন॥ ব্রজের মঙ্গল কহ তব বন্ধু [illegible]। কুশলে কি হেতু রাত্রি বনে আগমন॥ [illegible]রীর উচিত কর্ম্ম পতির সেবন। জীর্ণ রোগী ধন হীন হইলে সে জন॥ দেখিলে আমারে সবে যায় হে ভবন। রমণীর যোগ্য নহে স্বধর্ম্ম লঙ্ঘন॥ কৃষ্ণের শুনিয়া গোপী কঠোর ভাষ[illegible] আশা হৈয়া করে ক্ষিতি নিরীক্ষণ॥

যশোরাগ।

অতি শ্রমে ঘর্ম্মবহে শ্রীঅঙ্গে সবার। জলক্রীড়া লাগি স্পৃহা হইল অপার॥
যমুনাতে যাই করে স্নান ব্যবহার। হস্তে জল তুলি দেয় অঙ্গে সবাকার॥
কভু গোপী কভু শ্যাম হারে বার বার। তথাপি বিরাম নহে আনন্দ ব্যাপার॥
বহুক্ষণে তীরে উঠি করয়ে শৃঙ্গার। সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্র দেয় যেই হয় যার॥ ৭॥

রাগ মালঞী।

আর্দ্র বস্ত্র তেজি শুষ্ক করিয়া [illegible] যেই [illegible] করিল ধারণ॥
[illegible] করিল মালা সুগন্ধ চন্দন। [illegible] সবে যার যেই মন॥
[illegible] অন্ন করেন ভোজন। তাম্বুল খাইয়া পুনঃ রাস আয়োজন॥
পুনঃ [illegible] করে আলিঙ্গন গোপী প্রশংসয়ে কভু শ্রীকৃষ্ণ কখন॥
ঐই রূপে [illegible] না। জানিত রাস হৈল কতক্ষণ॥
পরে নিজ গৃহে [illegible] লা। স্মরে অনুক্ষণ॥৮॥

[illegible]রাগ।

[illegible] পুষ্প তীরে [illegible] শোভা [illegible] কানন।
তরু গুল্মলতাগণ নবীন পত্র ধারণ নত শাখা কিবা [illegible] শোভন॥
মল্লিকা জাতি মালতী [illegible] কুন্দ সেবতী প্রস্ফুটিত কত [illegible]
শারী শুক গান করে ভ্রমর পিক কুহরে মলয় বহিছে সমীরণ॥
[illegible] কদম্ব তলে শেষ কিশলয় দলে তাহে বৈসে মোহিনী মোহন।
প্রিয়নর্ম্ম সখিগণ সেবা করে অনুক্ষণ। গন্ধ মাল্য তাম্বুল অর্পন॥
কেহ ব্যজন ঢুলায় কেহ [illegible] কেহ রাগ করে আলাপন।
রাই লইয়া দর্পন দোহেঁ দেখয়ে বদন উন নহে কেহ সঙ্কর্ষণ॥ ১॥

শ্রীরাগ।

[illegible] স্থান বড়ঋতু বর্ত্তমান প্রেম যথা হয় উদ্দীপন।
ফুটিয়াছে নানা ফুল [illegible]॥
মধুর মধুর স্বরে শারী শুক গান করে নৃত্য করে ময়ূর খঞ্জন।
রাই শ্যাম [illegible] রহেছে কৌতুক রঙ্গে উভয়েরি সহাস্য বদন॥
সেবা পর সখিগণ যোগায় মাল্য চন্দন কেহ করে চামর ব্যজন।
মৃদঙ্গাদি বীণা করে সখিগণ বাদ্য করে মধুস্বর স্পর্শিছে গগণ॥

মায়র।

কি অপরূপ রাসে নাচে রোহিণী নন্দন নবিন। রঙ্গা সহ করয়ে রমণ ॥
মধু মাধব দ্বি মাসে মল্লিকা কুমুদ বাসে আমোদিত যমুনোপবন।
বারুণী সৌগন্ধ ঘ্রাণে উন্মত্ত গোপীর গানে মধু পিয়ে ক্রীড়াতে মগন ॥
বাজাও বিবিধ যন্ত্র প্রেম উদ্দীপন তন্ত্র মদনেরে করয়ে মোহন।
কভু নাচে কভু গায় ব্রজ নারী তুষিবায় আলিঙ্গন করয়ে চুম্বন ॥
অবগাহনের ছলে আকর্ষে যমুনা হলে জল কেলী সহ গোপীগণ।
দেখিবারে সেই রাস সঙ্কর্ষণ অভিলাষ বামনেন্দ্র ছুটিতে গগণ ॥ ২ ॥

বেহাগ ভাসগোড় তাল।

নীলাম্বরে নীলাম্বর রাসে নাচিছে। তিরক জিনিয়া রূপ কিবা শোভিছে ॥
মধু মাসে পূর্ণ শশী সুগন্ধ বহিছে। গোপী বাজাইছে যন্ত্র মধুর বাজিছে ॥
কভু বামক কভু গোপী নাচিছে গাইছে। গোপী হস্ত ধরি কভু মণ্ডলি করিছে।
মধ্যে বলরাম গোপী চৌদিগে বেড়িছে। গোপী নৃত্য দেখি বারে বারে প্রশংসিছে ॥ দেবগণ সঙ্গোপনে আসিয়া দেখিছে। সেই রাস সঙ্কর্ষণ আনন্দে গাইছে ॥ ৩ ॥

কামোদ।

কিবা শোভন রামের রাস। সঙ্গে গোপীগণ যমুনোপবন পূর্ণচন্দ্র [illegible] ॥ ধ্রু ॥ নানা পুষ্পগণ বিকসিত হন বারুণীর বহে বাস। ভ্রমর উল্লাস [illegible] মধু বাস পানে মত্ত নীল বাস ॥ গোপীগণ সঙ্গে [illegible] রস রঙ্গে নৃত্যেতে [illegible]। কখন চুম্বন কভু আলিঙ্গন করে হাস পরিহাস ॥ নানা যন্ত্র বাজে নাচে কত সাজে শ্রমে ঘন বহে শ্বাস। যমুনা ভিতরে জল কেলি করে কহে সঙ্কর্ষণ দাস ॥ ৪ ॥

বিহাগড়া। তাল একতালা।

সুখের বসন্ত রাসে নাচে বলরাম। ভ্রমর কোকিল মেলি পুরে পঞ্চগ্রাম।
মধু মাসে রাস রসে পিয়ে বারুণীর রসে কদম তলেতে রস রঙ্গে।
রঙ্গিকা আলিঙ্গী সঙ্গে [illegible] রসের রঙ্গে উল্লাসিত খেলে নানা ভঙ্গে ॥
মল্লিকা জাতী সেবতী নব মল্লিকা মালতী যমুনোপবনে সুশোভিত।
[illegible] তুলি ফুল সাজায় প্রেয়সী কুল মনোহর অনঙ্গ মোহিত ॥
বাজায় বীণা [illegible] নাচয়ে করিয়া রঙ্গ অলসেতে ঢলি পড়ে গায়।

অবগাহনের ছলে ... কর্শে যমুনা জল সঙ্কর্ষণ সে লীলা ধেয়ায় ॥ ৫ ॥

ব্রজভাষা ঝুলন। মল্লার কয়ালী তাল।

শাবণ ভিজ সোহায়নি আই। প্যারিজী সাথ ঝুলে হেঁ কানাই॥
সখিগণ ঘেরত দেত ঝকোরা কোই উপজে সুর কোই বজাই॥
অতর গোলাব কোই ডারত কোই লিয়ে ফুলোঁকি হার পহরাই।
বাদর গরজত দামিনী চমকত বরষত বুঁন্দ ঘটা দিশা ছাই॥
শুনত কড়ক হিয়া কাঁপই ডরকে চোঁক ছুপে প্যারী পিয়া গলে যাই।
কহত সঙ্কর্ষণ প্যারী দুলারী ডরকি ডরাবন বহে কোঁ ডরাই॥ ১॥

ভাষায় ঝুলন। কামোদ।

কি সুখের বৃন্দাবন। ফুটে ফুলগণ বিবিধ বরণ কদম বন শোভন॥ধ্রু॥ কোকিল কুহরে ভ্রমর গুঞ্জরে নৃত্য করে শিখিগণ। ঘন বরিষণ মেঘের গর্জ্জন দর্দুর ডাকে সঘন॥ সূর্য্য অদর্শন তিমির কারণ দিবা নহে নিরূপণ॥ কদম্ব শাখাতে স্বর্ণ ডোর তাতে ঝুলা অতি সুগঠন॥ শ্যাম রাই সনে লৈয়া গোপী গণে ঝুলে আনন্দে মগন। মল্লার গাইছে কেহ ঝুলাইছে গায়ে তাহা সঙ্কর্ষণ॥ ২॥

মল্লার।

যমুনার কুল প্রস্ফুটিত ফুল মত্ত অলিকুল গন্ধ পা... শারী শুক হৈয়া প্রেম ভুক ডাকিছে ডাহুক সুখে ভাসিয়া॥ ... ঘেতে ঘন করি দরশন নাচে শি... মাতিয়া। নব শাখা... লত শির হন শ্যামের স্পর্শন মনে ভাবিয়া॥ কদম শাখায় ঝুলা শোভা পায় শ্যাম রাই তায় সুখে বসিয়া। গোপীরা ঝুলায় কেহবা বাজায় আনন্দেতে গায় দোহে হেরিয়া॥ করয়ে সম্ভাষ হাস্য পরিহাস প্রেমের উল্লাস চলে বহিয়া। আনন্দে মগন রাই শ্যাম মন ভনে সঙ্কর্ষণ শোভা দেখিয়া॥ ৩

হিন্দি হোলি। বসন্ত রাগ।

ফগুয়া খেলে শ্যাম অরু প্যারী। কেশর কুঙ্কুম অরু অরগজা ... ভরি মারে পিচকারি॥ অতর গোলাব অবীর ওড়াবত নয়না বচা বচা

মারি। বীণ রবাব মৃদঙ্গ বাজাবত গায়ত সখিগণ দে দে তারি॥ অঁবুয়া ফুলত কোয়েল কোলত ... পারী মেলি ... কারি। ফুট গোলাব চমেলি বেলা কেতকী চম্পা মহকে বন ভারি॥ রঙ্গিনী গোপীমে রঙ্গিলা মোহন রঙ্গিনী শ্যাম দুলারী। রঙ্গিয়া বসন্তমে রঙ্গ দেয় বৃন্দাবন ... সঙ্কর্ষণ রঙ্গ তেহারি॥ ২॥

সিন্ধু তাল জত।

লাজ নযারো মোপ পিচকারি। ভিগ্ গেয়ী মেরী সারি চুনারী॥ চঁদ গোলাল ফেঁকো এতি ভারি। দুখ লগি মেরি ইহ ছাতি ভারি॥ নাজুক অঙ্গমেরি মেয় সুকুমারী। জোর নকর গোপে জাউঁ বলি হারি॥ দেখি হঁসেঙ্গি গোপী সব এ ক্যারি। লোগ ধরঙ্গে মোপ সাত ছিনারী॥ অবন নিকসুঙ্গি মেয় ডরসে তোমারি.সঙ্কর্ষণ দেখে গোজে শ্যামঅরু প্যারী॥

... আজু মোহন খেলত হোরি। কেসর কুম্‌কুম অরু অরগজা রঙ্গমে গোপীবোঁ বোরি॥ ধ্রু॥ কুম্‌কুম মারত ছাতি নেহারকে মোহন লেলে জোরি। গাবত নাচত তালি বাজাবত বোলত হোহো হোরী॥ গুলাল ডারত গোপী নয়নমে হঁস হঁস লে মচকোরি। ডম্ফ রবাব মৃদঙ্গ বজাবত সঙ্কর্ষণ তাল টকোরি॥ ৩॥

প্রোষিত ভর্ত্তৃকা।

... ত ভর্ত্তৃকা রস ... বিধ গণন। নিকট বিরহ আর মাথুর বর্ণন॥ মাথুর বিরহ পুনঃ ত্রিবিধ প্রকার। ভাবি ভবন ও মাথুর গণনা যাহার॥

ভাবি বিরহ। পামশী।

হৃদি মম কাঁপে কেন কহ কি কারণ। অনুমানে বুঝি বিধু হইবে দর্শন॥ মথুরা হইতে নাকি কোন মহাজন। আসিয়াছে লইবারে গোপী প্রাণধন॥ মধুর সে রূপ গুণ প্রেম সম্ভাষণ। দিবা নিশী মনে জাগে নিকুঞ্জে মিলন॥ কেমনে ধরিব প্রাণ কি করি এখন... কহ সখি শ্যাম করিবে গমন॥ ... বিনা কিবা ফল রাখিয়া জীবন। কহে সঙ্কর্ষণ কর ধৈর্য্যাবলম্বন॥১॥

... শুন ই। নাম যাহায় অক্রূর তার সমনাহি ক্রূর ব্রজে নাকি করে আগ... ঘরে ঘরেতে রটনা সদাই হয় ঘোষণা প্রাতে বন্ধু করিবে গমন॥ সখি কেমনেহে পরিব জীবন। না দেখিয়া সে বয়ান কেমনে বহিবে প্রাণ

কিসে হবে যাত্রা নিবারণ ॥ ধ্রু ॥ যাত্রাকালে নিবারণ অমঙ্গল সম্ভাবন উপায়ে সে করিব সাধন। যোগিনিরে [illegible] রাখি নিষেধিয়া অম্বরেরে না করে বর্জ্জন ॥ তপন সুতা সেবিব তপনেরে নিষেধিব প্রভাতে না দেয় দরশন। প্রভাত যদি না হয় তবে কি [illegible] ভয় এই যুক্তি চিন্তে সঙ্কর্ষণ ॥

ভবন বিরহ। খটারী।

বারেক রাখহ রথ অক্রূর সুজন। আঁখি ভরি দেখে মরি শ্রীকৃষ্ণ বদন॥ ব্রজাঙ্গনা এ সকলে কৃষ্ণ প্রাণা সবে বলে তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ হলে তেজিবে জীবন। নাম তোমার অক্রূর কর্ম্মে দেখি হও ক্রূর স্ত্রীনাশে অতি চতুর জানিল এখন ॥ শব দেখি যাত্রা করি নিয়ে যাও প্রাণ হরি যাবা মাত্র কংস অরি হইবে নিধন। সঙ্কর্ষণ দুখ স্মরি কহিছে বিনয় করি মনের বাহির হরি যেওনা কখন ॥ ২ ॥

মাথুর। সুহই।

ব্রথা গেল মধুমাস। নিভি করি বঁধু আশ ॥ ধ্রু ॥ চন্দ্রিকা চন্দন কে কহে রঞ্জন মলয়ানিলে সুবাস। পিক মধুকর কেবলে সুস্বর সে সদা দেয় হুতাশ ॥ শ্যামের মিলনে যারা অনুক্ষণে মনেরে [illegible] উল্লাস। সেই সব জন এবে সঙ্কর্ষণ অরি সম দেয় ত্রাস ॥ ৪ ॥

সুহই।

মোহ কর মধুমাস। মল্লিক মালতী বাস ॥ ধ্রু ॥ প্রস্ফোটি[illegible] গুঞ্জে অলি কুল রজনী চন্দ্র প্রকাশ। কোকিল কুহরে ঝঙ্কারে [illegible] হরিল জীবন আশ। বিরহিণী মন করিছে কেমন কে বুঝে ত[illegible] ত্রাস। প্রাণ বঁধু বিনে সঙ্কর্ষণ দীনে জীবন আশ নিরাশ ॥ ৫ ॥

ষড়্ ঋতুবর্ণন। তিরোথা ধানশী।

জগতের সুখ ঋতু পরিবর্ত্তে হয়। বিরহিনী জন দুখ দ্বিগুণ [illegible]য় ॥ হিম ঋতু মার্গশির্স ভোগের সময়। বঁধুর বিচ্ছেদ উপভোগে কি করয় ॥ শিশিরে শীতের বৃদ্ধি হৃদয় কাপয়। হৃদয়ে উত্তাপ দেয় কোথা সে হৃদয় ॥ বসন্তে কুসুম গন্ধ পবন বহয়। বিরহিণী শশী পিক ভ্রমরে বধয় ॥ বিচ্ছেদ অনলে বিয়োগিণীরে দহয়। নিদাঘ ইন্ধন যেন তাহা[illegible] ॥

বরিষে বরিষা সদা মেঘেতে গর্জ্জয়। বিরহিণী কেন সম সে শব্দ সহয়॥
শরত সুখের কাল ... সঙ্কর্ষণ ... কেমনে বাঁচয়॥ ৬॥

দশমী দশা। যথা রাগ॥

শ্যাম ... না মিলিল বৃথায় জীবন। বিধি আরাধিয়া প্রাণে ... নিধন॥
পঞ্চভূত স্থূল ভূতে মিলিবে যখন। এই বর বিধি হতে করিব যাচন॥
পৃথ্বী ভাগে মিলি হব বন্ধুর অঙ্গন। সে দেশ প্রাণ পাব করিলে গমন॥
জল হৈয়া সেই জলে করিব মিলন। যে জলেতে ধৌত হয় বন্ধুর চরণ॥
তেজোংশে মুকুরে থাকি দেখিব বদন। বায়ুরূপে সদা শ্যামে করিব ব্যজন॥
আকাশে ... ত্যাগ হৈলে সংঘটন কালারে বেড়িয়া রব সদা এই মন॥
সঙ্কর্ষণ দেহস্থিত পঞ্চভূত গণ। স্থূল ভূতে মিলি শ্যামে করিবে সেবন॥৭॥

ললিত।

... কে কয়া শ্যামে ব্রজ বিবরণ। নয়ন জলেতে ভাসে এবে বৃন্দাবন॥
শারী শুক পিক রব ভুলেছে এখন। শিখী নৃত্য ছাড়ি স্তব্ধ রহে অনুক্ষণ॥
... লতা পত্র পুষ্প হৈয়াছে বর্জ্জন। তৃণ জল ছাড়িয়াছে গাবী বৎসগণ॥
কমল কুমুদ জলে হৈয়াছে মগন। ক্রন্দনে যমুনা বৃদ্ধি কহে সঙ্কর্ষণ॥ ৮॥

উদ্ধবের প্রতি গোপীর উক্তি। যথা রাগ।

... মম মন করিছে রটন। নাহি দেখে অন্য রূপ কভু এ নয়ন॥
শ্যাম ধন ... শ্যাম সে জীবন। শ্যাম জ্ঞান শ্যাম ধ্যান শ্যাম আরাধন॥
... না হেরি মন হ উচাটন। কে ... সে শ্যামে কহ হৈতে বিস্মরণ॥
... বংশীর গান প্রেম সম্ভাষণ। ভুলিয়া নির্গুণে চিন্তা কোন প্রয়োজন॥
... ব নির্বোধ তুমি কহ এ বচন। গোপী যোগ্য বাক্য নহে কহে সঙ্কর্ষণ॥

গোপীর মথুরায় গমন। ধানশী। যুগল তাল।

রাই ব্যাকুলতা দেখি ললিতা তখন। শ্যাম লাগি মথুরাতে করিল গমন॥
... দধি দুগ্ধ করিয়া সাজন। মধু স্বর করি করে পদ বিচালন॥
... হলে দহিলে দহি পুরবাসীগণ। দহিলে দহিলে প্রাণ দহিলে জীবন॥
দহি সে দহি নহে অমূল্য রতন। প্রেমানলে মন দুগ্ধ করি আবর্ত্তন॥
... হ করি আনিয়াছি করিয়া যতন। দহিলে দয়াল হরি কহে সঙ্কর্ষণ॥১০॥

... দ্বারী প্রতি সখির উক্তি। যথা রাগ। তাল লোফা।

শুন দ্বারী আমাদের শ্রীনন্দনন্দন। রাজা নাকি হইয়াছে এখানে এখন॥

কহ যাই ব্রজে হৈতে ব্রজাঙ্গনাগণ আসিয়াছে আপনারে করিতে দর্শন॥ দ্বারী কহে রাজ কার্য্য করেন সাধন। অন্ত ... বাহিরে আছয়ে বারণ॥ দেখ দ্বারা গোপী নহে বহিরঙ্গজন। তব রাজা করে যার নবনি হরণ॥ ব্রজেশ্বরী করেছিল যাহারে বন্ধন। চুরি করি নিল কুল গোপীর যৌবন॥ বিক্রীত হইয়া খত করেছে অর্পণ। সে জন গৌরব করে কিসের কারণ॥ দ্বারী কহে ফিরে যাও কহিছ বচন। দরশন পাবে নাহি কহে সঙ্কর্ষণ॥

ভূপালী। তাল লোফা।

কোথা আছ দেখা দেও শ্রীনন্দনন্দন। জীবন অর্পণ কর দিয়া দরশন॥ আশ্রিত জনার দুখ কর বিমোচন। যার লাগি গিরিবর করিলে ধারণ॥ তব লাগি পশু পক্ষী করে অনসন। গোপী অশ্রু জলে হয় যমুনা পূরণ॥ যে রাজ মধুর স্বর হইত শ্রবণ। ক্রন্দন রবেতে পূর্ণ কহে সঙ্কর্ষণ॥ ১২॥

শুকারাম্বর দশমদশা। যথা রাগ। তাল লোফা।

রাইর দশম দশা করি দরশন। মথুরা যাইতে গোপী করিল মনন॥ দধি দুগ্ধ পসরায় করিয়া সাজন। হরি স্মরি গোপীগণ করিল গমন॥ মথুরা নিকটে যাই করয়ে চিন্তন। কেমনে দেখিব সেই শ্রীবংশী বদন॥ দ্বারীরে কহিল ভেট রাজার কারণ। আনিয়াছি রাজ অগ্রে করিব অর্পণ॥ দ্বারী কহে তবে যাই দেখ জনার্দ্দন। আমা সভাকারে পাছে দিও কিছু ধন॥ গোপীরে দেখিয়া শ্যাম লাজেতে নমন। কহে কহ বিনোদিনী আছেন কেমন॥ ললিতা কহিল শ্যাম সে নাম স্মরণ। তোমার কি ... মনে কহে সঙ্কর্ষণ॥

নবম দশা। পাহিড়া।

মাধব দারুণ প্রেম তোমার। কমলিনী বিধুমুখি তব প্রেমে ... দুখি কত দুখ সহিছে অপার॥ ধ্রু॥ কোকিলের রবে ধনী ... ঝিঁঝিনি ধ্বনি স্বরে ধনী ত্রাসে অনিবার। মলয় পবন স্পর্শে মানয়ে পাবক বর্ষে দাহ কর মানে ঘনসার॥ দেখি কুবলয় মালা ত্রাসে ... ব্রজ বালা গরুড় গরুড় বার বার। করিয়া দয়া প্রকাশ নিবার অ... ত্রাস সঙ্কর্ষণ কাতরে এবার॥ ১৪॥

যথা রাগ ছুটা একতালা।

ব্রজে চল ওহে শ্যাম ব্রজ বিহারী। রাজ্য পায়ে ভুলিয়াছ ব্রজের না...। মথুরা নাগরী প্রেমে ভুলে কংসারি। গোপী প্রেম পাসরিলে শ্রীগিরিধারী॥

মাথুর কি সাধু কৃত্য এই মুরারী। তব লাগি গাবী বৎস কান্দিছে শারী॥ সঙ্কর্ষণ কহে শুন হে বংশীধারী। বিরহে কাতর ব্রজে তোমার প্যারী॥

মাথুর।

প্রিয় বঁধু গোপী দুখ করহে শ্রবণ। বৃন্দার যতনে গোপীর রৈয়াছে জীবন॥ বিরহিণী নারীগণ দেখিয়া দুষ্ট মদন এসেছিল লৈয়ে শরাসন। গোপী ভয় পাই মনে কান্দিল সকল জনে বৃন্দাযুক্তি করিল সৃজন॥ রাইরে লেপি চন্দন জটা করি বেণীগণ শিবাকার করয়ে সাজন। পাতিত গো-শৃঙ্গ আনি খট্টাঙ্গে ডমরু মানি রাই হস্তে করায় ধারণ॥ প্রায় আকার হর দেখি সেই পঞ্চশর কোপ লয়ে পলায় তখন। তাহাতে রয়েছে প্রাণ দেখ এই বিদ্যমান নহিলে না হৈত দরশন॥ সঙ্কর্ষণেতে কহয় শ্যাম হইলে সদয় মদনেরে করহ মোহন॥ ১৬॥

শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা। মাথুর তাল দশকোশী।

শুনি দূতীর বচন কাতর নাগর মন ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ন। কতবা সহব তাপ কহ করিয়া বিলাপ রাই দুখ করিয়া স্মরণ॥ দূতী তুমি শীঘ্র যাও বাহিরে যাই শোনাও শীঘ্র আমি করিব গমন। দূতী যাইয়া এখন রাধে করে নিবেদন নাগরের বিলাপ বচন॥ তোমার দুখ শুনি-য়া ভূমেতে শ্যাম পড়িয়া কতইবা করিল ক্রন্দন। কহে বিনোদিনী রাই তোমারে দেখিব যাই তবে দুঃখ হবে নিবারণ॥ কহিল আমারে যাও তুমি ত্বরা কর শুন রাই হও সাস্থ মন। রাই শুনি হৃষ্ট মন সুখে সখিগণ সঙ্কর্ষণ আহ্লাদে মগন॥ ১৭॥

ভাবোল্লাস। ভূপালী।

দেখিলাম আশ্চর্য্য স্বপন। শ্যাম চাঁদ ব্রজে আসি দিল দরশন॥ আসি করে ধরি কতই বিনতি করি কহে রাই তুমি সে জীবন। ছাড়া এক ক্ষণ কতই দুঃখে যাপন মীন যথা ত্যজিয়া জীবন॥ এত কহি আমা ধরি হৃদি মাঝে রাখে হরি সে আনন্দে হইল চেতন। সব করি চিন্তন ব্যাকুল হতেছে মন নিবেদয়ে দীন সঙ্কর্ষণ॥ ১৮॥

মিলন। ললিত।

শ্যাম ভাল হলো দেখা দিলে শেষে। বড় ছিল অভিলাস পুরাইবে মন আশ কথা মাত্র আশা গেল ভেসে॥ ধ্রু॥ মিটিল সকল সাধ

জগভরি অপবাদ প্রাণ ভেজি দেখ তুমি এসে। কয়ে ছিলে যে সকল
সকলি ছিলহে ছল সঙ্কর্ষণ কুল নিলে হেসে॥ ১৭॥

প্রভাষে মিলন বর্ণন। ললিত।

প্রভাষ তীর্থে শ্রীনন্দরাজের শ্রীকৃষ্ণ বলদেব দর্শন।

শুনিয়া সূর্য্য গ্রহণ প্রভাষে কৈল গমন রাম কৃষ্ণ সঙ্গে যদুগণ।
যাদব মহিষীগণ সঙ্গে চলে হৃষ্ট মন তীর্থে স্নান করে সর্ব্ব জন॥
রাম কৃষ্ণ আগমন করিয়া নন্দ শ্রবণ প্রভাষেতে করিল গমন।
গোপ গোপী যশোমতী চলে সবে দ্রুত গতি পথে কৃষ্ণে করি অন্বেষণ॥
বসুদেব শুনি যায় নন্দরাজে প্রসংশায় কহে সুখে তব আগমন
সুখে তব পরিজন ধন জন ও গোধন ব্রজ বাসী আছয়ে কেমন॥
তোমা সম মিত্র নাই স্ত্রীপুত্রে রাখিলে ভাই বিপদেতে করিলে পালন
জনের মন্দ স্বভাব সুখের হৈলে প্রভাব মিত্রগণে হয় বিস্মরণ॥
নন্দ সম্ভাষিয়া তায় রাম কৃষ্ণ পানে চায় ধায়ে যাই করয়ে চুম্বন
আনন্দে বহে নয়ন কহে প্রাণাধিকগণ সঙ্কর্ষণে ভুলিলে এক্ষণ॥ ১॥

যশোমতীর শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে উক্তি। আসাবরী।

কৃষ্ণ দেখি যশোমতী অগ্রে যায় দ্রুত গতি দু নয়নে বহে অশ্রুবারি।
কহে রাম রে কানাই মায়েরে কি মনে নাই দুখিনীর করা আছে ভারি।
তোমার গোধন যত গোপ সখা গোপী যত তব লাগি সবে অনাহারী
স্বজন প্রেম পাসরি দ্বারকায় রহ হরি ভুলি দুঃখ পিতার মাতার॥
তব পথ নিরক্ষিয়া আশা তরুরে রোপিয়া অশ্রু জলে সিঞ্চি অনিবার
যমুনার দুই ধার বহিয়া চলিছে ধার ধারাধার বহে অশ্রুধার॥
চল বাছা ব্রজে যাই গোচারণে কাজ নাই বসি প্রজা পাল আপনার
তুমি যদি না যাইবে ব্রজ বাসী কে পালিবে সঙ্কর্ষণে কে করে উদ্ধার॥

শ্রীকৃষ্ণের নন্দ যশোদার প্রতি উক্তি। যথা রাগ।

যশোমতী নন্দরাজে করিয়া দর্শন। সন্মান করিয়া কৃষ্ণ করেন ভাষণ।
পিতা মাতা কহো সুখে করহ জ্ঞাপন। সুখে আছে গোপ শিশু বন্ধু পরিজন॥
সুহৃৎ বিপক্ষগণে বিনাশ কারণ। দূর দেশে স্থিতি করি তাই দুই জন॥
হৃদয়ে আমারে সদা করিবে চিন্তন। তব ছাড়া কভু নহি কহে সঙ্কর্ষণ॥৩।

প্রভাষে রুক্মিণী দেবীর সহিত শ্রীরাধিকার সাক্ষাৎ। ধানশী।

যাদব সকলে আর মহিষীর গণ। উল্লাষিত প্রভাষেতে করি আগমন॥
তীর্থে স্নান দান করি হৈয়া হৃষ্ট মন। পরস্পর সভে করে সুহৃৎ দর্শন॥
রুক্মিণী দেবী বসিয়া করে নিরীক্ষণ। রাজ পথে চলে যায় নারী কত জন॥
তার মধ্যে এক নারী পরম শোভন। শশধর শোভে যথা নক্ষত্রে বেষ্টন॥
কিবা রূপ কিবা শোভা কিবা সে গঠন। কিবা সে বদন নেত্র কিবা সে ঈক্ষণ॥
চতুর্দ্দিগে নারী চলে অসংখ্য গমন, সভাকার পাছে চলে দীন সঙ্কর্ষণ॥৪॥

রুক্মিণী দেবীর নিজ সখি প্রতি উক্তি। ভুপালী।

কেবা এই বিধুমুখী কর নিরীক্ষণ। কহিছে রুক্মিণী দেবী সখিরে আপন॥
সামান্যা রমণী মধ্যা নহে এই জন। তড়িৎ বরণা রূপ না হয় বর্ণন॥
হরিণী নয়না জিনি কমল বদন। দীর্ঘ কেশী ক্ষীণ কটী শোভন জঘন॥
উরু রাম রম্ভা জিনি উৎপল চরণ। দেব নারী কিবা হবু [illegible] দর্শন॥
প্রেমময়ী প্রেমরূপা প্রেমের গঠন। ভাবে বুঝি প্রেম [illegible] উচাটন॥
[illegible] নারীর মন করিয়াছে হরণ, সামান্যা রমণী নহে কহে সঙ্কর্ষণ॥৫॥

রুক্মিণী দেবী স্বয়ং শ্রীরাধিকাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা। যথা রাগ।

সখি। তুমি কার নারী কোথা আগমন। তব ভাবে জ্ঞান হয় প্রেমে মুগ্ধ মন॥
পূর্ণশশী কিবা ভূমে করে বিচলন। কি কারণে দেখি তব মলিন বদন॥
পুরুষ উত্তম শ্যাম জগতে ঘোষণ। তুমি দেখি নারী মধ্যে প্রধানা রতন॥
রুক্মিণী করিল যদি এরূপ ভাষণ। ললিতা কহিছে ধিরে সজল নয়ন॥
কি কথা শুনালে দেবী মধুর বচন। আপ্যায়িত হইল কর্ণ করিয়া শ্রবণ॥
শ্যাম প্রিয়া শ্যামা সাধ্বী অগ্রে এই জন। শ্যাম লাগি কুল মান করে বিসর্জন॥
শ্যাম জ্ঞান শ্যাম ধ্যান শ্যাম সে জীবন। আমরা সঙ্গিণী তার ব্রজাঙ্গণাগণ॥
প্রভাষে এসেছি শ্যামে করি অন্বেষণ। কহ যদি জান কোথা শ্রীনন্দনন্দন॥
প্রেমের বিকার দেখি রুক্মিণী তখন। অগ্রে যাই রাই হস্ত করিল গ্রহণ॥
ধন্যা তুমি তব প্রেম সীমা নাহি হন। তোমার স্পর্শনে হয় প্রেম উদ্দীপন॥
শ্যামে প্রেম রাহে আশা করগো পূরণ। কনিকা তাহার বাঞ্ছে দীন সঙ্কর্ষণ॥

প্রভাষে শ্রীরাধিকাদি গোপীর শ্রীকৃষ্ণ মিলন। যথা রাগ।

চিরদিন পরে কৃষ্ণ করিয়া দর্শন। গোপীর আনন্দ সীমা না হয় বর্ণন॥
নয়নে দেখি হৃদয়ে করিয়া ধারণ। তন্ময় হইল সেই ক্ষণে গোপীগন॥

বাহ্যজ্ঞান শূন্য দেখি শ্রীকৃষ্ণ তখন। নির্জনে আসি সবারে করে আলিঙ্গন॥
জিজ্ঞাসে গোপীরে কবে সহাস্য বদন। কুশল সবার কহ আছহ কেমন॥
প্রিয় সখি কভু কর আমারে স্মরণ। অবজ্ঞা করহ কিবা আমারে এখন॥
যদি কহ অকৃতজ্ঞ হয় যেই জন। কেবা হেন মূঢ় করে সে জনে চিন্তন॥
আত্মীয় জনের শত্রু বিনাশ কারণ। বহু দিন পরে মম হয় আগমন॥
ভগবান কভু করে জনের মিলন। কভু মিত্র মধ্যে করে বিচ্ছেদ ঘটন॥
যথা বায়ু মেঘ তৃণ ধূলি আকর্ষণ। কভু করে কভু দূরে করয়ে ক্ষেপণ॥
সেই রূপ ভগবান মিলন বর্জ্জন। সুহৃৎ জনের মধ্যে করেণ রচন॥
বিচ্ছেদে কর আমারে তোমরা মনন। আমা প্রাপ্তি হইবার এই সে লক্ষণ॥
আদি অন্তমধ্য বাহ্য পদার্থে সঘন। ঘটাদিতে পঞ্চভূত থাকয়ে যেমন॥
আমি বস্তুমাত্রে সেইরূপে অনুক্ষণ। আমারে ভাবিবে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বক্ষণ॥
আত্মজ্ঞান এইরূপে কহিলে যখন। ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণে আত্মা কৈল সমর্পণ॥
গোপী কহে ভাল আশা করিলে পূরণ। এক নিবেদন করি করহ শ্রবণ॥
তব পাদ পদ্ম তুল্য নাহি অন্য ধন। ব্রহ্ম আদি যোগেশ্বর করেণ ভজন॥
সংসার কূপেতে হয় যাহার পতন। উদ্ধার করিতে তব পদ শক্ত হন॥
হেন তব পাদপদ্ম থাকে হে স্মরণ। গোপী সহ সঙ্কর্ষণ করে নিবেদন॥

অলমতি বিস্তরেণ।